



নটে ফটে



কালেকশন





নারায়ণ দেবনাথ







হুতাশাভাষা শমজানটাকে
একদিন বাগে পেলে
এমন শিক্ষা দেবো!



দুজনে মিলে
দেবো একদিন
আক্রা করে
পালিশ করে!

উল্লেখ: ঠাকুরে আজ মাংসের কোমটি
যা বানিয়েছিলেন—ইজুস! তাদের
ভাগটা আমায় নিয়ে একটু ছিঃ ছিঃ!



তোদের অবশ্য একটু দেবার ইচ্ছে ছিলো,
কিন্তু তাহলে স্যরের নির্দেশ অমান্য করা
হতো! আর আমি আবার কোন
গণ্ডিত কাজ করতে পারি না!



এটা এখন এখানে
রইলো, একটু পরে
এনে সরিয়ে নেবো!



উঃ কি নৃশংস
রে মাইরি!



আমাদের পৈটিক
টরচার করে আমাদের
খাবার আমাদেরই
সামনে মেরে দিলে
এটা খালাটা আবার
এখানেই রেখে
ডালো!

কিন্তু একটু পরেই



ওঁ দেখুন সার! এখানে
ওখানে রয়েছে!













—চুয়—আউ—
নয়—দশ—
ওরে বাবাবে!
পাতাল গম্বর
নাকি?



না পাতাল গম্বর
নয়—কিন্তু এখানেই
তো—এইতো পায়ে
বাড়ের নতুন কি
ঠেকছে যেন!



এইতো পেয়েছি।
মোহরের ঘড়া নয়
রত্নপেটিকা! ভাল
দেখছি তোলা বজ।
এবারে ফিরে গিয়ে
সারকে দিয়ে এই
রত্নপেটিকার জন্য
খোলাবো। সার
দারুন খুশী হব!

আবে!
কেলুদা যে!



আমি জানতাম তোরা আসবি। নক্সাটাকে
তুমো বলে বুঝিয়ে নিজেরা ওপুধন হাতবার
ডাল ছুঁনি। কিন্তু বন্ধু নল্ট আর ফাল্ট,
বড় লেট করে
দেলেছিল।

কিন্তু তোমার গায়ে
এমন বিশ্রী দুর্গন্ধ কেন
কেলুদা?



ওলি মার দুর্গন্ধ—ন্যায় কি পেয়েছি!
রত্নপেটিকা! আর নক্সাতোবা পেয়েছিলি।
নিশ্চয়ই এ মন্দিরের পূজারীরা ছুরি মাঝার
তুমো বিগ্রহের এই রত্নরাজি মাটিতে খুঁতে
সেই জায়গার একটা নক্সা একে মন্দিরে
বেধে দিয়েছিলো!



দেখনি নল্ট! আমাদের
লোকা বানিয়ে কেলুদা
কোন ওপুধন বাঁসিয়ে
নিলো!

হি: হি:!
তোরা নিজেদের
খুব চালাক ভাবিস
কি না!



কি তখন থেকে
মাক চপা দিয়ে
আছিস! চল
এবার ফিরি।

বড় পচা
গোমড়ার দুর্গন্ধ
বেড়ছে কেলুদা!

আমি
কেলুদার
সোডাগার
খবর দিতে
আগে গাই!







নাট্যরঙ্গদেবনাথ



তাইলে আজ রাত থেকেই
শাহারা দেওয়া শুরু হবে।

ঠিক আছে, সময় মতো
ডেকে নিলে যাবে।

লিটু শাহারা দিতে
শিখে কিন্তু লিটু
আমাদের পেটে
চালান হতে পারে
কি বলিস?

ঠিক বলেছিল!
গাছ থেকে পায়ে
আর খাও!

রাত্রে

দারুণ লিটু হয়েছে
রে! কিন্তু এই লিটুদের
আমরা এখন রক্ষা করবো।
আমাদের আগ জেলের
কারোকে এদের নষ্ট
করতে দেবোনা।

কিন্তু কেলুদা,
আমাদের হাতে
ওদের দু'চারটে
আগ নষ্ট হবে
না?

খবরদার নুজ্জ, ও কথা স্বীকৃত
মুখে আনবি না। আমরা এদের
রক্ষা করবো কিনা ওরফক
হবে? কতী রেহী!

কিন্তু—

লো কিন্তু! এতে কোনকিন্তু নেই। তবে হ্যাঁ!
আমার নির্দেশেও মখল স্যারের নির্দেশে,
তখন নিজের নির্দেশে আমি এই
লিটুদের সুগাওণ, মাল কতটা টক
আর মিষ্টি, এটা পরীক্ষা করতে
পারি। বুঝেছিস?

বুঝেছি।

কি বুঝেছিস?

তুমি লিটু খাবে, আমরা
খাবো না।

বাঃ, ঠিক বুঝেছিস!
নে এবার টপট
উঠে পড়!



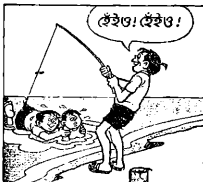






নারায়ণ দেবনাথ







ওরে বাবাব! যে খরে আশুন ধরেছে,
এ খরে একটা ব্যাঙ্ক! খুনোচ্ছে! হায়
উগরান এখন কি হবে?



সেকি? শিশুগির
ওকে বার করে
আনুন।

কিন্তু দরজায় যে
চাবি লাগানো, আর
চাবিটাই পাচ্ছি না।
দমকল আসতে
আসতে বিছানায়
যদি আশুন ধরে
যায়। কোন মরুঙে
গরি বন্ধ করেছিলাম
ও:হো-হো!



খাবতাবেন না!
এ জানলা দিয়ে
আমি ওকে বের
করে আনিছি।



দাবাস, নল্টে
চুকতে পেরেছি!



এনেছিস? শুভ!
এ হার ভালটা ধরে
বুলে পড় নল্টে!
আমি তোকে ঠিক
ক্যাচ নুফে
নেবো।

অলরাইট!
ঠিক ধরিস
কিন্তু ফল্ট!



উফ!
মরেচে!



ছুটো আমা থাকছিল বলে ওখর
হা জা বলছি, অখচ তাদের
জেনেওকে আবার
ফিরে পেলুম।



একটু পরে

তুই ইচ্ছে করে
আমার নাকের
ওপর পড়েছিস।
আমি তোকে—

ক্যাচ ধরবার নাম
করে ফেলে দিয়ে
এখন চালাকি!
তোকে—



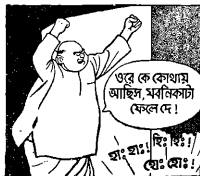
ধবদধর ফল্টে!
মেরেছিস কি
মেরেছিস।

ধবদধর!
মেরেছিস কি
আমিও
মেরেছি।



নারায়ণ দেবনাথ















নাটে আর ফটে



নারায়ণ বেবনাথ







নারায়ণ দেবনাথ

কি রে নটে!
কদিন ধরে তোর
যে পাড়াই নেই!



আর বলিস নে মাইরি!
বাড়িতে শুকুদের এসে
লাইফ একবারে হেন



করে দিলে
রে! বোজ
চব-চোস্য
খ্যাটিচ্ছে
আর
আমাকে
দিয়ে গা.
হাত-পা
টেপাচ্ছে!

বলিস
কি রে!

হ্যাঁরে ভাই!
বাড়ির চ্যাঙারের
ওয়ে মুখ বুজে
সব করি:



ডেরে যে একটা প্যান বের করবে
সেই চান্সও পাচ্ছি না

বৎস
নকু!

জানালে
মাইরি! চন্না
বাবাজীকে দেখে
আসাবি—
যাই প্রভু!



ইটি কে? মিস্র! বাঃ! নাম
কি? ফকু! বেশ বেশ!
তোমরা দুই মিমতে পালনা
করে আয়ের
গাভ মর্দন
করবে।



বৎস নকু! অগ্রে তুমি মর্দন
আরম্ভ কর। এখন এক ছাটিকা
অপরোহিতিন ছাটিকা থেকে ফকু
মর্দন আরম্ভ করবে।

আচ্ছা
প্রভু!



মর্দন করাচ্ছি
প্রভু!





নারায়ণ দেবনাথ

কুল বোর্ডিং হাউসের ঘরে



আমায় তুমি
ডেকেছো
কেন্দুদা ?

স্বী. এদিকে অমর!
চুপি চুপি শুনে
হ্যা!



স্যার বোধ হয় এখন বাথরুমে,
এই তাল ঘাড়ের সিগারেটের
প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট
ঝেড়ে নিচ্ছে আয়!

ওরে বাবা! ও
আমি পারবো
না কেন্দুদা!



মুখের ওপর না বলে ফেলা! যাডারি খাইলে
ওর নাট বলট যদি দিলে না করাই তো
আমার নাম কেন্দুই নয়!



কেলটটা কি শয়তানের মাথির!
আমাকে বলে কিনা পয়সের
সিগারেট ছুরি করে এনে দিত!

আমাকে দিয়ে
সেলিন ও জুড়ে সমস
করিয়ে নিতামিনা!
কায়দায় পোনে
এমন টাইট দেবো!



কিছু খুঁজছেন
স্যার ?



বাথরুম থেকে এসে
সিগারেটের প্যাকেটটা
খুঁজে পাইলাম!







এক চুমুকেই মেরে দেবো—
আঃ! ওয়াক!



ইঃ! কি বিচ্ছিরি দুর্গন্ধ আর
লোভা! ই কি রসের নটে!

কোথ হুম গেলিয়ে
গ্যাছে কেন্দুদা!

নটে!
এবার
খেল শুরু
হবে তো?



ব্যাপাখলা, খুক-খোলো বলে!

দেখি এটা আবার
কেমন?



ওখানে কে র্যা?

ওরা টের পেয়ে গ্যাছে কেন্দুদা!
শীগাণির কেটে পড়ো!

ওরে জামাক
কেলে হাসানে
রে!



তুমি আমাদের
পিছুনে পেছনে
এলো!

ছড়চ্ছড়া কেলেটো
বদ্বিরেই ঝিক
আসছে গো?

তারা খেয়ে খানকুনের
পেছনে ঝিকই
আসছে!



হাস, হাঁদ ভেরি!
হজাফুটা ছুটে
একই হয়ে!

এবার বাড়াখন
একই কপাস!

















নষ্টে আর ফষ্টে



নারায়ণ দেবনাথ



আমার কলমটা ধুয়ে
পাড়িয়ে। তোকে কেউ
দেখেছিল নাকি?

না দাদা, আমরা
দেখিনি তো।



আমিও দেখিনি। তবে আমার মতি জ্বলন্ত
করলে তবে আমি একবার গণনা করে
দেখতে পারি। কয়েকটি ডায়েরিভর্স
করেছি কিনা।



টিক আছে, দাদা! তবে
পোলে পুরস্কার পাবি।

একটু দেখছি স্যার!
তবে মনে হচ্ছে কবর
হাতে পড়েছে।

মার কাছ থেকে বেলাব
সে পরের হবে মেসার মল্ল
টের পারে।



স্যার, গফনায় পাড়ি,
মাদের কাছে এটা আছে
তাদের নামের গোড়ার
আজর নু অবার মট।
তাদের উপহারের নীচে
রাখা আছে।

টিক আছে,
চল দেখি মিথো
কি সত্যি।



সব মিথো, অ্যা? তাহলে এটা
এখানে কি করে নে মুদিস্তর?

ওরে বাবা! কলম
এখানে কি করে
এলো!



এই ছে, কেউ দশটা টাকা
তোমার পুরস্কার। ওদের আমি
পরে শিহা দিচ্ছি।

আমের শহা দরো
আপনার জিনিসটা
উভার হওয়াতে আমি
দুইই কৃতাৰ্জ সাহা!



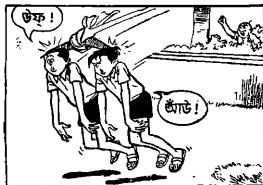




নভে
আর
ফল্ট

ক. হা. দেবনাথ







নারায়ণ দেবনাথ







নারায়ণ দেবদাস



উঃ! আঃ!
গল্পম!

আপনার কি হয়েছে
স্যার?



কোমরের বাজের
কাছাকাছি আপনার জামাকা
চাপিয়ে উঠেছে বৈ
কেঁক! কোন
জুড়িয়ে কিছু
হচ্ছে না।

বাজের বাজা?
আমাকে জামাকা
বলেন নি কেন?



কেন, জেকে বললে
আমার কাছাকাছি
যেতো থাকি?

তা নমু স্যার! তাহলে
আমি আপনাকে
একটা অবকাশ মালিশ
তৈরি করে দিচ্চাম।



উঃ! আঃ! দিচ্চাম কেন?
এখন রেওয়া মামল না?
ব্যায়াম যে সিলে হতে
পারছি না।

নিশ্চয় নাম স্যার!
বিকালেরে আছি
আপনাকে মালিশ
তৈরি করে দেবো।



দেখুন স্যার, বাগানের পাঁচ
মিনিটের মধ্যে ফলাফল
টের পারবেন। কাছাকাছি দিয়ে
আপনার মৌলোমোড়ি করতে
পারবেন।



একটু পরে

কি কেউ না,
ডেকেছে কেন?

অভি রুটির দেউলান থেকে এগুলা
এনে দিতে হবে।

ওরে বাবা! ঠিকেরন
তা দুমাসল দুটা।
তুন উপর এখন
কি রসুন।





নারায়ণ দেবনাথ





নারায়ণ দেবনাথ















বরাহরণ দেবনাথ





বর্গে
আর
ফর্গে



নারায়ণ দেবদাস







রাবিশ! আপনি কি
ওয়েবডেন-এর ওয়েব পেজে
শীক হোটে আপনার এই দুটো
পয়সা তুলবো? পশিক বসে,
আমি রইসা খাটি কুপলেন!



তোমার চেলুরাই তো বনলো যে, যে ছুটি একবারে
নাট এল পট গুটা তুলে দেবে। চুরোদ লেই মুখেই যতো
ছবাই জমাই। এজাতস চেষ্টা করলে নিজের তুলতে পারতুম।

আবল চেষ্টা
করো তাই আবার
পারল।



এসব ব্যাপারে অবদানকারী চোখ গ্রাহ্য চাই।
আর তার জন্যে দৃষ্টান্তগো গবেষণা দরকার।
ওদর জোলের কাম নয় কুপলি।



এই আমি - আমি একনকর দেখলেই বুঝতে
পারি কোনটায় রহস্যের গন্ধ আছে কোনটায়
নেই। আমার এই চোখকে ষ্টাকি দেওয়ার
উপায় নেই। এ চোখে যদি একবার পড়ে
জাহলে আর -



দাঁড়া-দাঁড়া! দানবের ব্যাপারটা কেমন
মের ঠিক স্বাভাবিক ঠেকছে না।

রহস্যের গন্ধ
সেয়েছে। নাকি
কেন্দ্রীয়া?



আমি জোর করে বলতে পারি যে এ
লোকটা এ ছেলেটাকে তখন কনবার
চেষ্টা করছে।

বলো কি!









এই যে থাকা। যে লোকটার সঙ্গে
তুমি যাচ্ছে, সে তোমাকে তোমার
ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে তাই না?



আমাকে জানতে হয়।
তবু তোমার আর জ্ঞান
নেই। আমি তোমাকে
উদ্ধার করে, বাড়িতে
তোমার বাড়িতে গিয়ে
আসলাম।



দাঁড়াও, আমার সঙ্গে ওই
শুভা বন্দ্যোপাধ্যায়কে
ছেলেটির সাক্ষাৎ দিয়ে
যেতে হবে।





নারায়ণ দেবনাথ











নারায়ণ দেবনাথ











নারায়ণ দেবনাথ



কিছু পরে







নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ

কাউঁ বয়সের মতো
দড়ির ফাঁস দিয়ে
ধরার খেলাটা
দেখিয়ে ফলটাকে
ভাক লাগিয়ে
দেবো।



এদিকে ফটে দুজনে চপ
কাটলেট
খাবো বলে নটেটা আমার
কাছে পয়সা রেখেছিল কিন্তু
ও আসবার আগে আমিই
সব
সাবুড়
ফেলি।



ওদিকে নটে



আরে! ফটেটা মনে হলো
হাতে কিসের ডোঙা নিয়ে
তাড়তাড়ি আড়ালে চলে
গেল। দেখতে হচ্ছে তো
ব্যাপারটা।



এইখানটা বেশ
নিরীহিলি। এবার
নির্বিয়ে ফিস
সুপাই দিয়ে
তর করা
মাক।

কে-কি-
কেন?



কে হচ্ছি আমি, কি হচ্ছে
এই দড়ির ফাঁস আর
কেন হল—হতাছাড়া
বিকেল মন্টেটা একাই
দুজনের
পয়সাম চপ
কাটলেট
খ্যাটাচ্ছে
বলে।

অকস্মাৎ



পালালো-পালালো,
ছিনিয়ে নিয়ে
পালালো!
ছিনতাই রে
ফটে!





নন্দারণ দেবনাথ

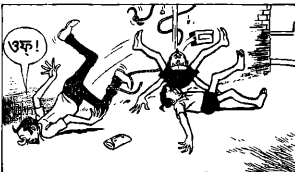






নারায়ণ দেবদাস







নটে আর ফটে



নারায়ণ দেবনাথ

বালক জেজনের অন্তো পাচের
সবাই অংশসাম্য করেছেন,
এক পৌসাই বাবাজী ছাড়া!



পৌসাই বাবাজী ছিল
না কেন শাবলুদা? কি
বললে?



বললে ভুত জেজনের করিয়ে
অংশসাম্য করে কোন নাগ
নেই! বরঞ্চ খুঁজে খাটালে
হুগরলা আসলে!



বলো কি গাবলুদা: ঐ খুঁজিয়ে
কল্পস ততটা জেনেছে এই
সব কথা বললে! একটা মত
কাজের জলো পা টা চাক।
দিয়ে পারলে না!



না দিলে তো কি
আর করা মাঝে।
ও ছেড়ে দে।



গাবলুদা বলছে ছেড়ে দিতে। কিন্তু
অমনি ছাড়বো: অংশসাম্য উজির
অন্তো পাচের দৃশ্যগুণ অমাদায়
করে ছাড়বো!



কিন্তু জুধুম
করলে গাবলুদা
রাগ করবেন
ফটকে!



জুধুম কেন! বিজয় দেবে।
অমনি বাবাজী তো মাছ মাগে
কিছুই খায় না; তাই না ও
নটে!



শ্রী: কেবল কিনা তাই
আরও নিরাশ্রয়!।
আরও কাছে ভোগ দিয়ে
তার প্রসাদ খায়!



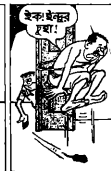
একটু পরে



যে বকর-বালুটি রাজার থেকে
কিনে রেফ্রুপেট থেকে টাফি
লিয়ে আসবে!











নারায়ণ দেবনাথ







নারায়ণ দেবনাথ

এক রবিবার

হেডমাস্টার স্যার আমাকে প্রজাপতি ধরতে বলেছেন। কল ক্লাশে পড়াই সম্বন্ধে বোঝাবেন।

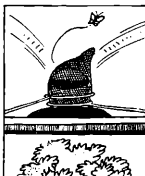
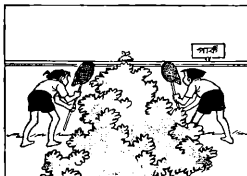
আমাকেও বলেছেন।



একটি পরে

এ যে একটা বসে আছে। ব্যাটাকে ধাপ করে ধরে ফেলবো।



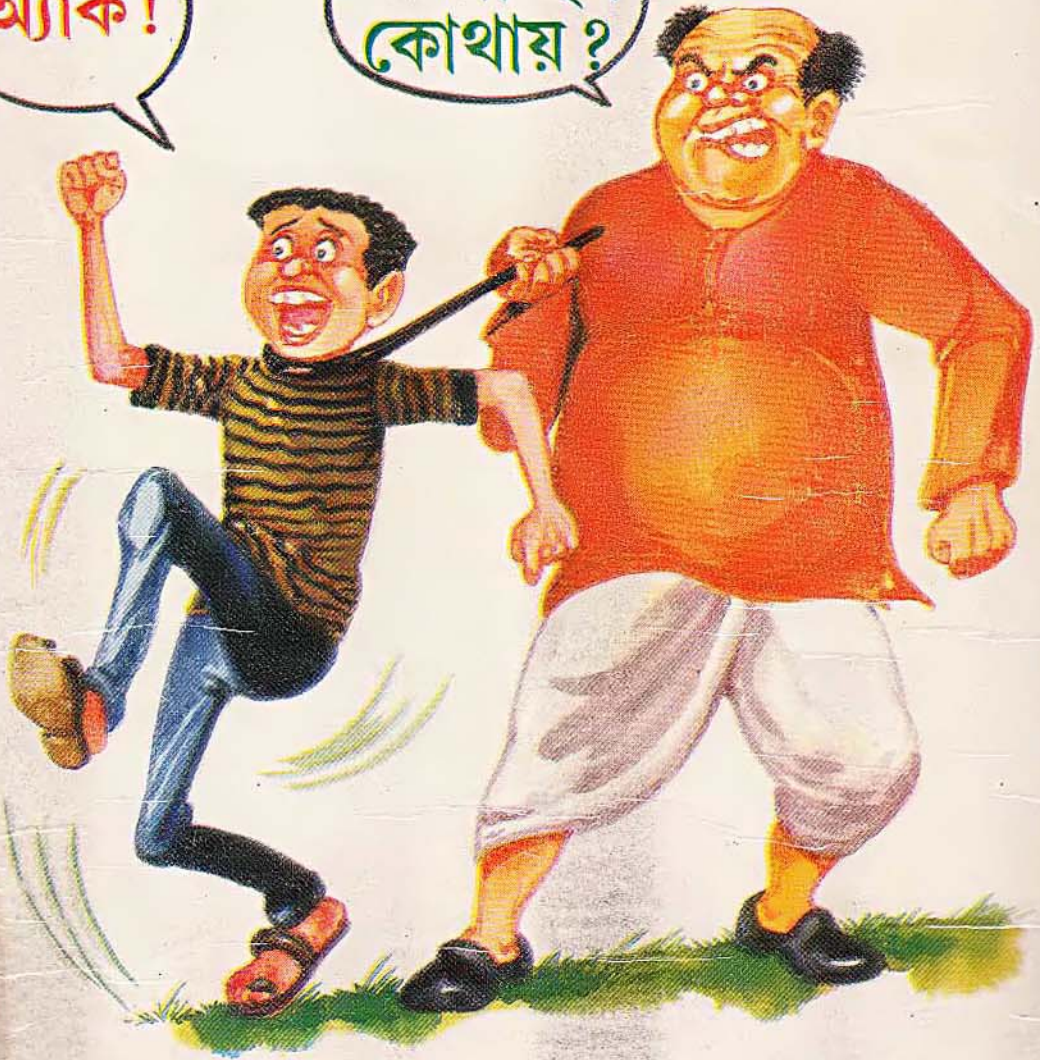


নটে ফটে

কালেকশন

অ্যাক!

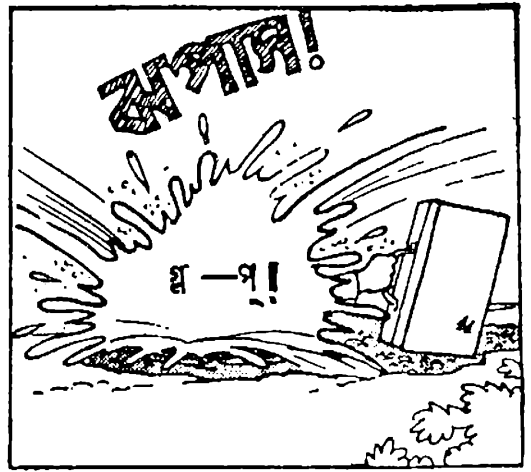
পালাচ্ছিস
কোথায়?





নারায়ণ দেবনাথ







দিক ডুল করেছি? বটে!
ঠিক আছে আমার ঘরে
দেখা কর-ডুলের ঘল
সমস্ত উপড়ে দিচ্ছি!

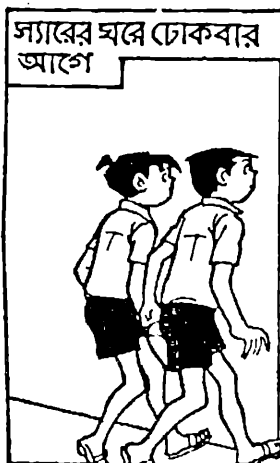


তোর জন্যেই তো
ঠেঙানি খেতে হবে!
তখন ঠিক রাস্তা
দেখিয়ে দিলেই
হোতো!

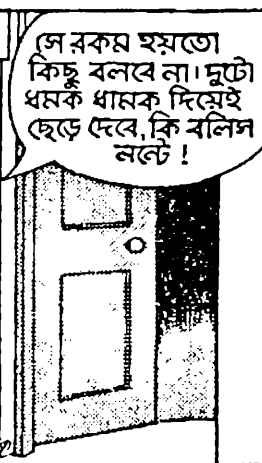
আরে তখন
ছোড়া বলে
ডাকাতেই তো
মেজাজ খিঁচড়ে
উল্টো রাস্তা
দেখিয়ে দিলেই!



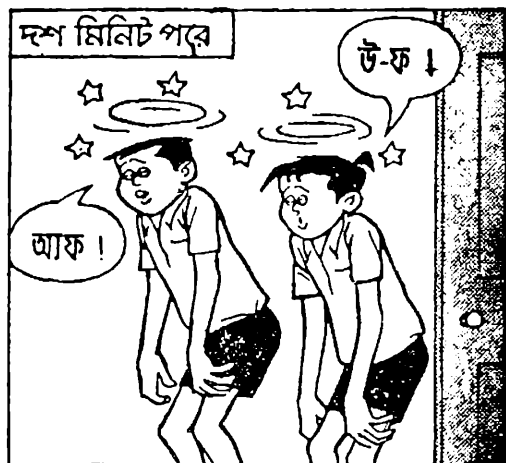
বলে কি'না দিকডুল! আসুক
আগে হতচ্ছাড়ারা!



স্যারের ঘরে ঢোকবার
আগে



সে রকম হয়তো
কিছু বলবে না। দুটো
ধমক ধমক দিয়েই
ছেড়ে দেবে, কি বলিস
নটে!



দশ মিনিট পরে

আফ!

উফ!



আজ শুধু একটু
বুলিয়ে ছেড়ে দিলাম,
মনে থাকে যেন!

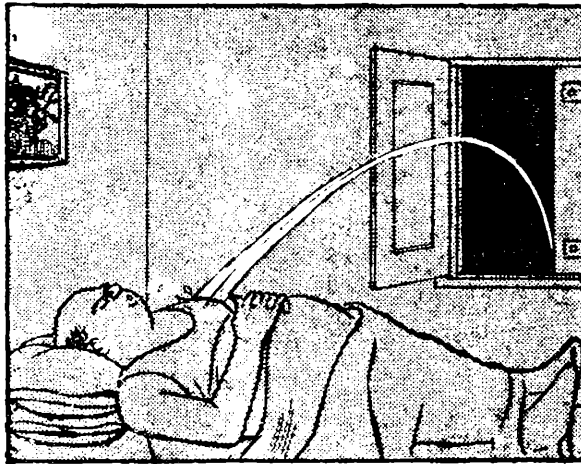
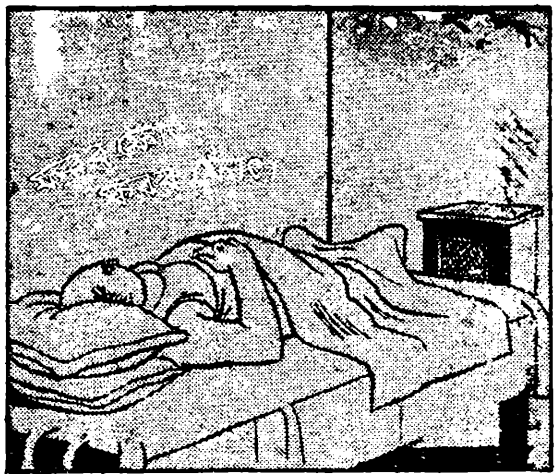


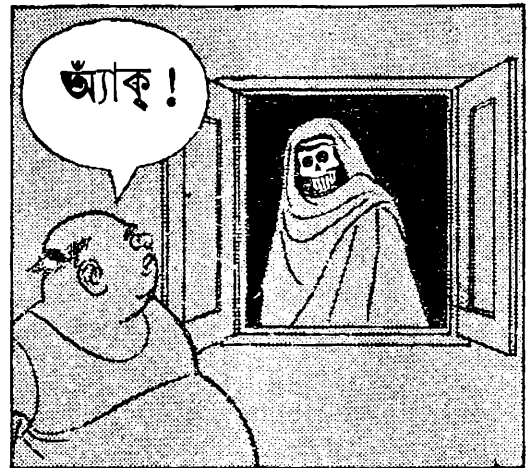
কয়েকদিন পরে

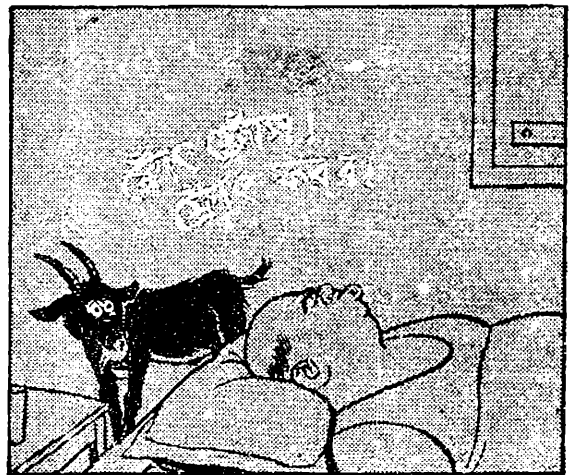
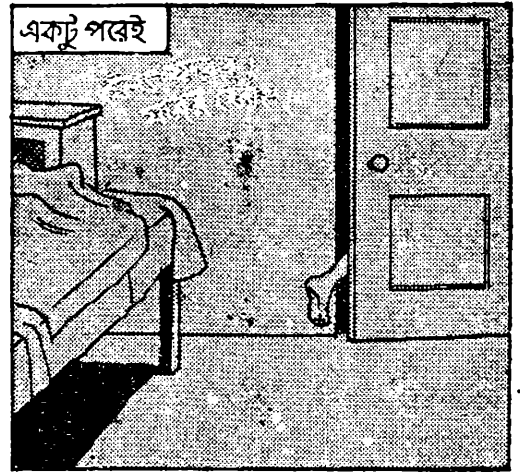
নতুন জ্যার তো বন-
জঙ্গল খাইয়ে খাইয়ে পৈটে সুন্দর বন বানিয়ে
ফেললো মাইরি! বলে ওসব ভিটামিনেতে নাকি
একেবারে ঠাঙ্গা! আর নিজে মাছ মাংস ওড়ানো!
এর একটা বিহিত করতোই হবে!

সে তো ঠিক
কথা, কিন্তু
কি করে কি
করবি?





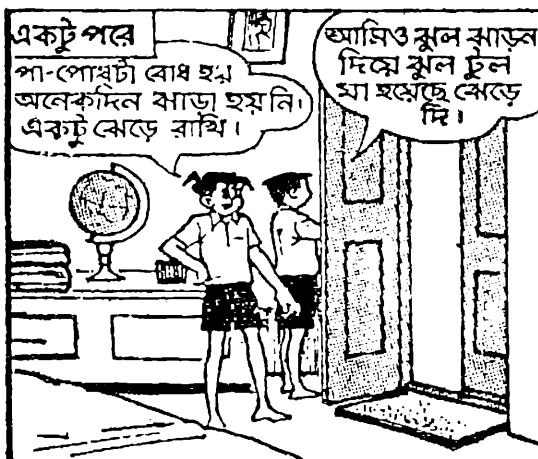


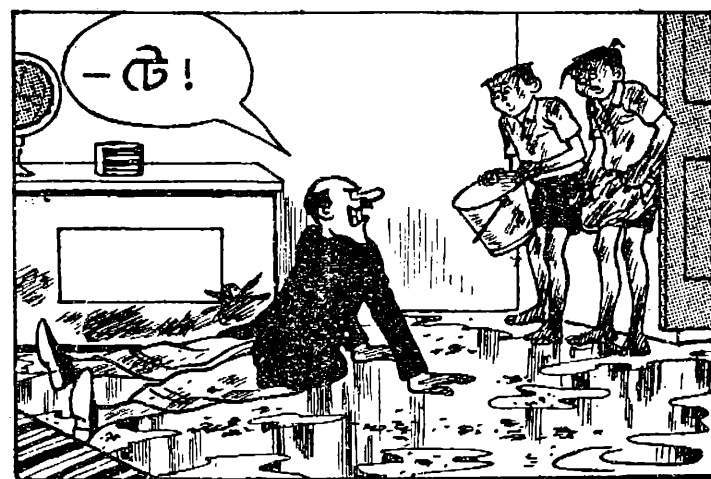
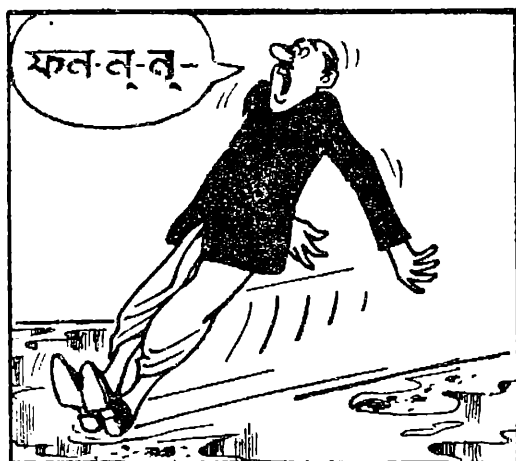




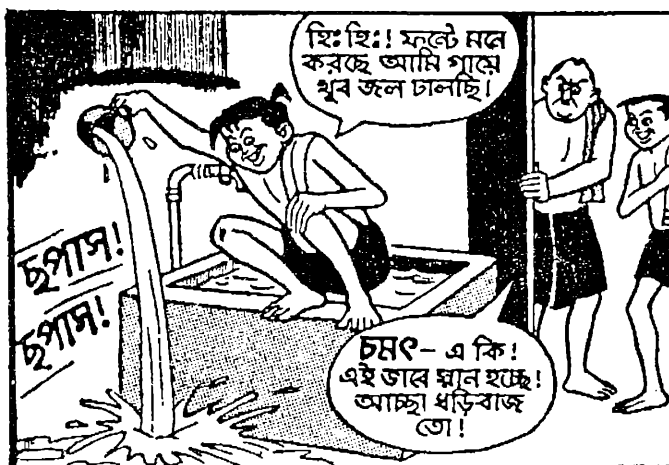
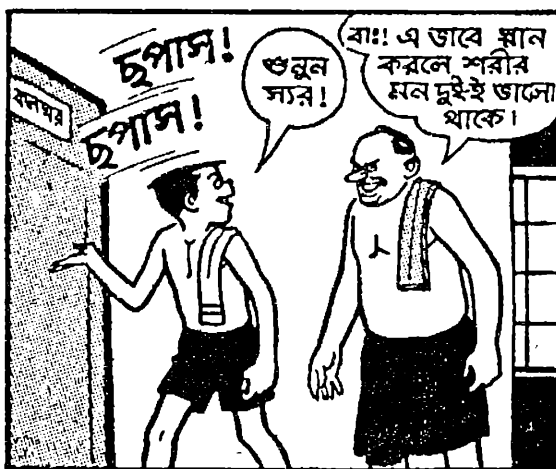


নারায়ণ দেবনাথ







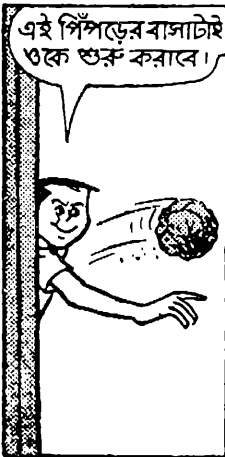
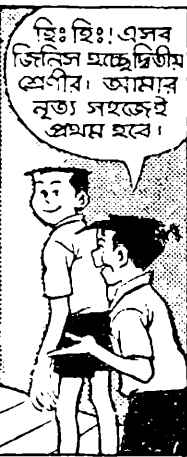
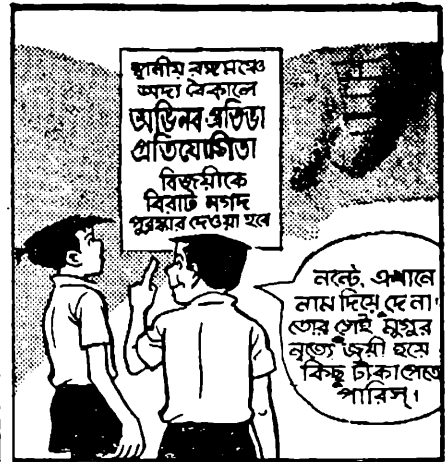


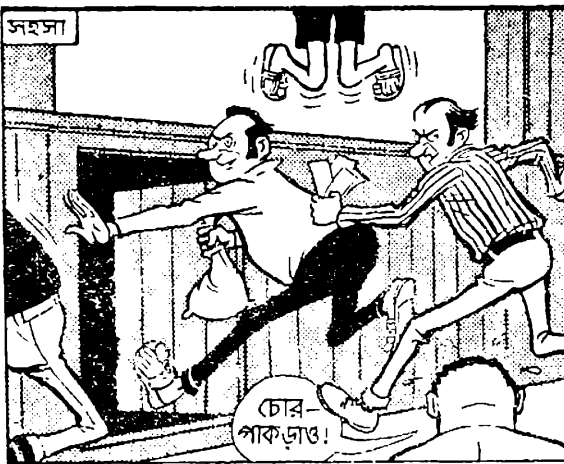






নারায়ণ দেবনাথ



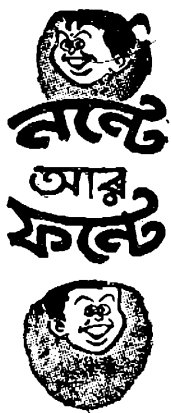




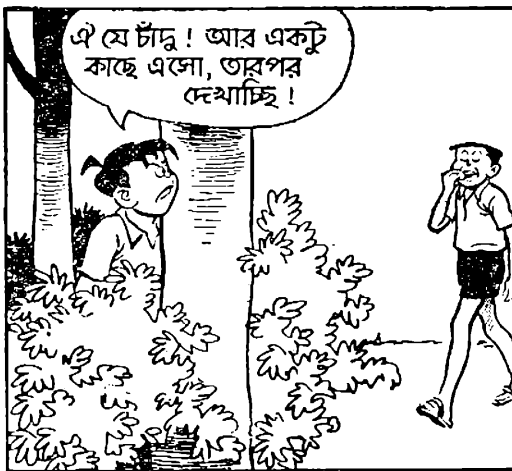
নারায়ণ দেবনাথ

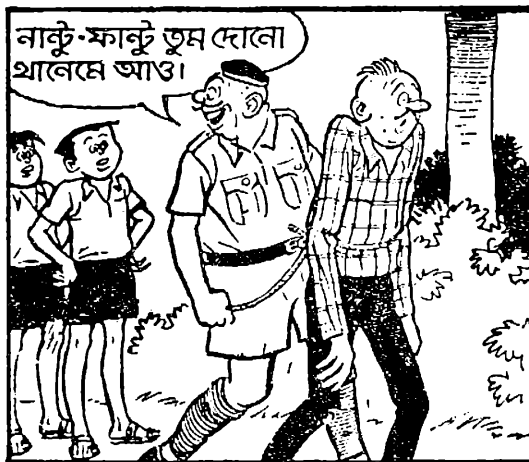


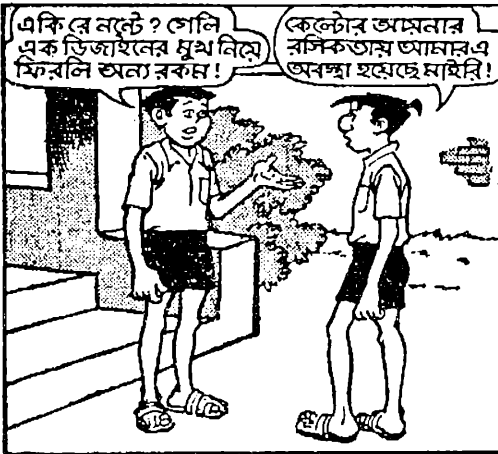




নারায়ণ দেবনাথ











নারায়ণ দেবনাথ







নারায়ণ দেবনাথ





নন্টে আর ফন্টে

নন্দনা দেবনাথ



নন্টে এ্যাও ফন্টের ফাণ্ডে
অনেক জমেছে দেখছি।
নন্টেরা মাসিবাড়ি যাবে
বলেছিল, বোধহয় চলে গেছে।
এই ভালে খুচরোগুলোকে
নোট করে নিয়ে 'আবার
স্বাবো' রেন্টোরায় যেতে
হবে।



এদিকে নন্টে
মাসিবাড়ি যাওয়া পণ্ড
হয়ে গেল। যাই, ফন্টের
সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে
আসি।



আরে! এতো ফন্টে! কিন্তু এত খোশ
মেজাজে, কিসের খুঁটনি নিয়ে কোথায়
যাচ্ছে? খুঁটনিটা তো বেশ ওয়েটি
বলে মনে হচ্ছে।



খুচরোর বদলে পুরো একখানা
দশটাকার নোট পাওয়া গেল।
পার্টনার জ্ঞানতে ও পারলো
না কি হলো।

এতক্ষণে
বোঝা গেল!
হতভাগাটা
আমাদের
ফাণ্ড ভেঙে
ফুটি করার
মতলব করছে!



একটু পরে

হিঃ-হিঃ! খুচরো পয়সা
নোট হয়ে আমার
পকেটে ঢুকছে,
এবারে এই
নোট চপ
কাটলেট হয়ে
আমার পোটে
চুকবে। ঠিক
একেবারে
ম্যাজিক!



ঠিক বলেছি। এই যেমন ভোর হাত থেকে
অদৃশ্য হয়ে একেবারে আমার হাতে চলে
এলো পাজি হতচ্ছাড়া!





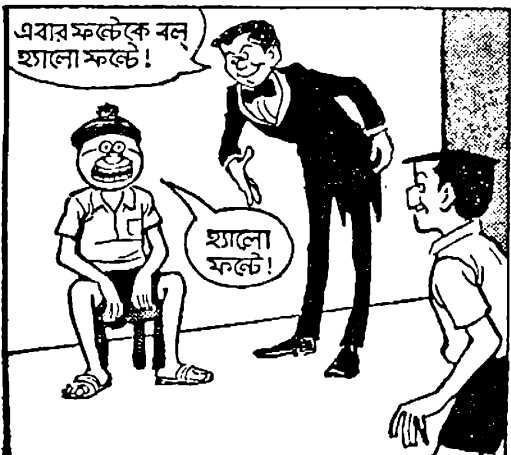
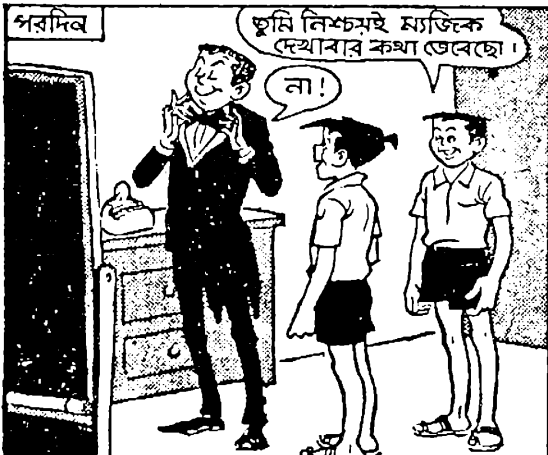
নারায়ণ দেবনাথ

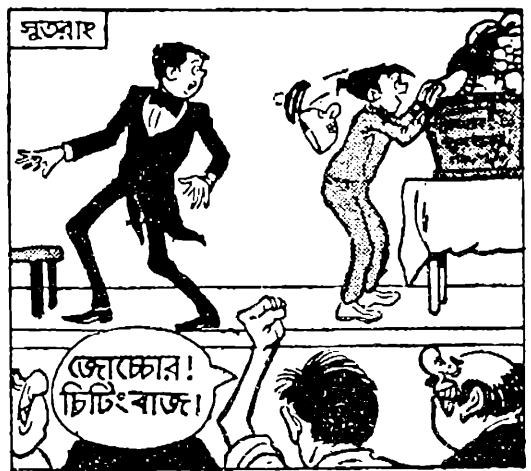






নারায়ণ দেবনাথ







নারায়ণ দেবনাথ











নারায়ণ দেবনাথ



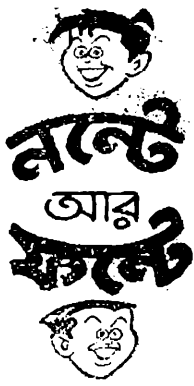




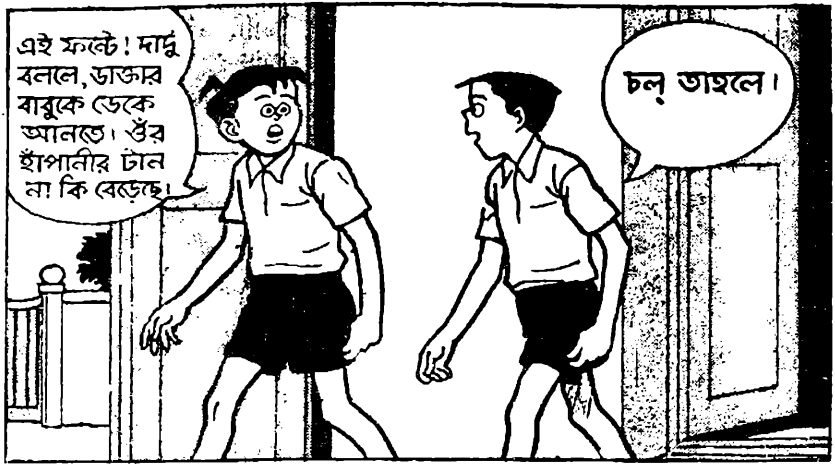
নারায়ণ দেবনাথ

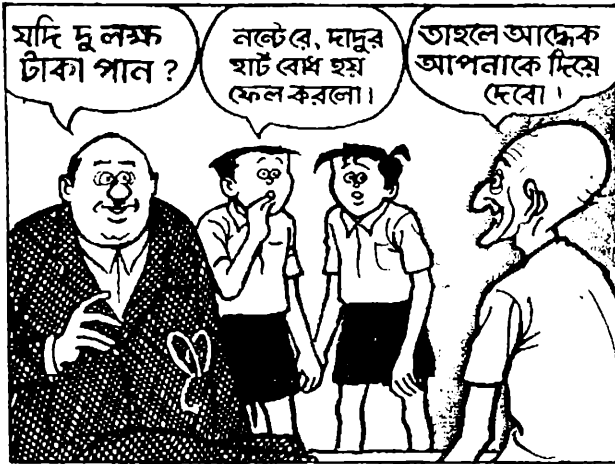






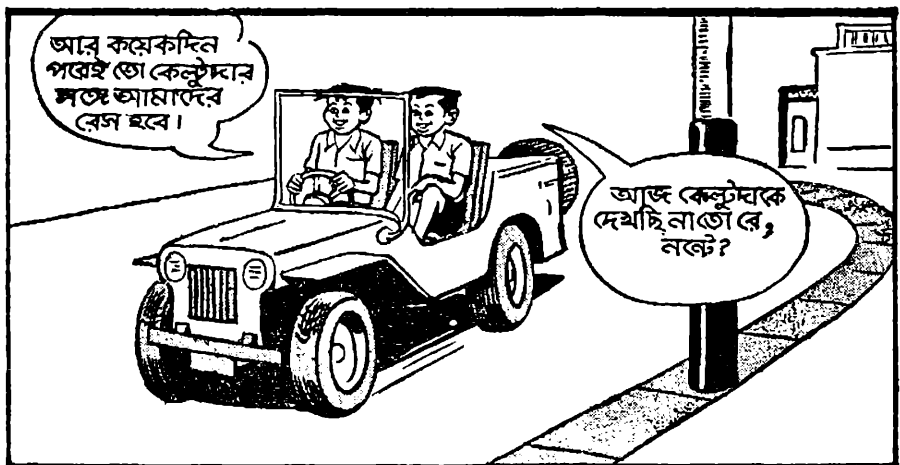
নারায়ণ দেবনাথ



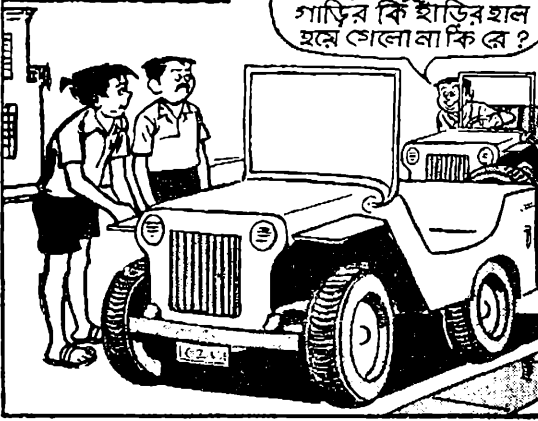




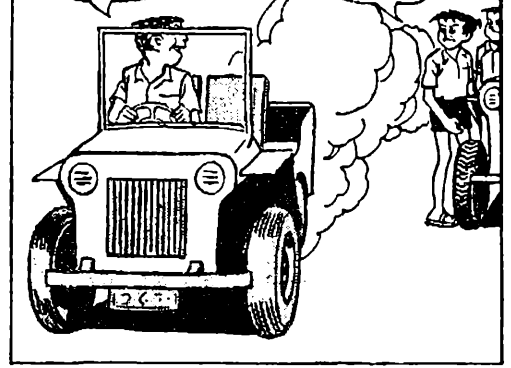
ব্রাহ্মণ দেবলাথ



রসের আগের দিন



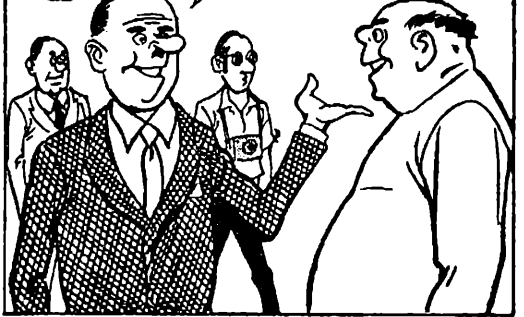
চ্যাম এখনো সময় আছে কেন হেরে গিয়ে অপদস্থ হবি?



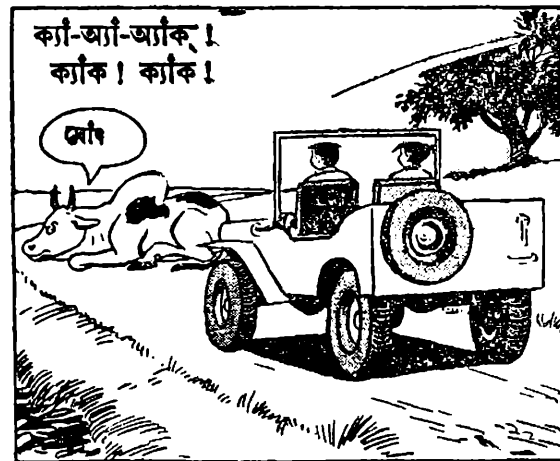
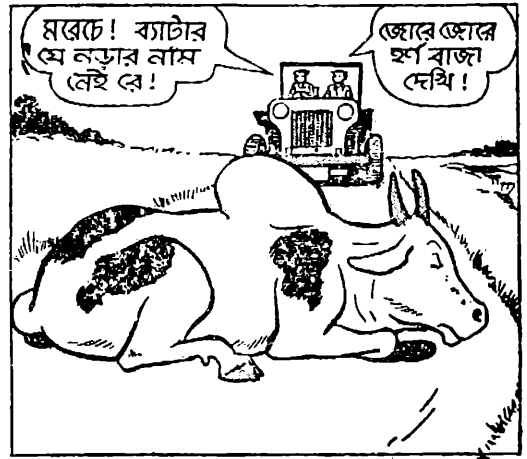
রসের দিন

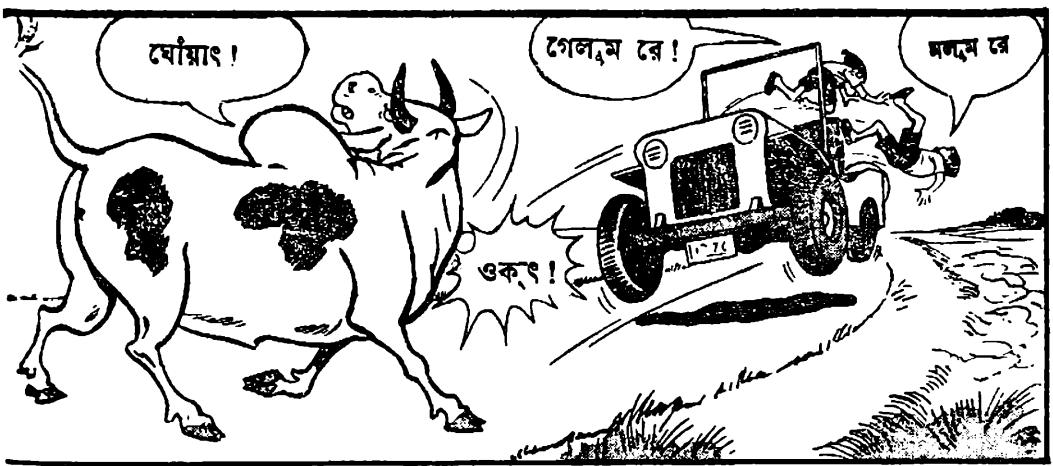


জরুর আগে আর একবার ভালো করে কোন্ পথ দিয়ে যেতে আসতে হবে ভালো করে বুঝিয়ে একটা করে চার্ট দিন।



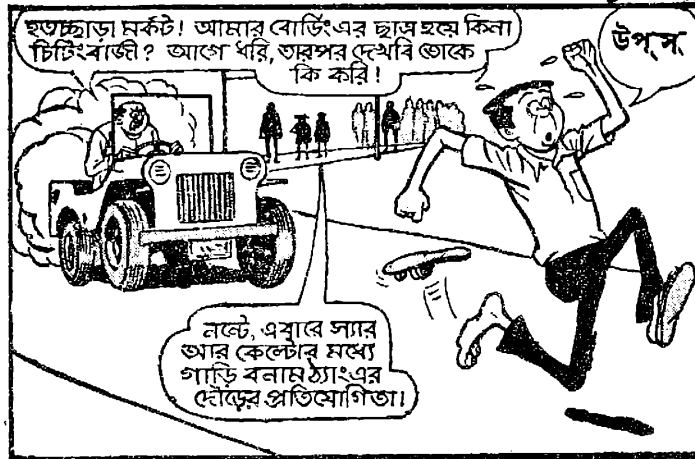












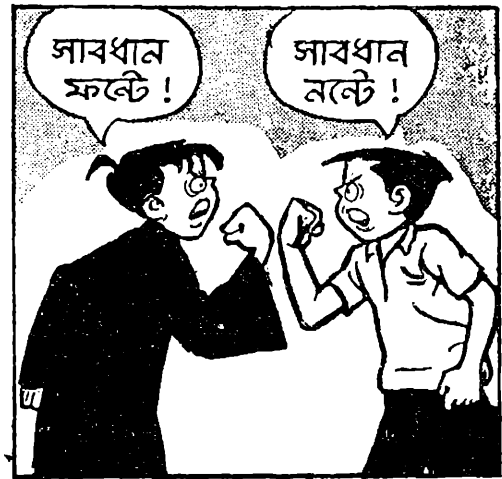
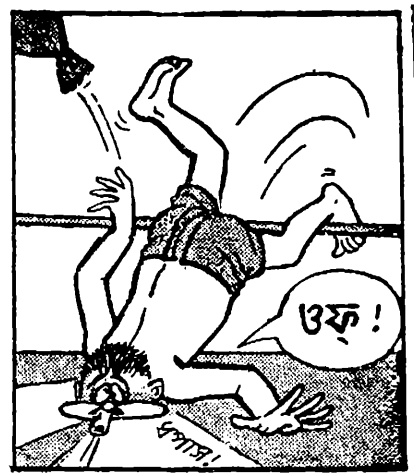






নারায়ণ দেবনাথ





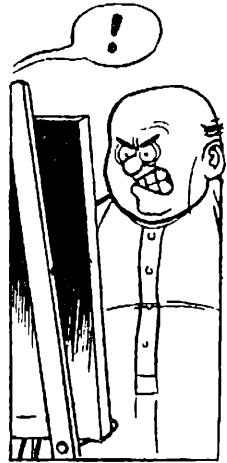


নারায়ণ দেবনাথ











ন.রায়াণ দেবনাথ



নটে আর ফটের নানান কীর্তি





ন্যায়াল দেবনাথ







নারায়ণ দেবনাথ



কিবে, তোদের পুঁটেমামা নাকি
বাজী ধরে একটা পাত্রে বাড়িতে
রাত কাটাতে গিয়ে শেষে
তুতের ডয়ে পালিয়ে
এসেছে?



কেন জোয়ার
তুতের ডয়ে
নেই?

হাঃ হাঃ হাঃ! তুতের ডয়ে?
এই শর্মার? অনেকদিন
পর প্রাণ স্থানিয়ে হাসালি।



তুতের ডয়ে জোয়ার পুঁটেমামা পালাবে। আমার
সামনে তুত এলে তার ঘাড়ে এমন রন্দা
ঝাড়বো যে, বাছাধন টের পার কার
পাল্লায় পড়েছি।



তুমি পারো রাতের
বেলায় একলা একটা
পোড়োবাড়িতে রাত
কাটাতে?

আলবৎ! এখানে একটা
পোড়োবাড়ি-টারি থাকলে তোদের
দেখিয়ে দিতুম।



সত্যি কেলুঁদা, তোমার
হাটে মানে ছন্দয়ে কি
দুর্জয় সাহস!

এই জানবি। এ জোদের ঐ
পুঁটেমামার পুঁটিমাছের
হাটে নয়।



দাঁড়া, দেখবো কেব্টোর সাহসের কেরামতি।
কানে কানে বল শোন।

ওঃ, দারুণ
হরে মাইরি!

সেদিন রাতে



একটু পরে



একঘণ্টা পরে





নারায়ণ দেবনাথ





নটে আর ফণ্টে



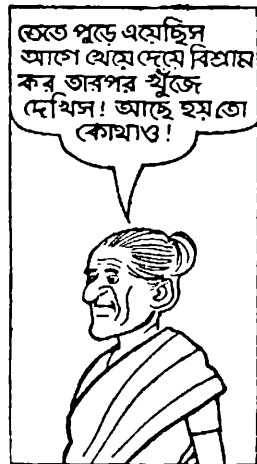
নারায়ণ দেবনাথ



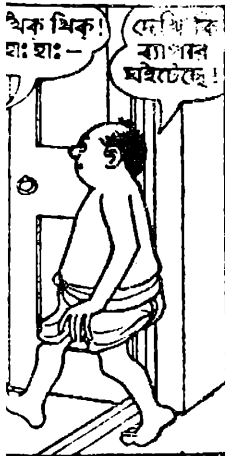












ডেবু ওঝাকে নিয়ে
এইচি গোষ্ঠাকলন!

কই, রুগী কোথায়?



হু, তিক পেঁচোই বটে, কিন্তু
আমি যখন এসেছি তখন
হ্যাঁটা পেঁচোকে আমি
গাঁ ছাড়া কইরে
ছাড়বো!

তাই কর বাবা
ডেবু!



আমি পেঁচো ফেঁচো নই, কিন্তু
তোমাকে দেখাচ্ছে তিক যেন
মেক আপ করা রাবন! শোন
ওরে দশানন, দেখি তার
নিকটে শমন!

ওরে পেঁচো, তোর
লপাচপানি এখুনি
দমন কইরে দিচ্ছি!



ঠাকরুন, এবাটা দেখছি বড় প্যাঁচোয়া পেঁচো!
কিন্তু আমিও ডেবু ওঝা- এমন প্যাঁচ কমবো।
যে বাপ বাপ বলে পাঁহিলে যাবার পথ পাবে না!



মরেচে! ওঝা
কেন? ওঝা
আমার কি
করবে?

কি কইরবো দেখাচ্ছি! শুভ্র,
একটা শিক উল্লে দিয়ে গরম
কর। আমি ত্যাওরুণ ব্যাটাকে
গাছে বেঁধে
ফ্যালাই!



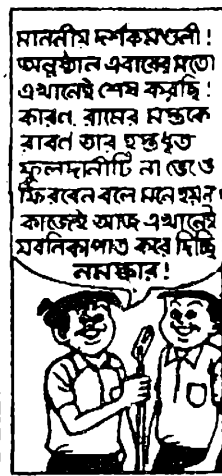
তারপর গরম শিকের
ছাকা আর এই
লাতির বিশ ছা!
তারপুল দেখি তুই
কি কইরে থাকিস!



ওরে বাবারে!
মেরে ফেললে রে!
আমি আর
মোটাই থাকতে
চাই না!









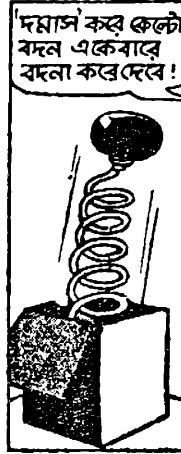
নারায়ণ দেবনাথ

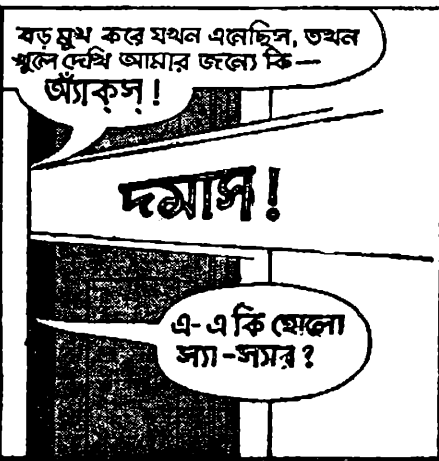






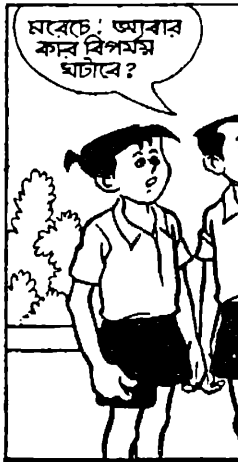
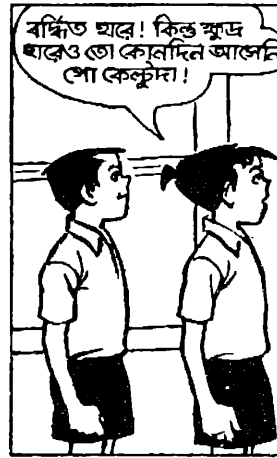
নারায়ণ দেবনাথ







নারায়ণ দেববাহ











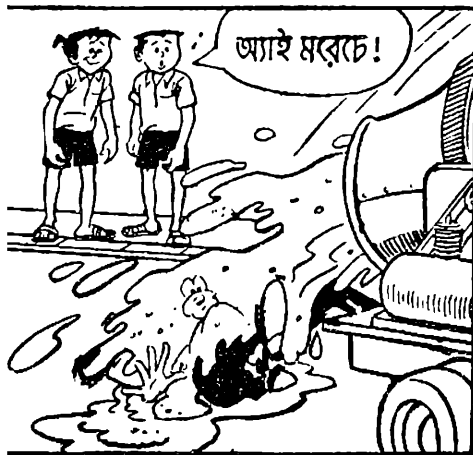
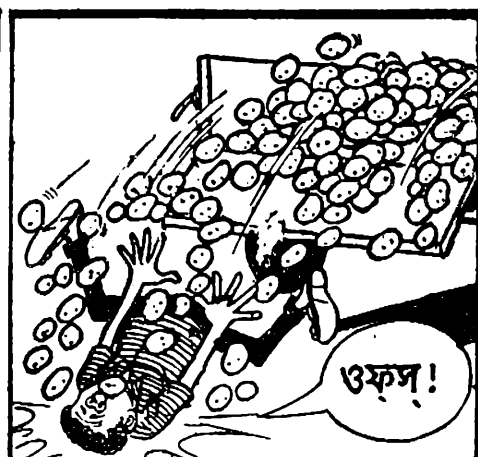






নারায়ণ দেবনাথ

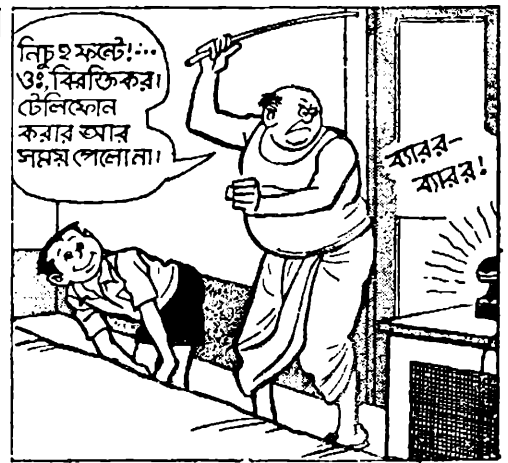
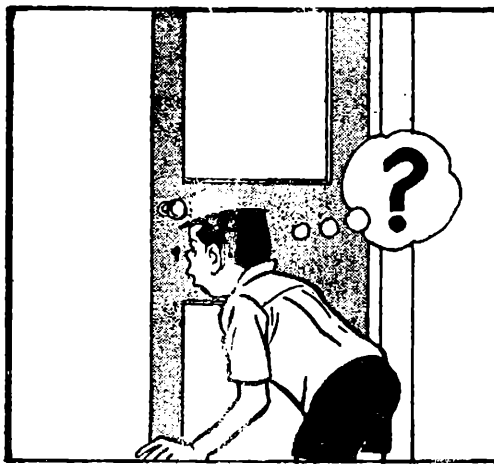


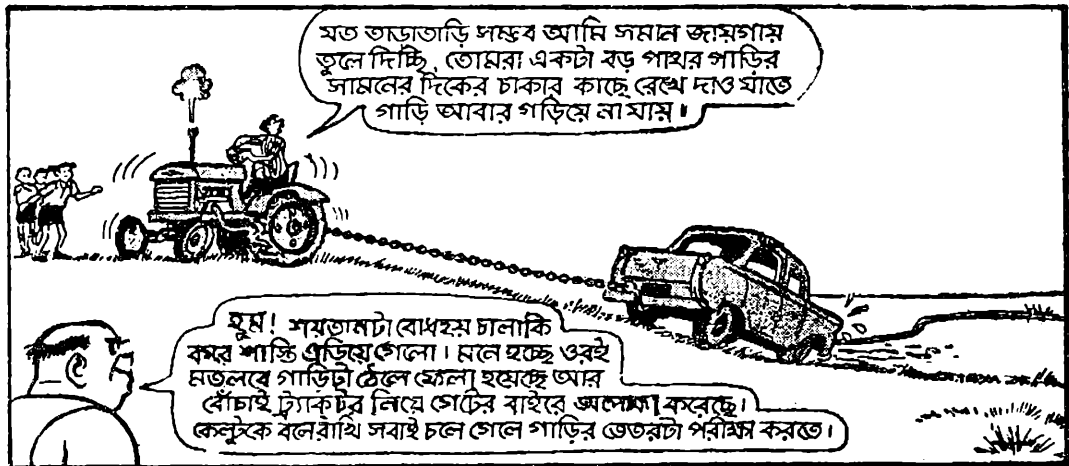
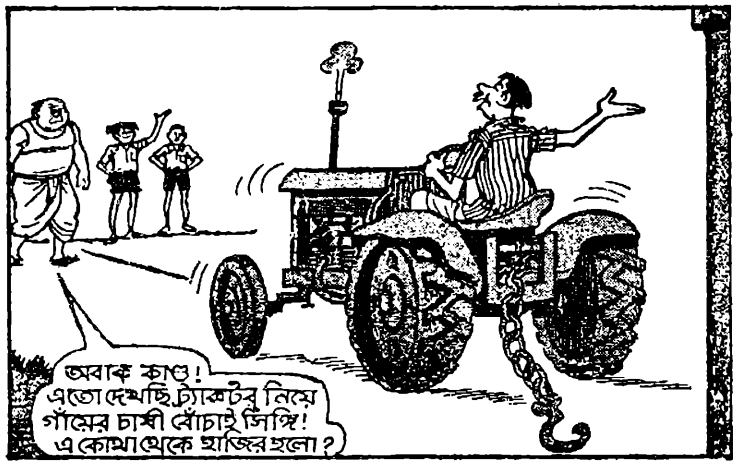




নারায়ণ দেবনাথ



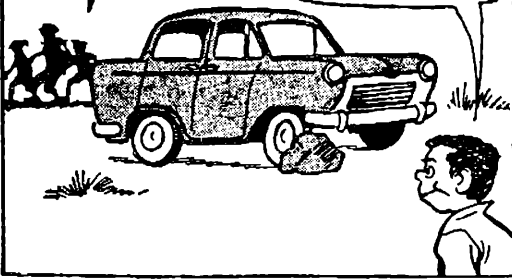




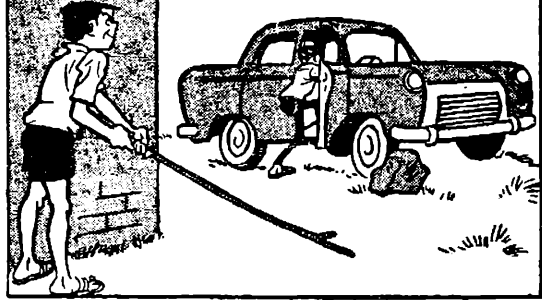
একটু পরে...

অনেক ধমকোদ
বোঁচাই দা। চলো
তোমাকে একটু চা
খাইয়ে দি!

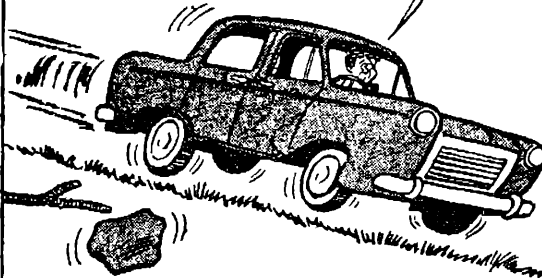
স্যারের নির্দেশ,
ওরা চলে গেলেই
গাড়ির ডেডরে ঢুকে কি
করে এটা ঘটেলা তার
হৃদিশ যদি কিছু পাওয়া
শায় তা দেখতে হবে।



হিঃ হিঃ! যা ভেবেছি যেকোনো হতচ্ছড়া
গাড়ির ডেডরে দেখতে ঢুকে। এইবার
ইন্ড্রাকে ফাঁদে পোচ্ছছি। পাখরটা তেল
সরিয়ে দি, আর ব্রেকটা ভে অকেজো
করাই আছে...



ওয়েবাবা! আবার কি হলো? গাড়ি
যে আবার ঢালুপথে প্তরুরের দিকে
ছুটছে!



আমাকে উ-উদ্ধার করুন স্যার! আমি সাঁতার জাবিতা!



তাতে বয়ে
গেলো। তার সঙ্গে
শব্দন বোম্বাশাড়া কব্বো
তখন তার অবস্থা আরো
খারাপ হবে!

আফ! উফ!
বস্ত লাগছে যে গ্যার

লাগবেই তো চাঁদু!
এবার বালিসের
বদলে গায়ে পড়ছে
যে।





নারায়ণ দেবনাথ



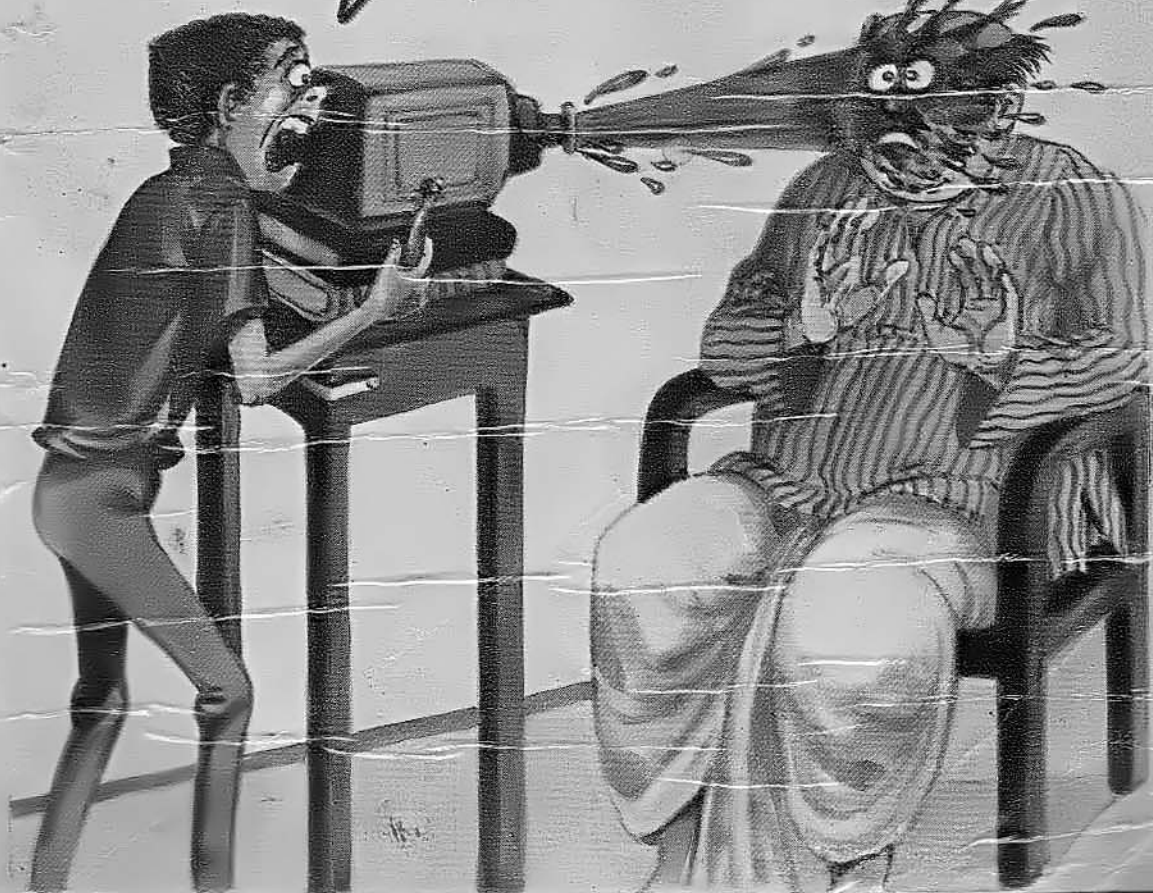




নাটে ফাটে



কালেকশন

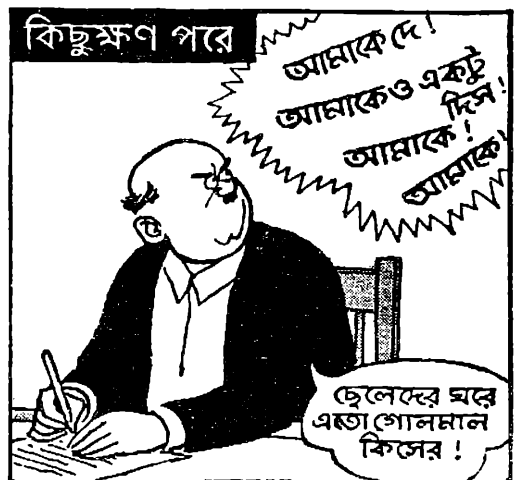


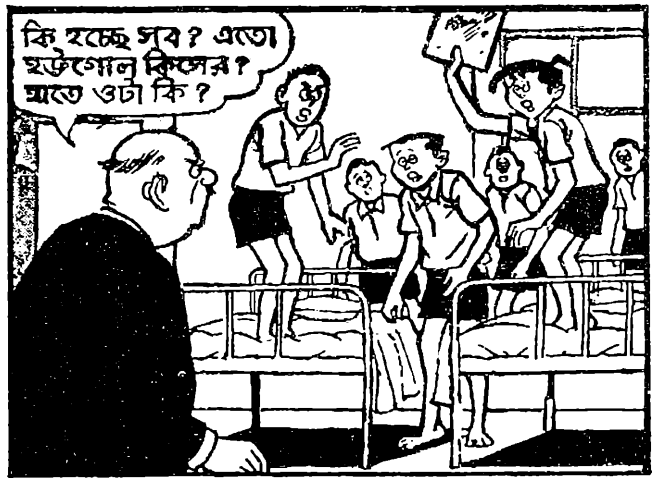


নারায়ণ দেবনাথ





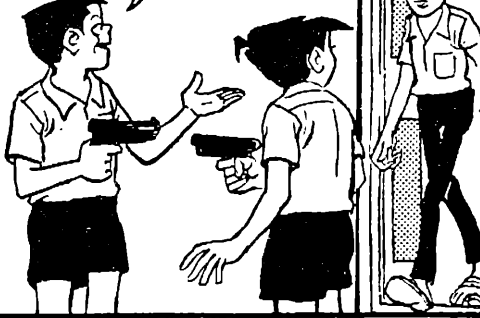






নরায়ণ দেবনাথ

এই যে, কেঁচুদা! তুমি
আমার সঙ্গে এই জল
পিপ্তলের ডুয়েল লড়তে
রাজী আছো? নল্টে
লড়তে চাইছে না!



এই পিস্তলের জল ছুঁড়ে
যে প্রতিপক্ষের মুখ ভিজিয়ে
দিতে পারবে সে জিতবে।
কি, লড়বে নাকি? নিশ্চয়ই!



তুই কি ডেবেছিলি আমি পিছিয়ে
মারো! দে পিস্তল তোকে নাকানি
চোবানি খাইয়ে দি!

তুমি
আমারটা
নাও কেঁচুদা!



তুমি মাথু স্ক্রুতা করছি। থ্রি
বললেই দুজনে একসঙ্গে
চালাবে।



রেডি-ওয়ান-টু-থ্রি-

ইরুক!



এ যে হতচ্ছাড়ার পালানু! কৌশলে
আমার মুখে কালি
লেপন! আজ কিলিয়ে
কাঁঠাল পাকিয়ে
ছাড়বো!





নারায়ণ দেবনাথ





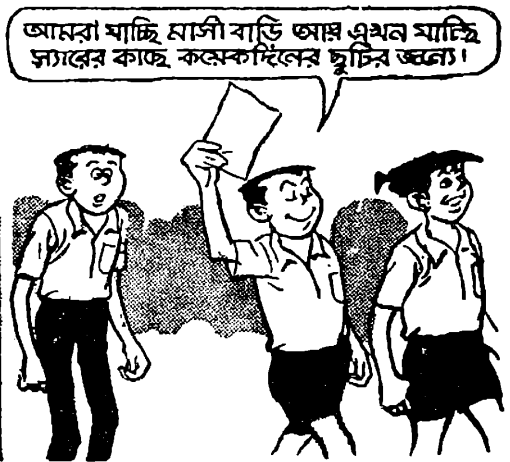


নটে আর ফণ্টে

নারায়ণ দেবনাথ

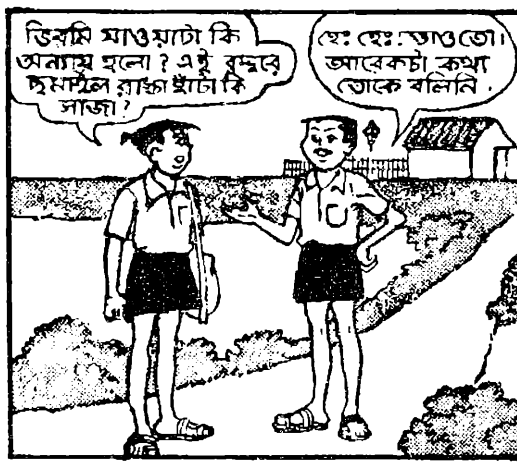


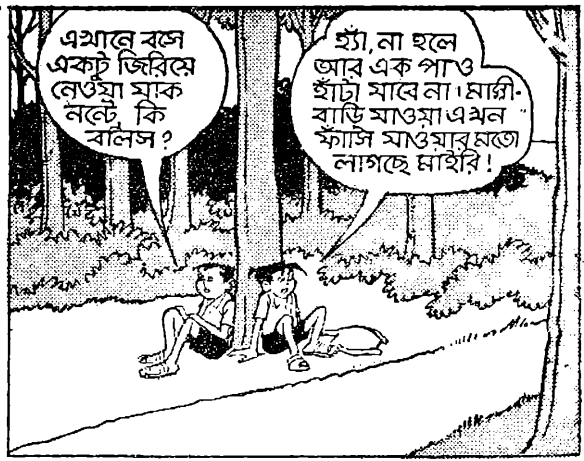


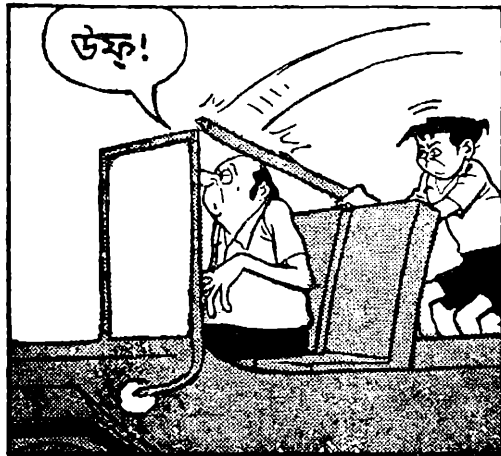
















নারায়ণ দেবশাখ



একটা এই ম্যাট্রিক ক্যামেরা তৈরি করে কোন্‌টা ছবি তুললে কোন হয়?



ঠিক বলেছিস, নটে! তাহলে তৈরি সব জিনিস সংগ্রহ করতে হয়!

চল, ওগুলো দোকান থেকে কিনে নিয়ে আসি।



আজই সব ঠিক করে ফেলবো।

কাল কেবুটের ছবি তোলা হবে।



কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি। এবার সাটার আর স্পেশাল লেন্সটা ফিট করতে হবে।

চমৎকার হচ্ছে রে মাইরি!



ব্যাং! কাজ ফিনিশ!

তোর হাতে ওটা কি বসে রে ফটে?



ক্যামেরা, কেবুট! দারুণ ছবি ওঠে!

তাই নাকি! আরে, আরে! সবার ফটো তোলার কথা বলেছিলেন!





নারায়ণ দেবনাথ











নটে আর ফটে



নারায়ণ দেবনাথ







নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ











নটে
আর
ফণ্টে



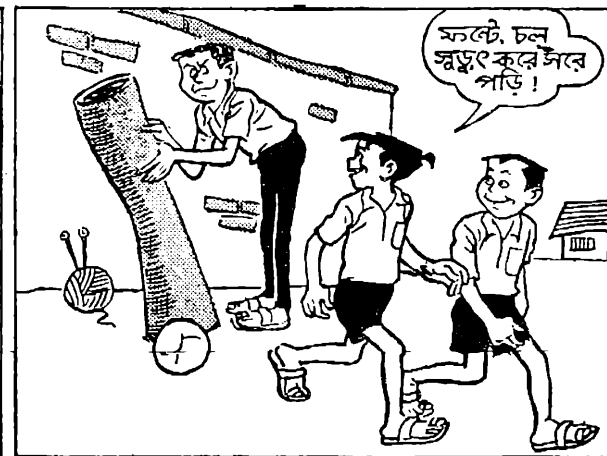
রাগদেবনাথ

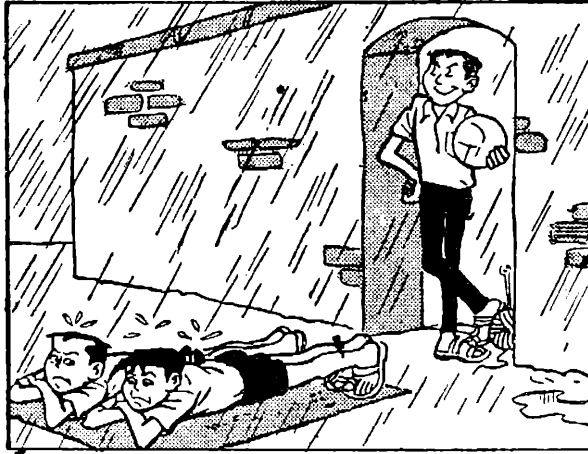
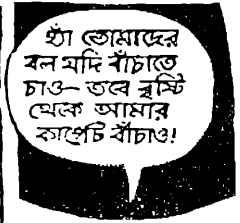






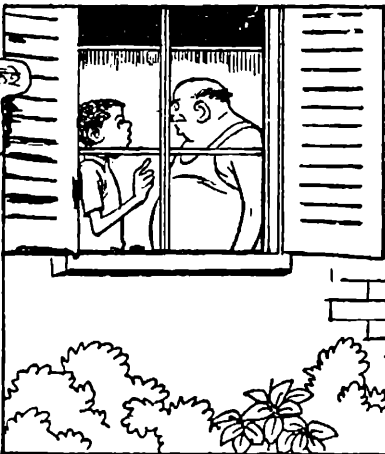
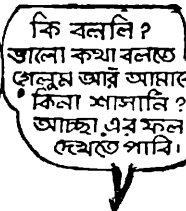
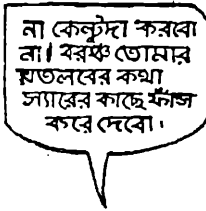
নারায়ণ দেবনাথ

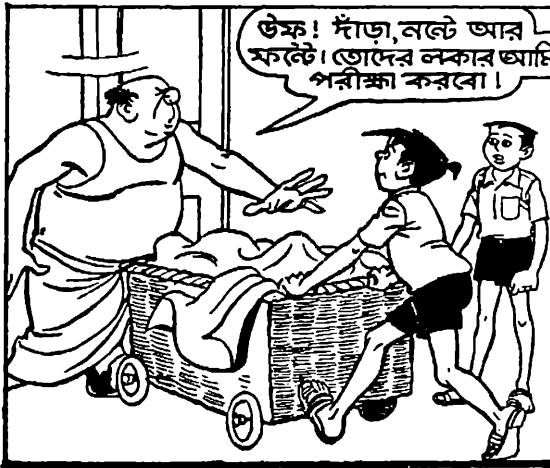




নটে আর ফটে

মারায়ণ দেবনাথ







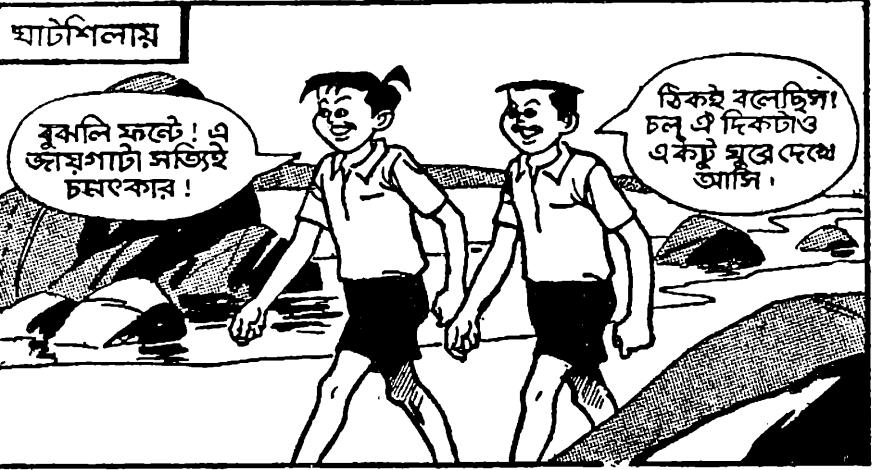




নটে
আর
ফটে



নারায়ণ দেবনাথ







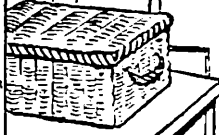
নাটে
আর
ফল



নারায়ণ দেবনাথ

চল ফল্টে,
এবারে মাওয়া
যাক।

হ্যাঁ, চল! নেলো
আমাদের সেই
পিকনিকের
জামগাভেই
থাকবে।

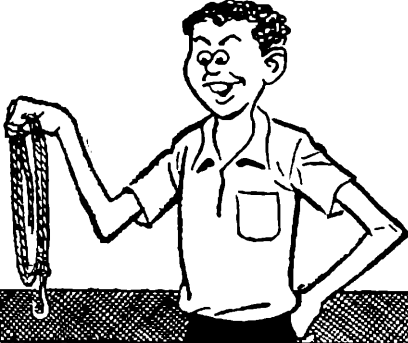


কেল্টের শকুনিমার্ক
চোখকে খুব ফাঁকি
দেওয়া গেছে।

যা বলেছিল মাইরি!
ও থাকলে একাই সব
জাবড়ে দিতো।



এই দড়ি আর ছকু দিয়ে টুক করে
কাজ হাঙ্গিল করা যাবে।



কেল্টুদা
আমাদের খাবারের
ঝড়ি ছিলতাই
করে বিচ্ছেদ
নটে!

হেঃ হেঃ! এই
ঝড়ির খাবার এবার
আমার ঝুঁড়িতে
টুকবে।

অ্যাঁই কেল্টুদা! আমাদের খাবারের
ঝড়ি ফিরিয়ে দাও
বলছি!



ওরা রাস্তার মোড় ঘুরে আসার
আগেই আমি চোখের
আড়ালে চলে যাবো।



















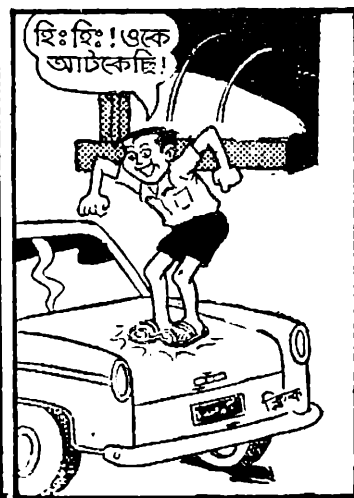
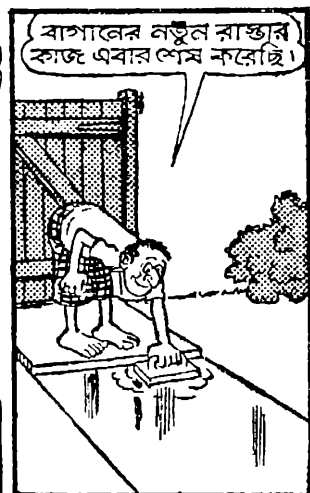
নারায়ণ দেববাহ্য







নারায়ণ দেবনাথ

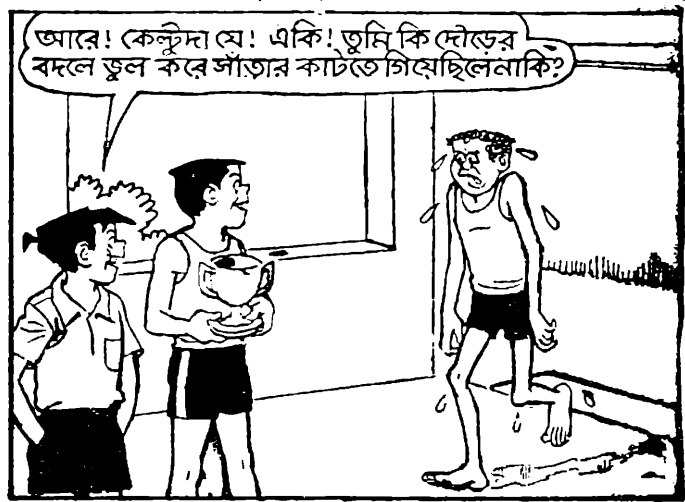
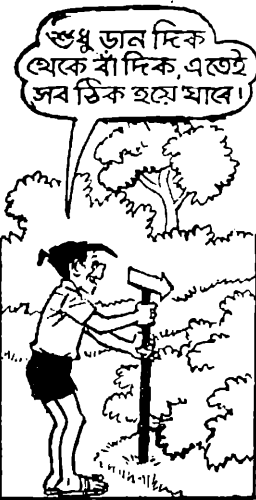






নারায়ণ দেবনাথ



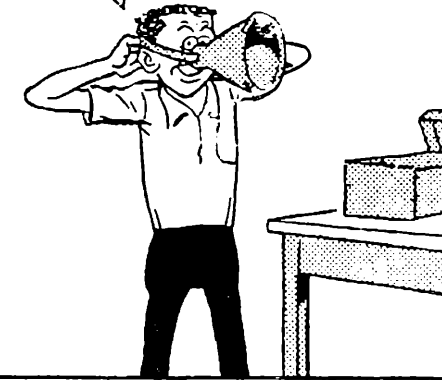




নাটে
আর
ফটে

নারায়ণদেবনাথ

আমি এই গজামিটার আনন্দনি করেছি।
এটা আধমাইল দূরের খাবারের গজাপটে
আমাকে সাহায্য করবে।

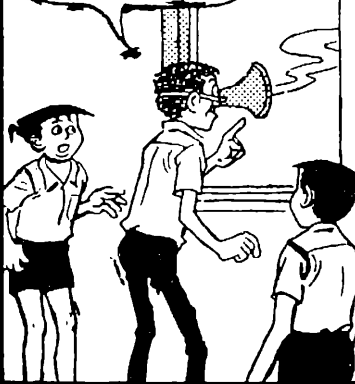


তোদের পকেট টাকা করে বাড়ী ধরছি যে
বোড়িং এর আজ থেকে ছুটি পড়ে যাচ্ছে
বলে আছে সেশাল কি কি খাবার জেরি
হয়েছে বলে দিতে পারি!



আমি বলছি
তুমি পারবে না
কেলুদা!

আজ ঠাকুর জেরি করেছে
মাংসের চপ, ফিস ড্রাই
পুডিং আর পায়োজ!



আরে! কেলুদা একেবারে
ঠিক ঠিক বলেছে মাইরি!



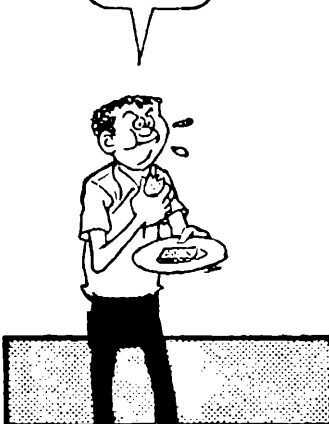
তর মানে পাঁচ টাকা
করে ছাড়ো!

হেঁ হেঁ! এই টাকা দিয়ে ছুটির
মধ্যে সিনেমা, খ্যাটি দুটোই
চলবে!



ইস! কতো কষ্ট
করে জমিয়েছিলাম

আঃ! খাবারগুলো দারুণ
করেছে!



আমার নিজেরটা সাবডে দিয়েছি
এবার গজামিটারের সাহায্যে কার
কাছে কি খাবার আছে দেখি!



আহা!
পায়োসের গজা
পাচ্ছি!

পেয়েছি! অ্যাঃ! ওটা আমার পায়োজ
কেলুদা!



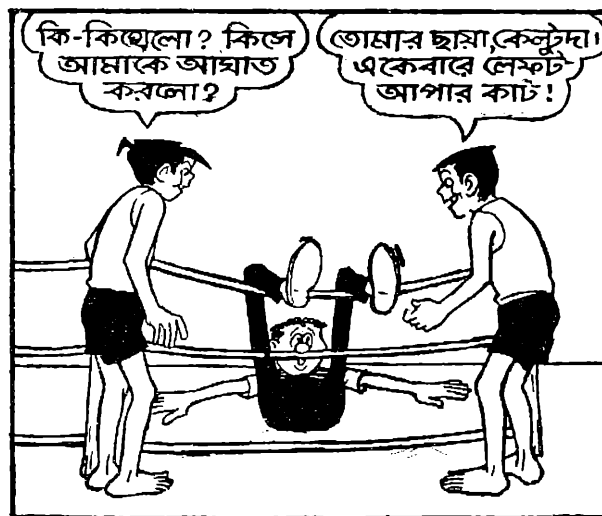




নটে আর ফটে

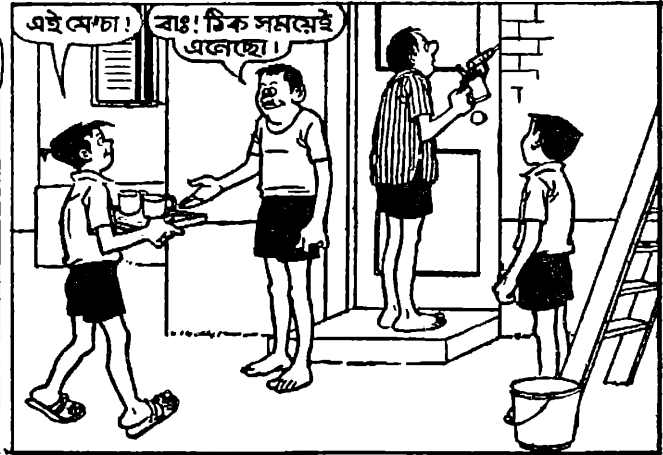
নারায়ণ দেবনাথ



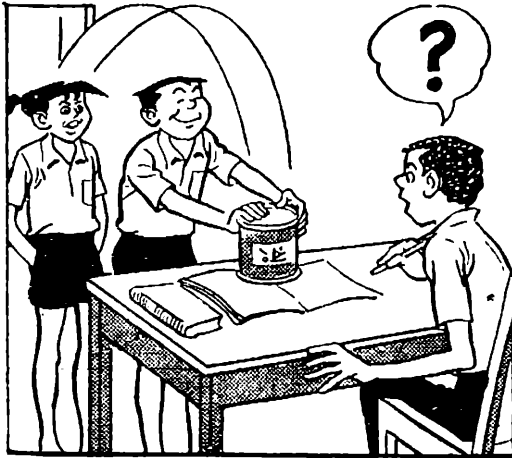


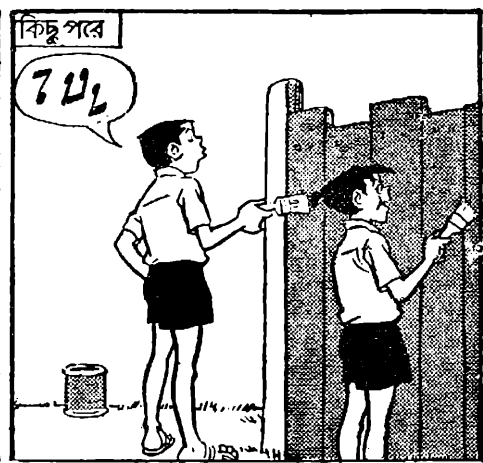


নারায়ণ দেববাস্থ











রায়গদেবনাথ



আরে হুঁস! তোরা কাদা মাটি
মাঁচাঘাটি করছিস কেন?

আমরা মাটি
দিয়ে স্যারের
একটা প্রতিমূর্তি
গড়ার চেষ্টা
করছি।



স্যারের প্রতিমূর্তি!
দারুণ আইডিয়া! পরে
ওটা আমরা বোর্ডিং এর
প্রবেশপথে স্থাপন
করবো।

সেই জন্যেই তো স্কুল
করেছি। পরে আমাদের
একজন ঘৃণেক্ষী বন্ধু
ফিনিশ করে দেবে।



না, তোদের বন্ধু করবে না!
আমার বন্ধু করবে আর
তোরা সবাই মূর্তি ফাঙে
চাঁদা দিবি।

না দাদা চাঁদা
ফাঁদার ব্যাপারে
আমরা নেই!

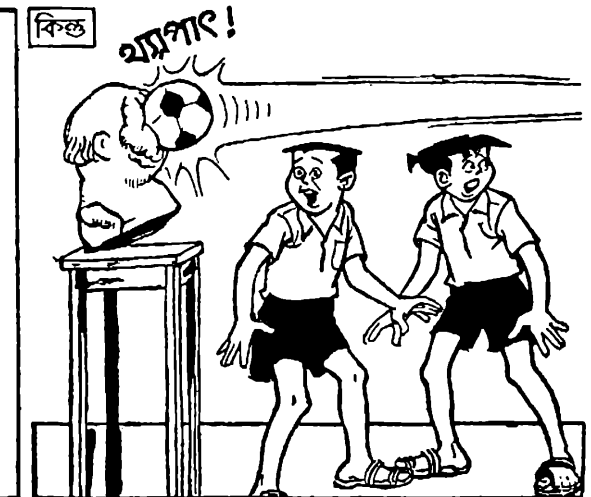


তাইলে তোরা চাঁদা দিবি না? ঠিক আছে!
তবে জেলে রাখ, আমার তত্ত্বাবধানে তৈরি
স্যারের মূণ্ডাই বসবে তোদেরটা নয়!
হেঃ হেঃ!



রবিদি (ভূমি ছাত না লাগালে আমরা এতো
সুন্দর পারতুম না, আপনুদা!

এবার এটা শুকোক!

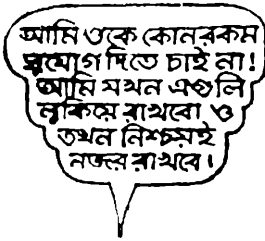


কিন্তু খ্যাপাং!





নারায়ণ দেবনাথ

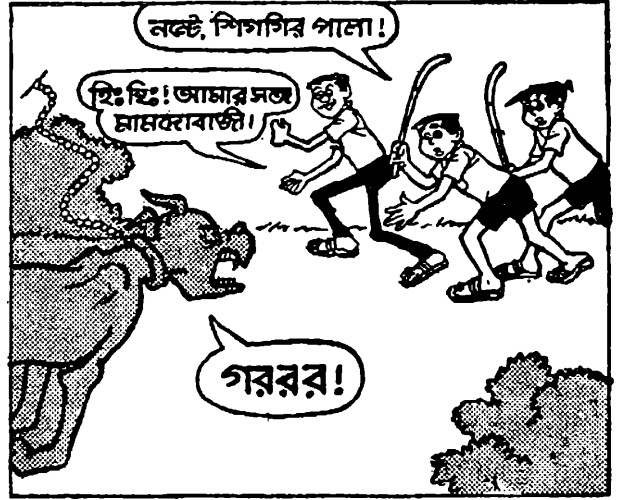


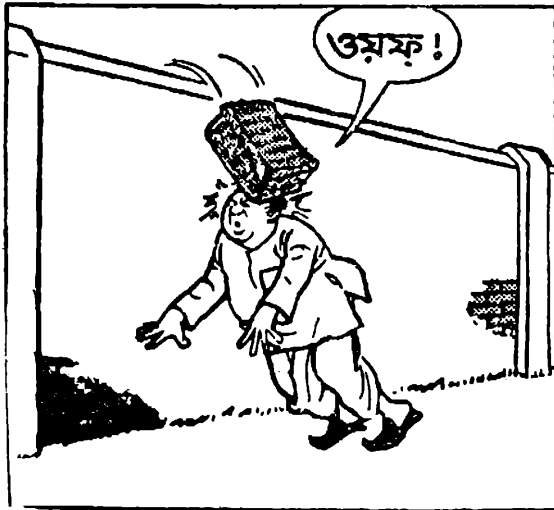
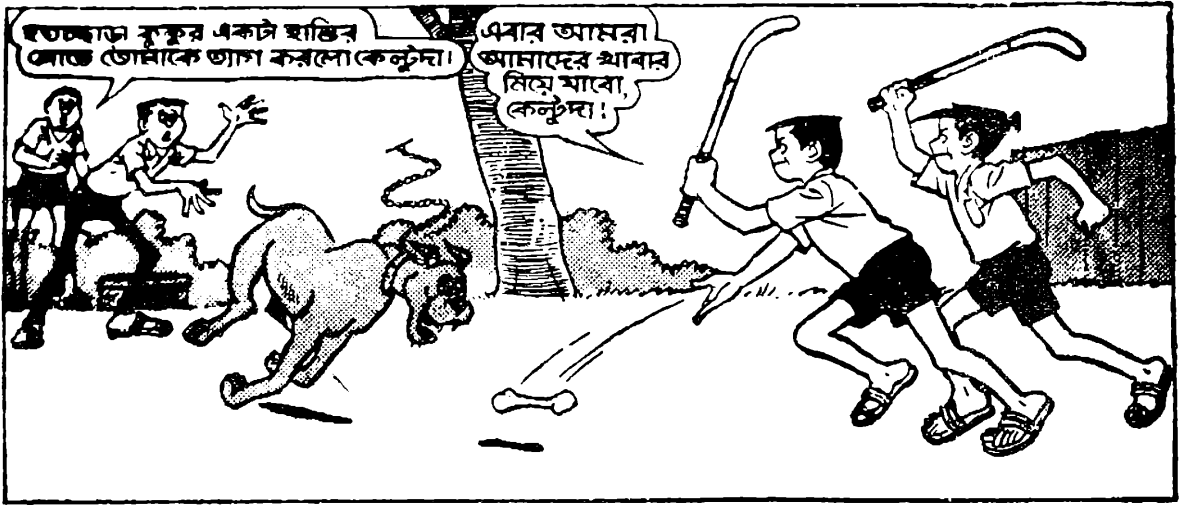




নাটে আর ফন্টে

বরাহদেবতা









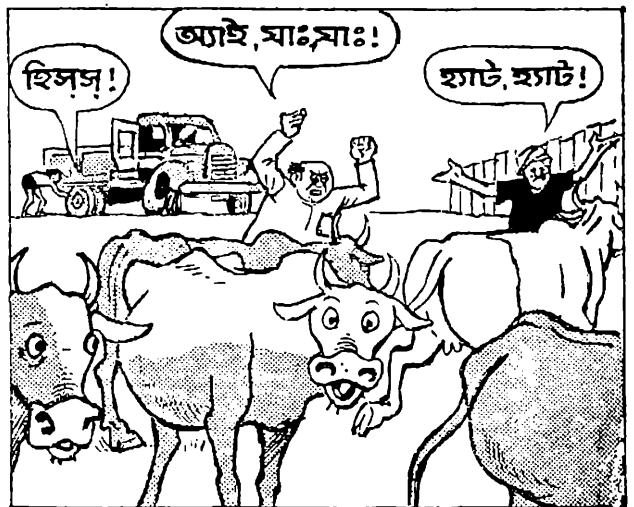
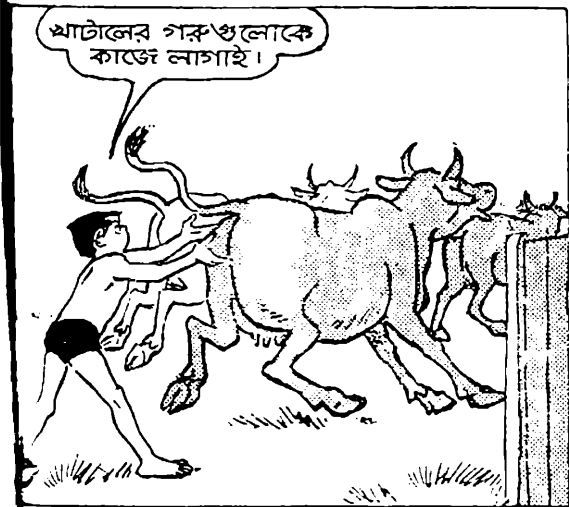
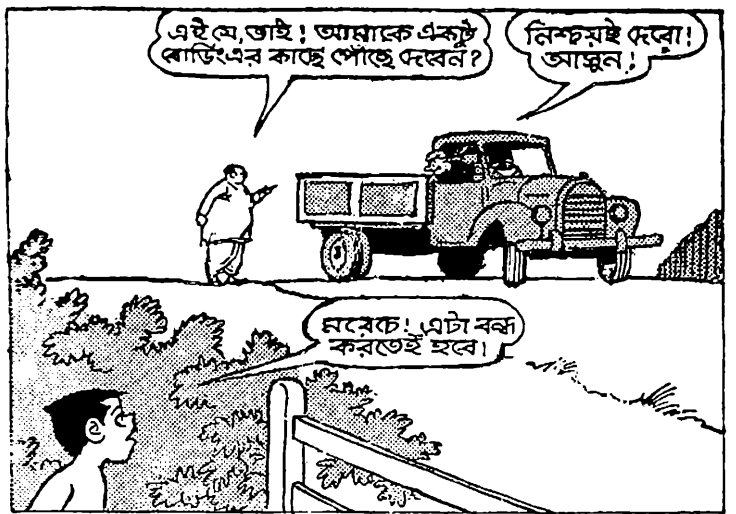


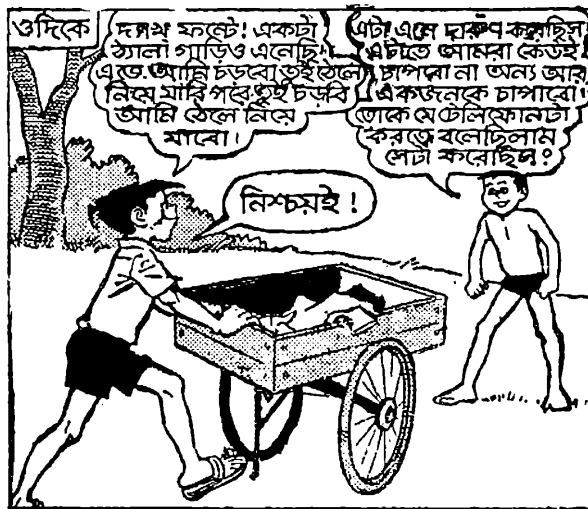
নটে
আয়
ফলে

নারায়ণ দেবনাথ











নটে আর ফটে



নারায়ণ দেবনাথ

কেটো বেধহয় আমাদের
বিরুদ্ধে কোন মতলব
আটছে, নটে!

তুই কি করে
জানলি?

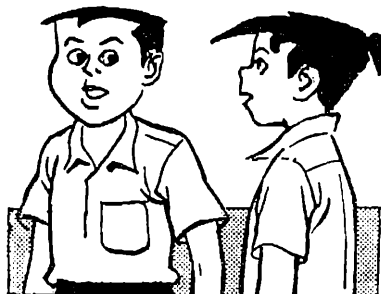
ওর এক অনুগত ঢেলা
কাল আমাকে মুখ ফেটে
বলে ফেলোছিলো!

ও আমাদের
বিরুদ্ধে কি করতে
পারে বলতো?



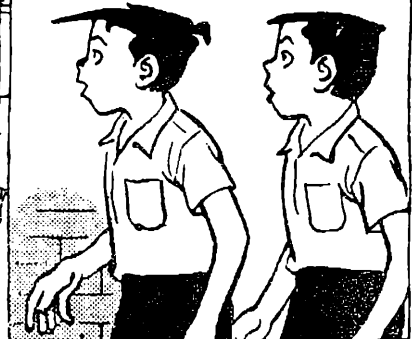
সেটা ঠিক বলতে
পারবো না! তবে চল
দেখি হাতিশ করতে
পারি কি না!

ঠিক বলেছি!
তাঁই চল!



কি সময়ানি ফলি
দেখেছিলি? এসব জায়গার
চোখে পড়লে আর
রহস্য নেই!

ওদের এখনি
থামানো
দরকার!



কেটোর ঢেলাদের মাথা ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি!
নটে... ওই ওরা এদিকে দিয়ে আসছে!

ঠিক আছে, ফটে! আমি
এদিকে আলগা করছি!



এই যে কেটোর
ঢালারা! তাদের
মাথার টেমপারেচার
নামিয়ে দিচ্ছি!

ও বলে! ইশিয়ার! নটে
আর ফটে!

ওফ!









নটে আর ফটে



নারায়ণ দেবনাথ

এই! তোর বাইরের
শাশিগুলো ভালো করে
শোয়া মোছা কর
গিয়ে!

ঠিক আছে
স্যার! করছি

চলো, কেঁচুদা!
কাজ শুরু করি!

আঃ! তোরা যা! গেটটা
তুম্বানক কামড়াচ্ছে!
উঃ!



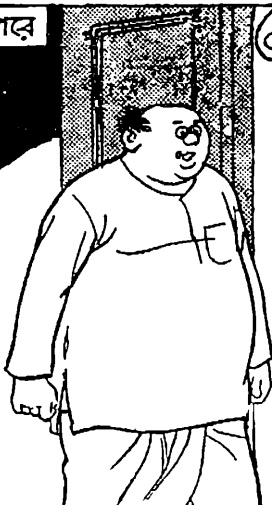
হাঃহাঃ! কাজে ফাঁকি দেবার মোস্তফা কামদা
হলো। গেট কামড়ালো। নটে আর ফটেটা
সব সময় আমাকে জ্বদ করে আজ আমি
ওদের জ্বক
করলো!



কেঁচুটা কি
পাতিবাজ
হ্যাঁছিল?

যা বলেছিল। গেট
কামড়ালোর ছুতো
দিয়ে দিবি স্নেহ
গেলো!

কিছু পরে

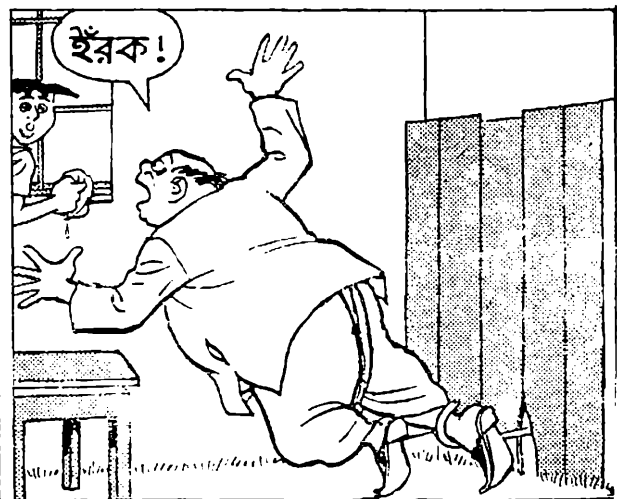
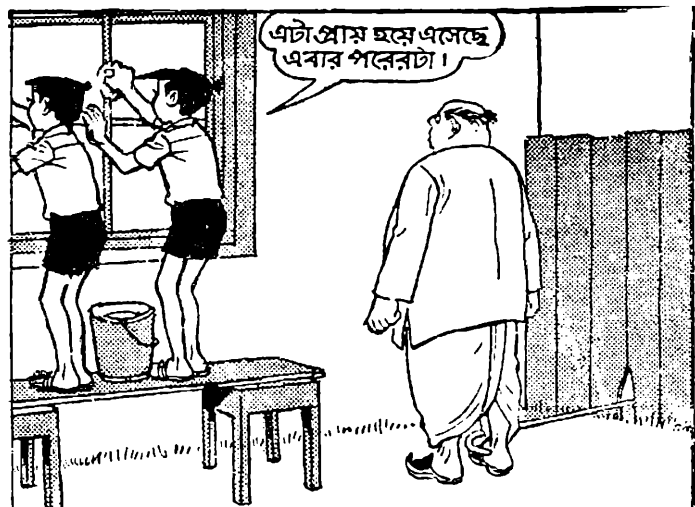


দেখে আজি ওদের
কাজ কড়টা
এগালো!



তোরা দুজনে যে? কেঁচু কোথায়?

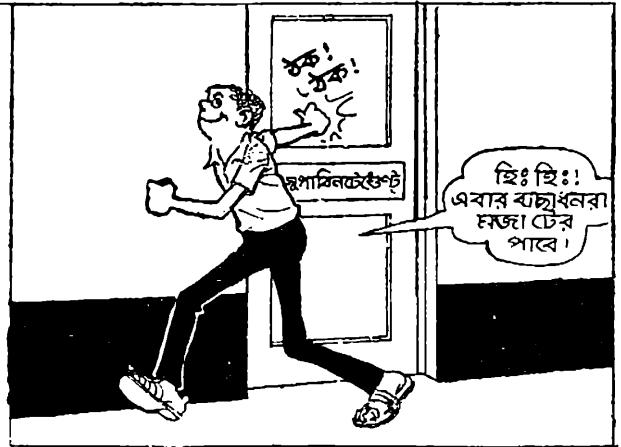
ও বুললো ওর
নাকি তুম্বানক
গেট কামড়াচ্ছে!





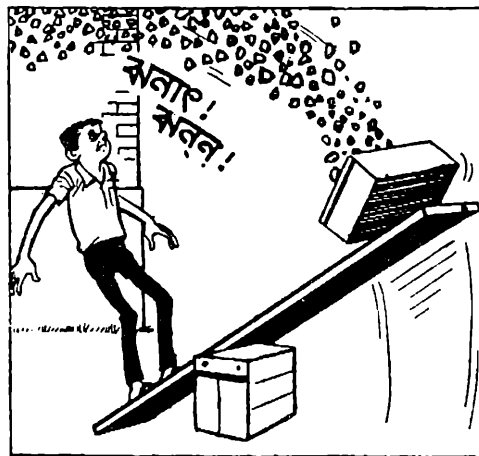
নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ











কেকটা বাড়ি থেকে হাত সাফাই
করেছি, ফর্কেটা এসে ভাগ বঙ্গাবর
আপোই নিরিবিজি এক জায়গায়
বসে এটা সাবড় করি।





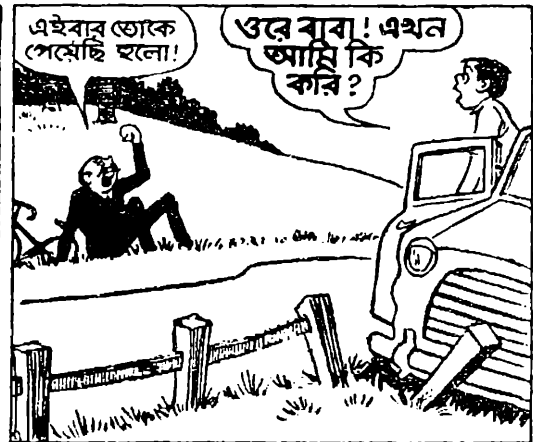
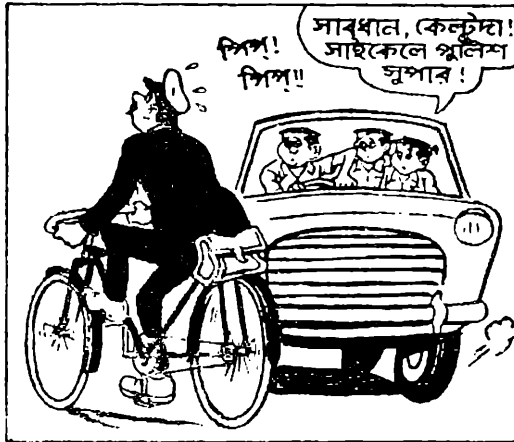


নারায়ণ দেবনাথ











নল্টে আর ফল্টে



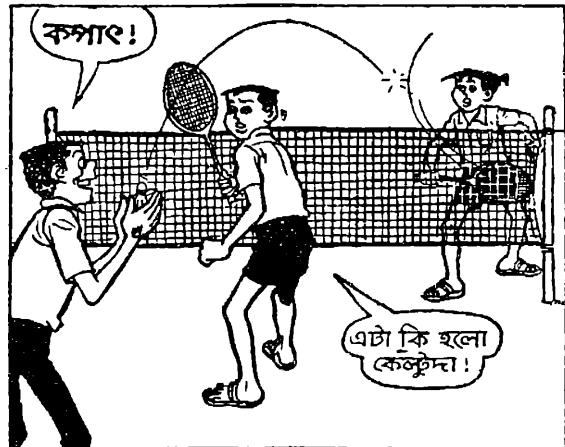
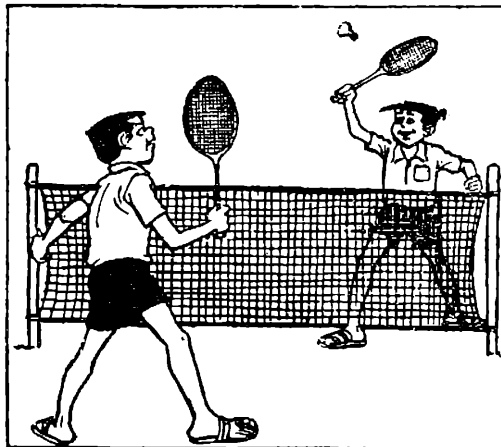
নারায়ণ দেবনাথ







নারায়ণ দেববাস্থ











নাটে ফটে



কালেকশন

আহ! – এবারো
সেই স্যারের ভুঁড়িতে !

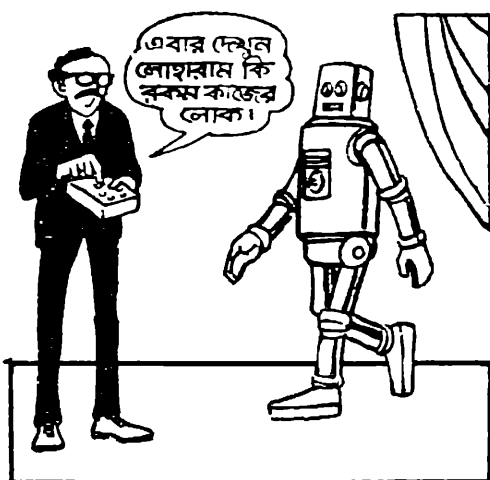
আফ!

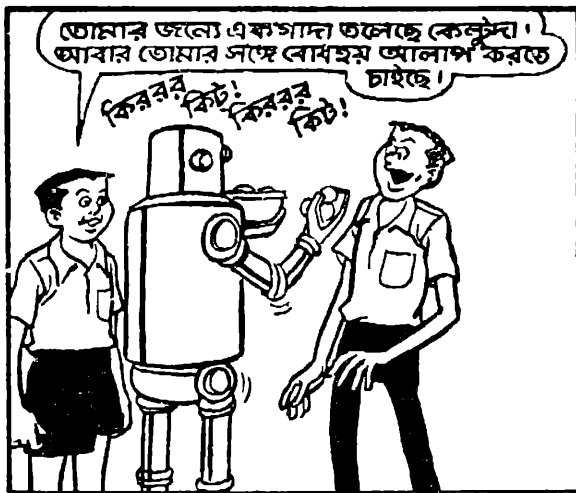
থপ!

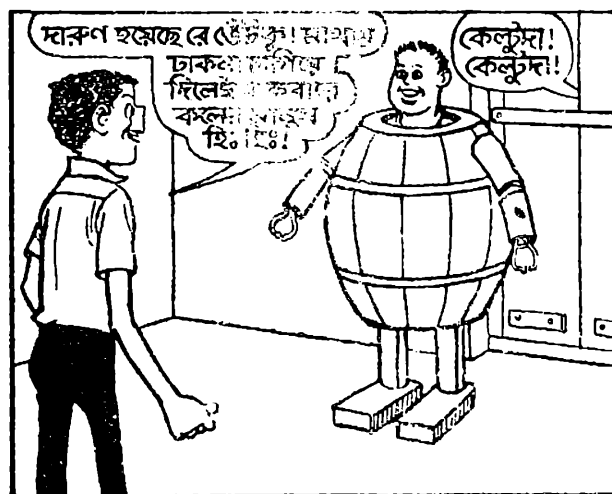
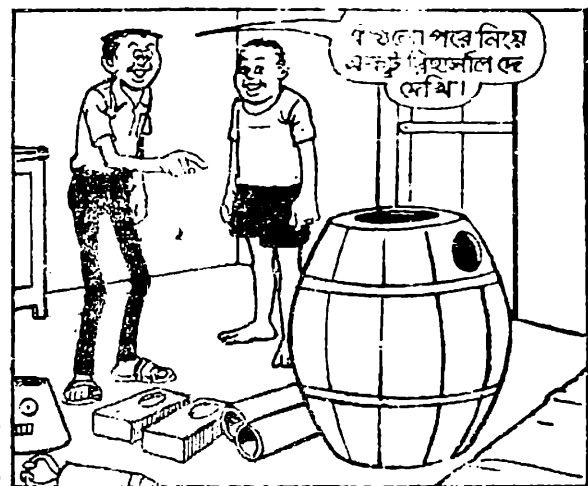


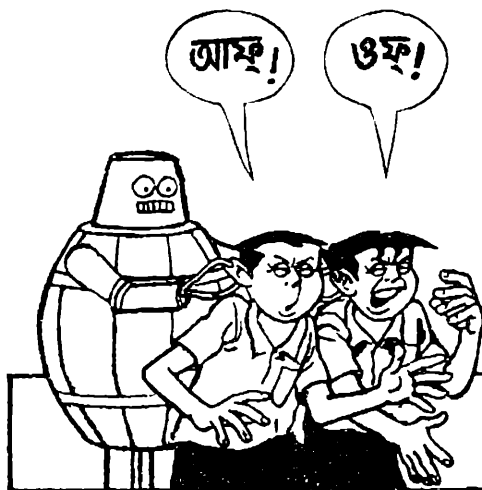
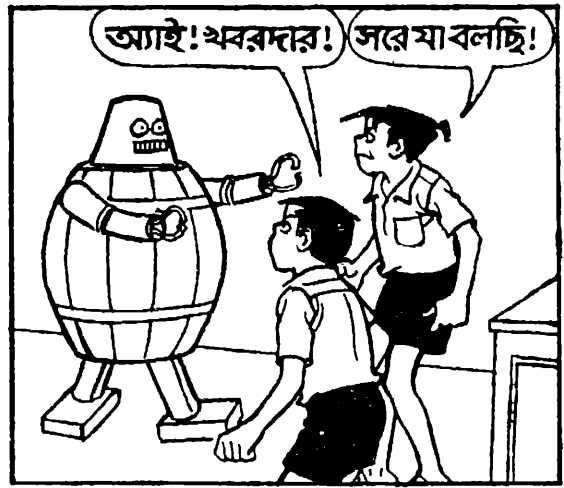
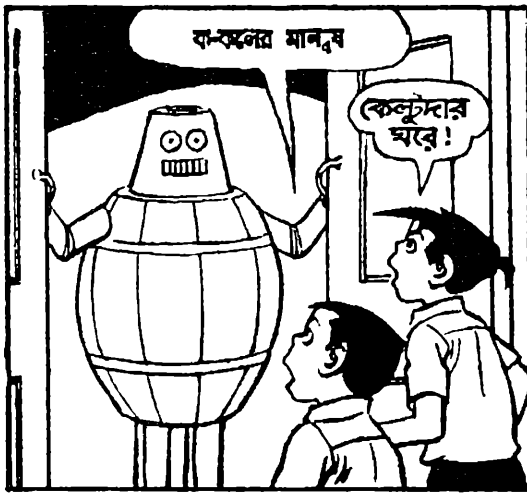
১০, ১১, ১২

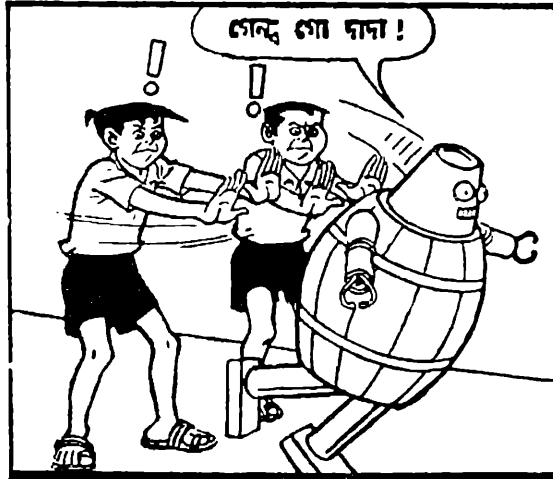




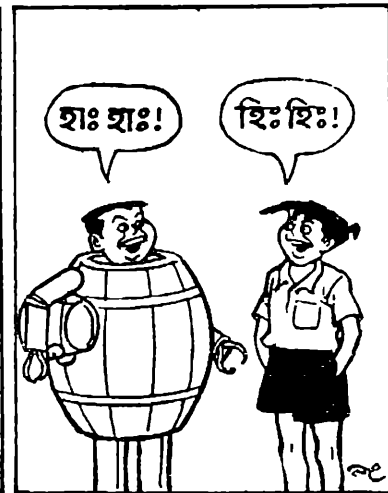
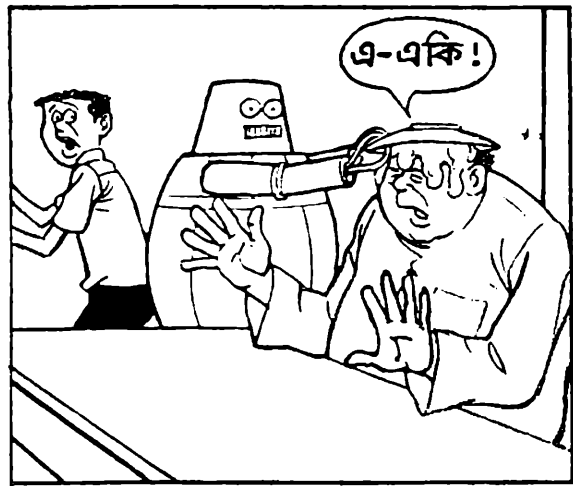
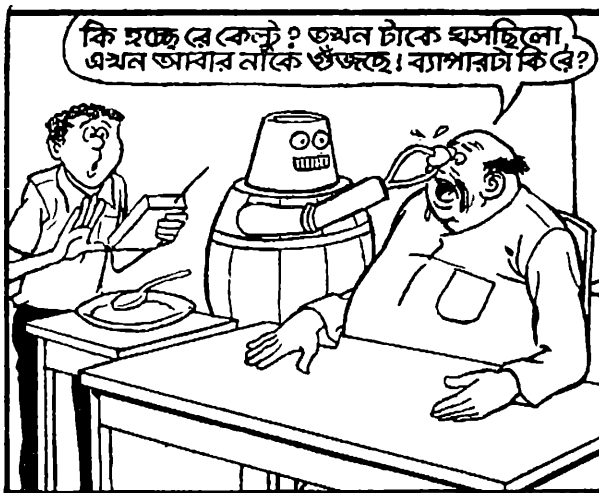














নারায়ণ দেবনাথ

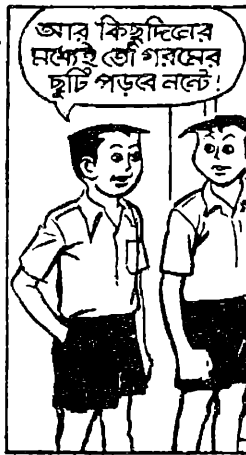






নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ



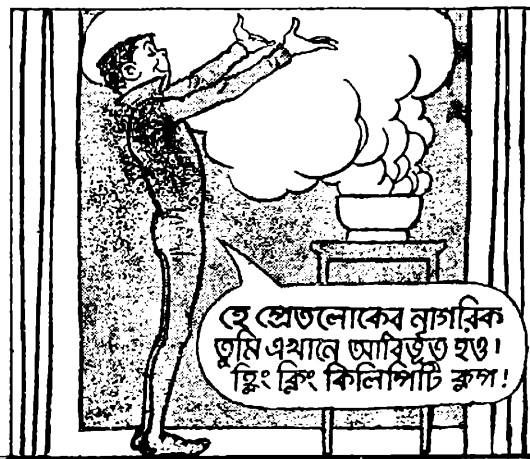
















নারায়ণ দেবনাথ









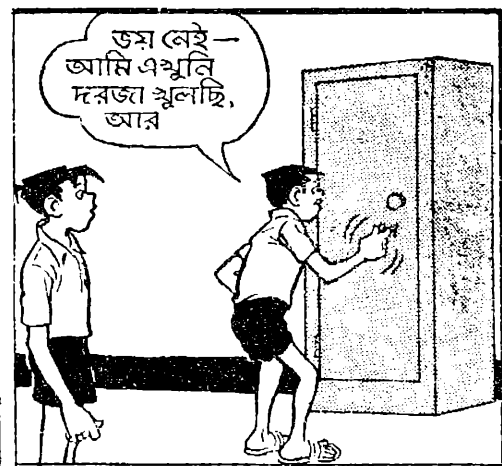


নটে আর ফটে



নারায়ণ দেবনাথ

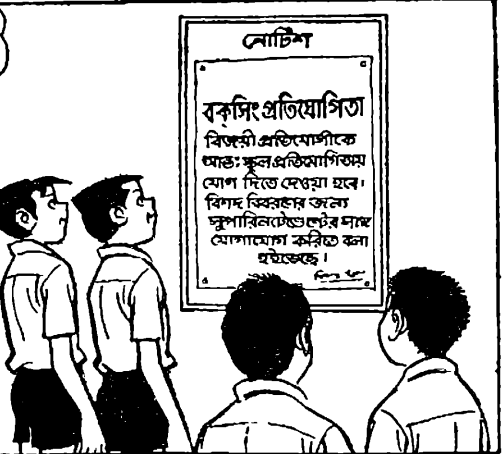




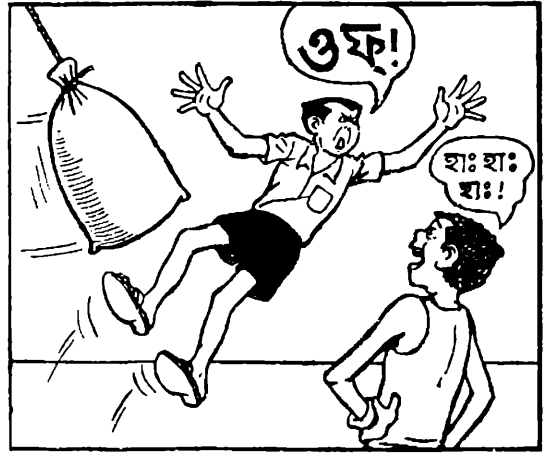


নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ

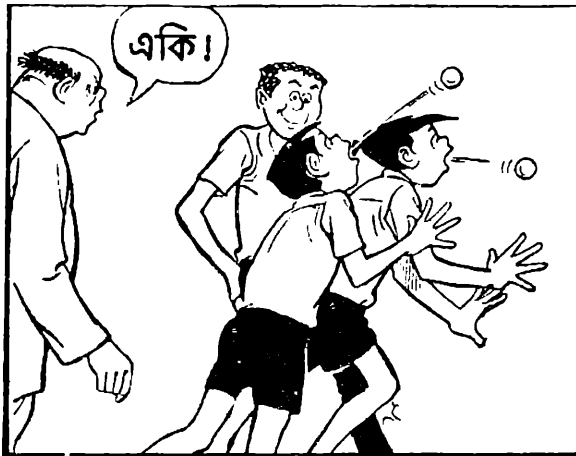




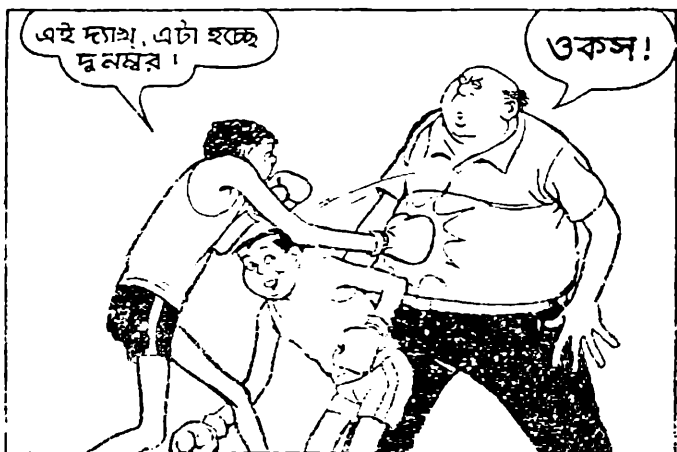


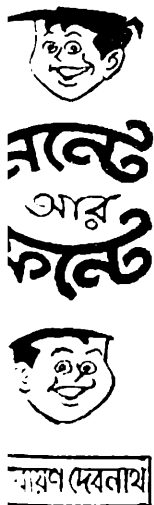














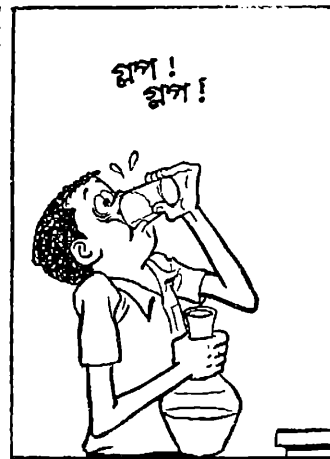






নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ







নরায়ণ দেবনাথ



শোন! যান্ত্রিক হোলমোণের জন্যে কয়েকদিন বোর্ডিংএর জল বন্ধ থাকবে। তাই তোমরা বাইরে থেকে জল এনে স্নানাদি করবে।



স্বতরাং জল টানা কি কয়েকদিন করতে হবে! কদিন করতে হবে কে জানে!



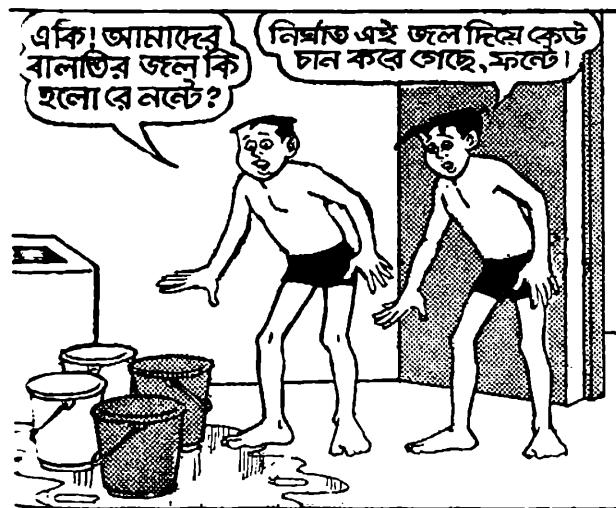
জল ফুলে রেখে গেলাম, ঠিক সময়ে এলে চান করা যাবে।

ঠিক বলেছিস খাওয়ার আগে চান করে নেবে।



একমাত্র পরে চল, নটে! এবার চানটা সেবে ফেলা যাক।

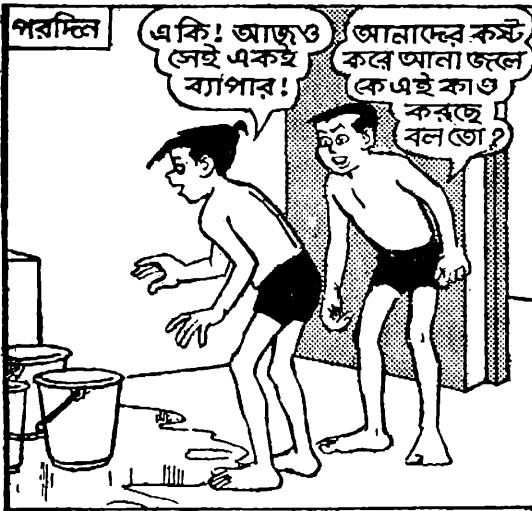
চল, একটু পরেই তো খাওয়ার সময় হয়ে যাবে।



একি! আমাদের বালটির জল কি হলো রে নটে? নির্ভাত এই জল দিয়ে কেউ চান করে গেছে, ফটে।



ইজ! আজ বিনা চানে থাকতে হবে। কি আর করা যাবে থাকতেই হবে।

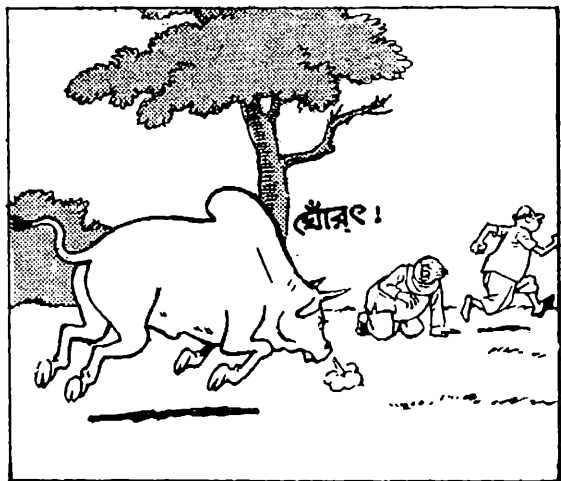




আরায়ণ দেবনাথ



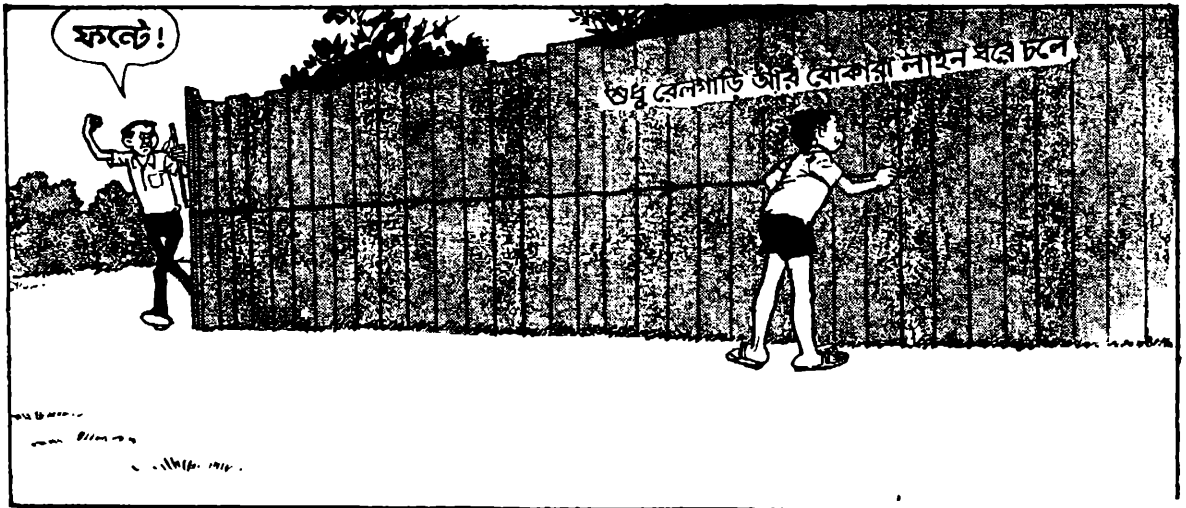




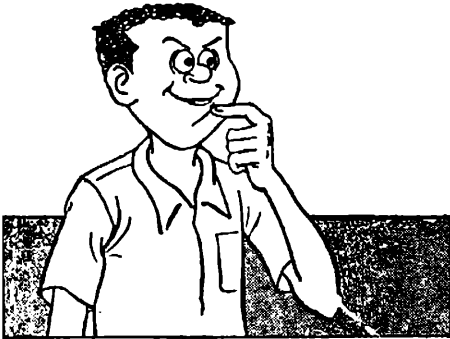




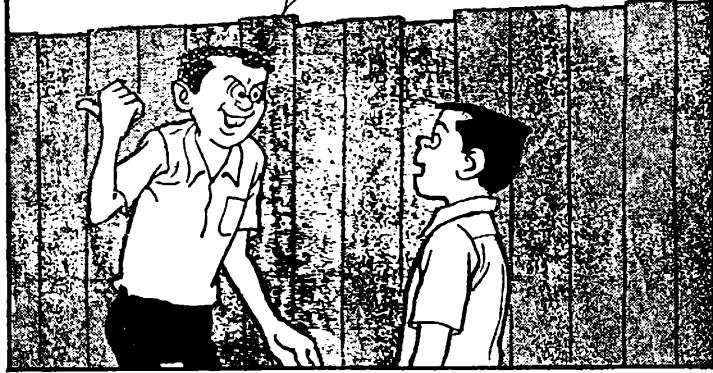
নারায়ণ দেবনাথ



এবার একটার ওপর নতুন বেত
পরীক্ষা করার মওকা মিলেছে।
হেঃ হেঃ!

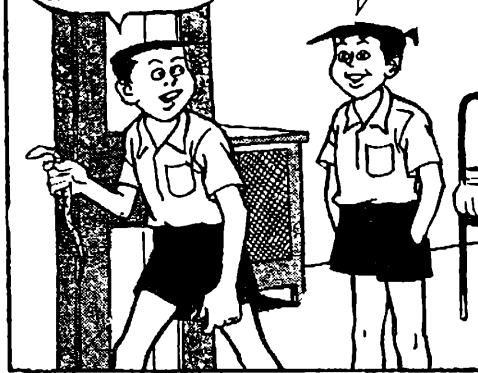


স্যারের ঘরে আয়, ফর্কে! আমি বেতের
একটা নতুন লাইন পেয়েছি, মনে হয়
তোরও পছন্দ হবে।



খেলনা সাপটা নিয়ে
আমি স্যারের ঘরে
কেল্টার কাজে যাচ্ছি,
তুই পরে আস।

স্যার তো নেই! কি
মতলবে তাকে ওর
ডেকেছে কে জানে!



পিঠ পেতে দে, ফর্কে! তারপর
আমি বেতের খেল দেখাচ্ছি!
হেঃ হেঃ!



দেখো, কেল্টা!
ওটা কি?

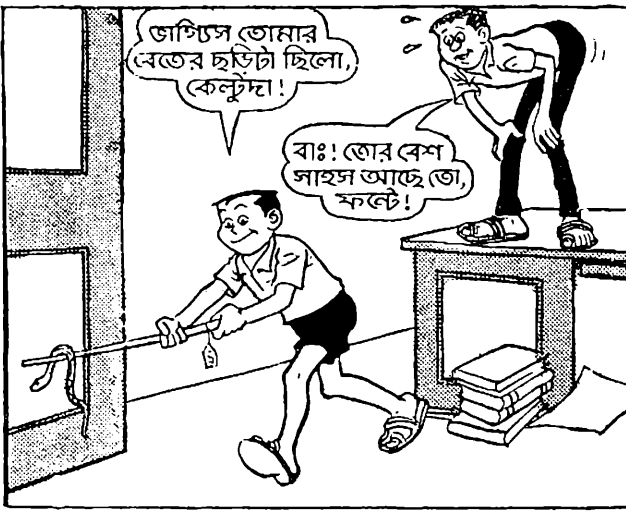
ওরে বাবা!
সাঁ-সাপ!



মিগগির তোমার কেউটা
দাও, কেল্টা! ওটার
ব্যবস্থা করি।

এ-এই-ন-নে!





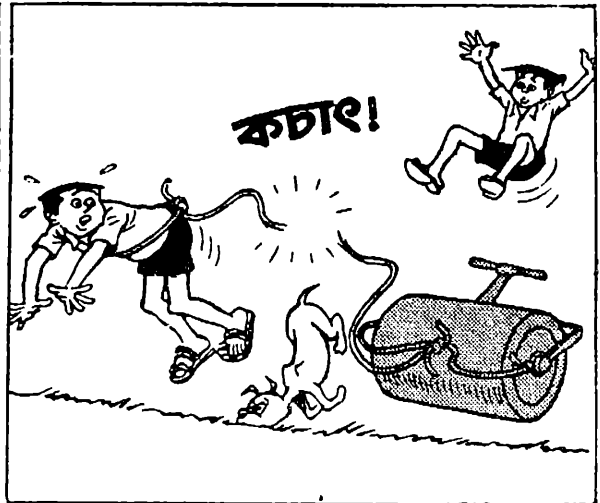
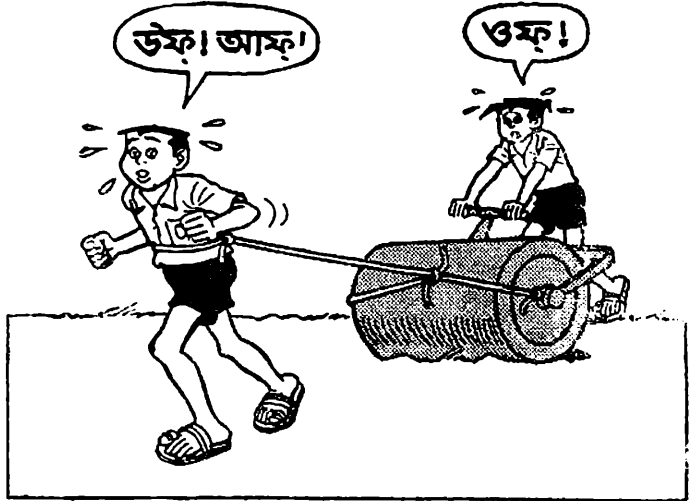


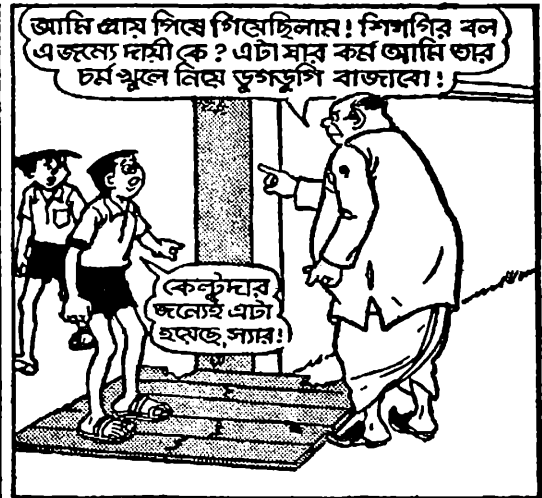
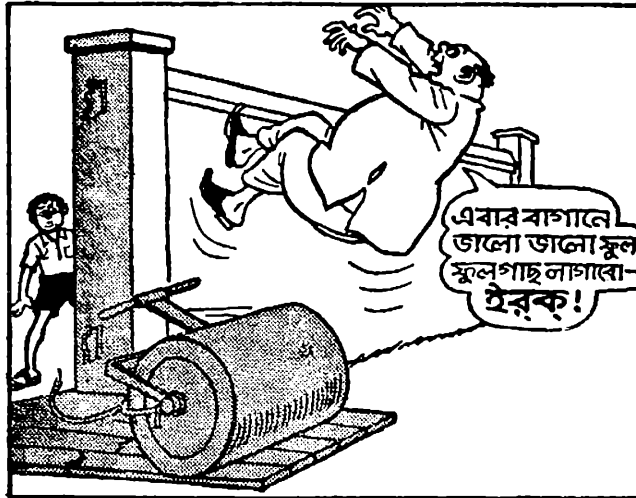
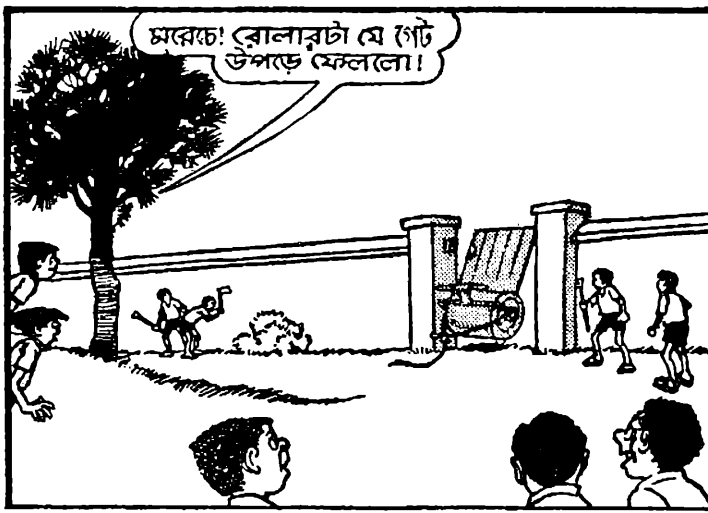


নারায়ণ দেবনাথ





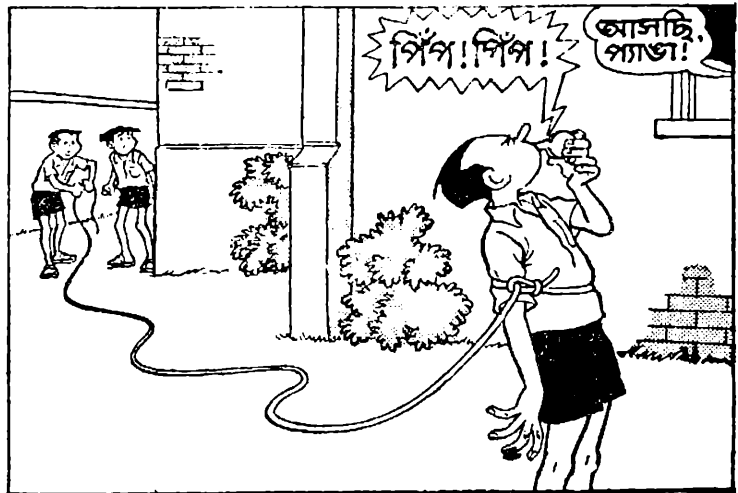
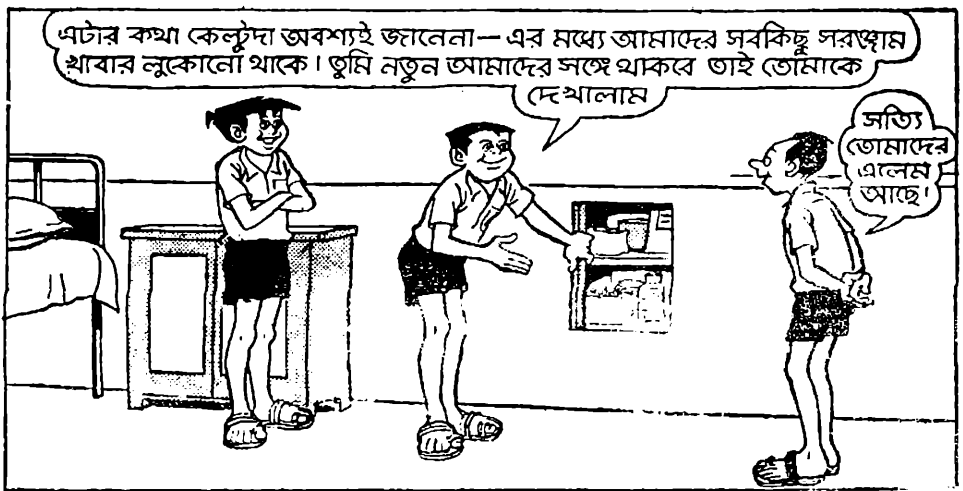






নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ











নারায়ণ দেবনাথ

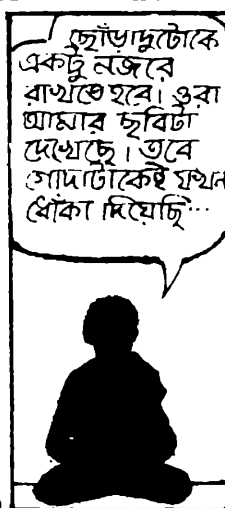
















বারায়ণ শ্রেনাথ



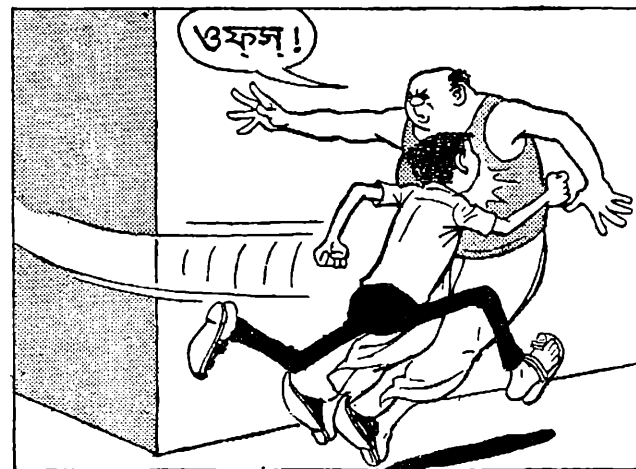


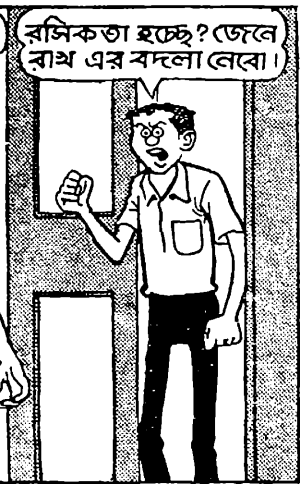


নায়াম দেবনাথ

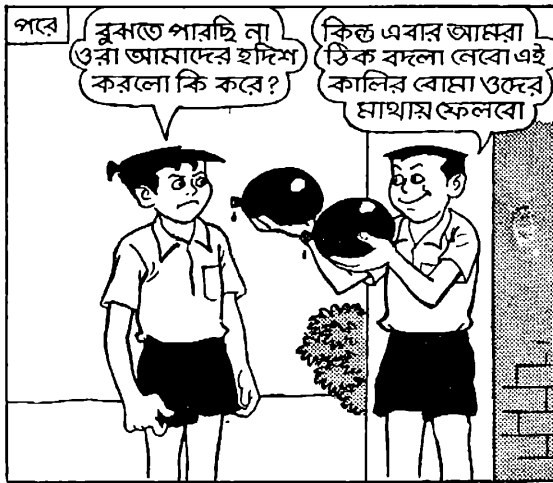












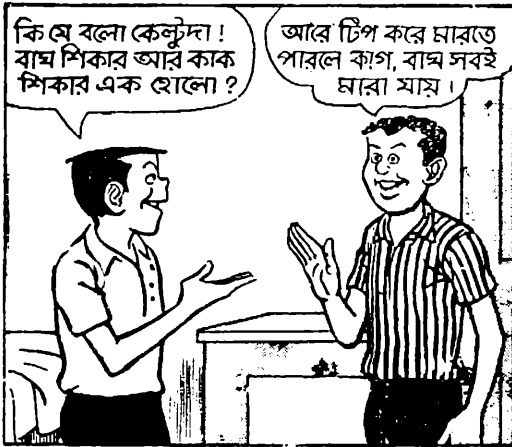






নারায়ণ দেবনাথ

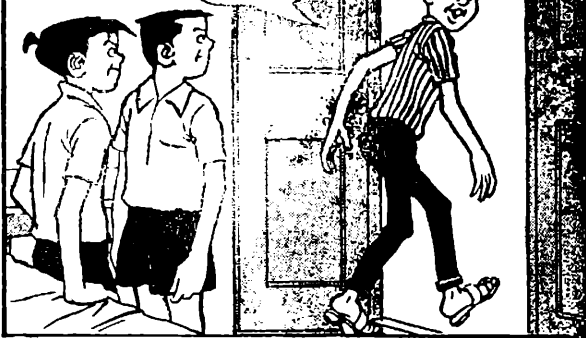




বাম শিকারের হিম্মত আর বন্দুকের
ভাক দুইই এই শর্মার আছে। প্রয়োজন
হলে হাতহাতিও লড়ে যেতে পারি, বুঝলি?



চলুন রে নটে, ফল্টে! অরন্যে রোমন
করে আর লাভ কি বল? তবে যদি
সুযোগ পাই তো সেদের দেখিয়ে
দেবো!



কি রকম জঁক
দিয়ে বেরিয়ে গেলো
দেখলি?



একটা মতলব মাথায়
এসেছে। দাঁড়া, কেল্টার
জঁক একেবারে ফাঁক
করে দিচ্ছি।

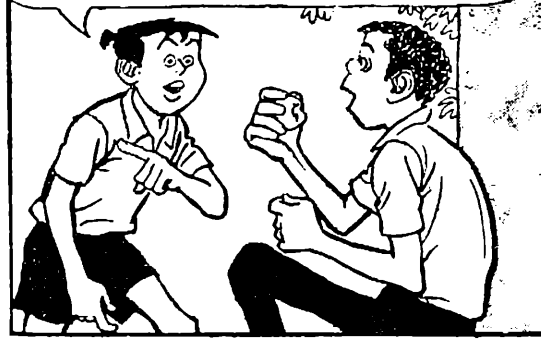
কয়েকদিন পরে



ওঃ, তোমাকে হলো হয়ে খুঁজে
বেড়াচ্ছি, আর তুমি এখানে বসে পেরারা
খাচ্ছে। এদিকে তোমার সুবর্ণসুযোগ
উপস্থিত।

সুবর্ণসুযোগ?
কি জের?

বাম শিকারের। পাশের গায়ের জমলে নাকি একটা
চিড়াম্ম এসেছে। যদিও আমাদের পেছনের বাগানে ওটা
এখনো আসেনি, তবু যদি আসে এই জেবে ফল্টে বলল
তোমাকে আগে থাকতে বাগানে গিয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসতে।



ছোড়ার বুদ্ধি আছে। দাঁড়া,
বন্দুকটা নিয়ে আশি।
কিন্তু ফল্টে কোথায়?

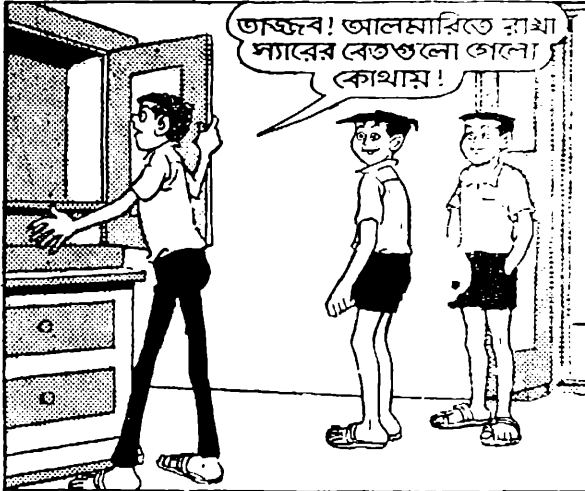


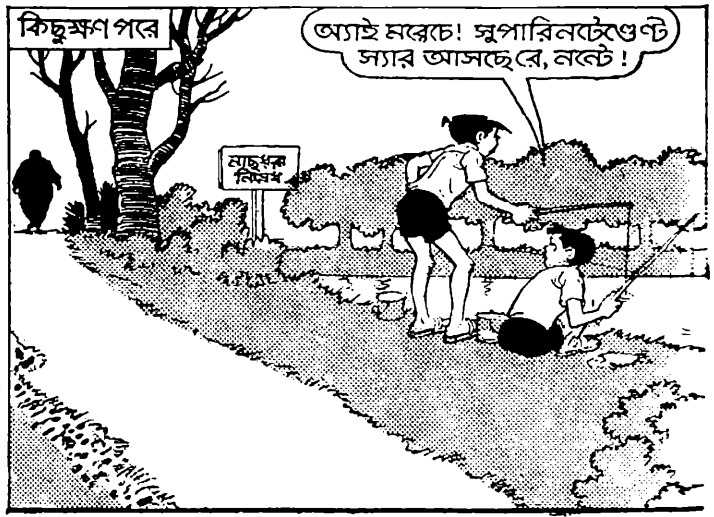
বাগানে তোমার জন্যে
ওয়েট করছে।



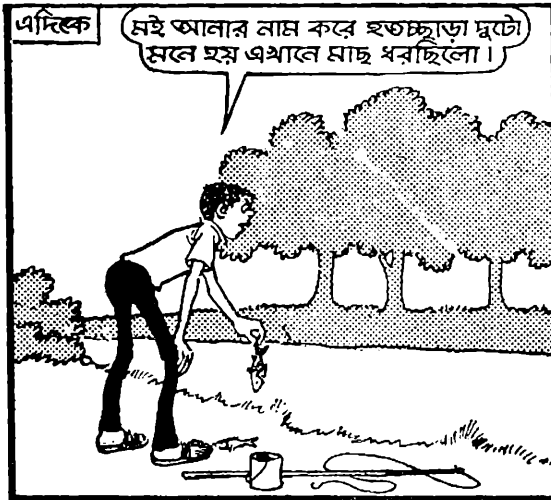


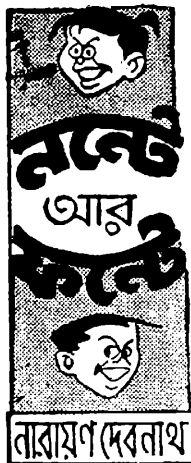
নারায়ণ দেবনাথ

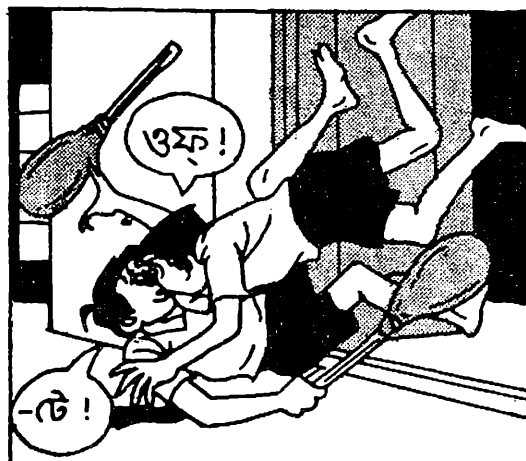














নারায়ণ দেবনাথ



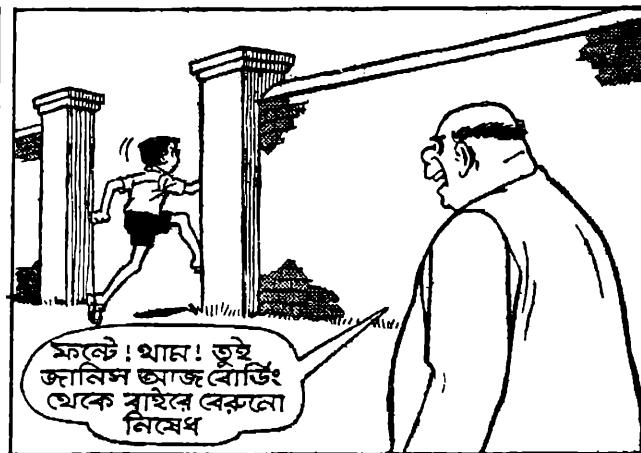


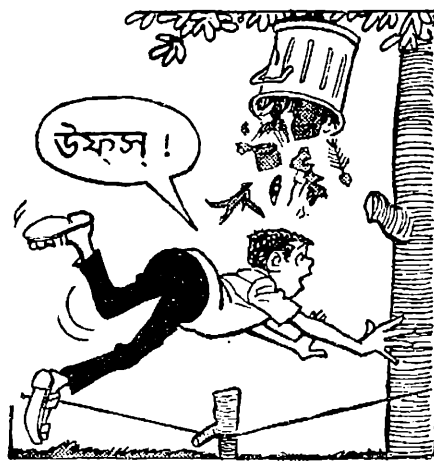


নারায়ণ দেবনাথ













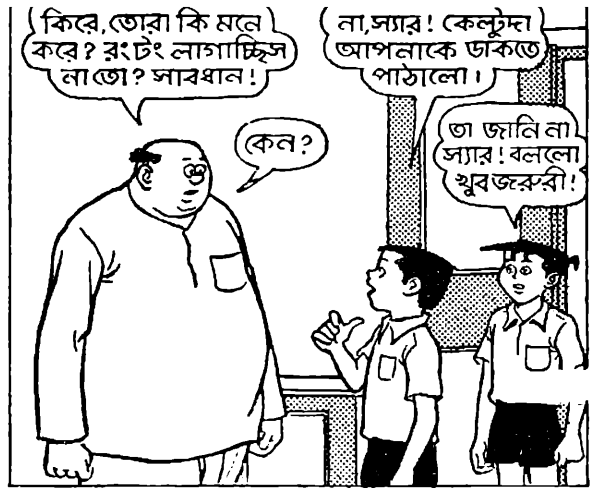






নারায়ণ দেবনাথ







নাটে ফটে



কালেকশন

গররর!
আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে
চোট দেওয়া ———!
এই নে।





নারায়ণ দেবনাথ



স্কুল বোর্ডিং এর বাগানের
জন্যে আমি একটা বড়
ক্যাকটাসের অর্ডার
দিয়েছি, তোরা গিয়ে
নিয়ে আয়।



সাবধানে নিতে হবে, না হলে
কাঁটার ঠোঁচ খেতে হবে।



একটা বড় ঠোঁড়া ঢাকা দিয়ে
নিলে ভালো হয় না, ফটে?

ঠিক বলেছিস, সামনের
কেকের দোকানটা থেকে
চেয়ে নেবো।



মবেটে!
কেটে!

উলস! নটে আর ফটে
বিরাট এক ঠোঁড়াভর্তি কেক
নিয়ে আসছে!



তোরা নিম্নম ডব্ব করে বাইরের
আজে বাজে খাবার ঢোকাচ্চিস!
আমি এটা বাজেয়াপ্ত করবুম-



গাছিরে!

হিঃ হিঃ!
ঠোঁড়ায়
ক্যাকটাস ছিলো!



কেলুদা এই কাণ্ড করেছে.
স্যার! ও টবটা কেড়ে নিয়ে
মাটিতে ফেলে দিলো!

গরর!



আমি পরেওর সঙ্গে বোঝাপড়া
করছি। তোরা এখন গিয়েকেকের
দোকান থেকে এক বাত্ম জলো
ক্রীম কেক নিয়ে আয়। স্কুল
পরিদর্শককে আজ চা পানে
অপ্যায়িত করবো।



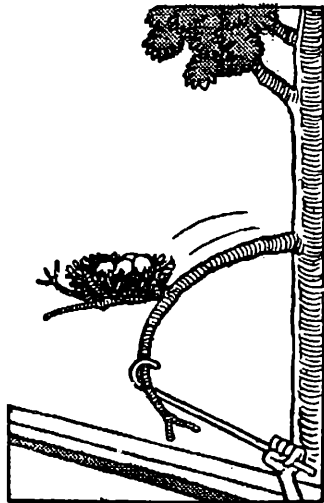
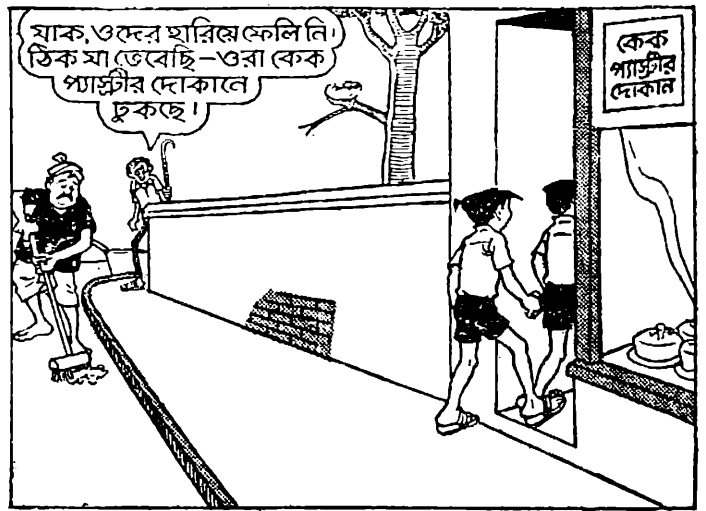


নান্ট
আর
ফটো



নারায়ণ দেবনাথ



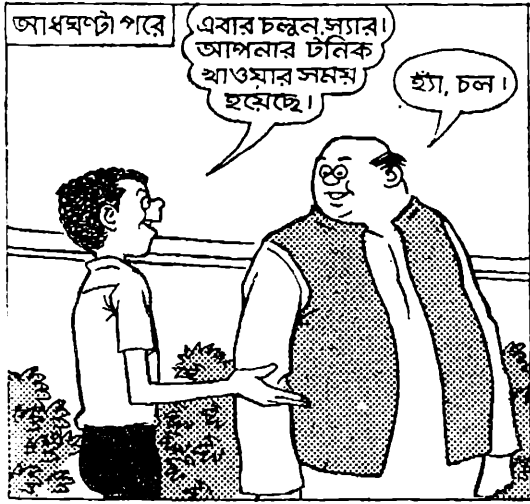




নারায়ণ দেবনাথ











নন্টে আর ফন্টে



নারায়ণ দেবনাথ



এই ববারের বলটা দিয়েই জালো করে প্র্যাকটিশ কর। আসছে সপ্তাহে নিম্মা সানিতির সঙ্গে ম্যাচ খেলতে হবে।



আর খেলা নয়, এখন হাতে কলমে কাজ করার সময়।

দ্যুম!

ওহ! হতভাগাটা বলটা ফাটিয়ে দিলো।



শোন আজ থেকে আমরা সম্ভারনের সাহায্যের জন্যে একটা নতুন পরিকল্পনা করেছি। আমরা লোকের কিছু কিছু করে দেবো গ্যাসের নির্দেশ অনুযায়ী আমি নাম ঠিকানার একটা লিফট তৈরি করেছি।



এই বাগান-দোলনাটার খুব বেশী মেরামতির দরকার নেই।



একটু মিষ্টিমুখ করো, কেঁস্টু।

হুঁঃ হুঁঃ! আবার মিষ্টি কেন।

দেখলি! কাজ করে দিলুম আমরা আর মিষ্টি খাচ্ছে কেঁস্টো।



এবারে বদাইবারুর বাড়ি। আমি নিশ্চয় জানি লোকের কাজ করে দিয়ে তোরা খুবই আনন্দ পাবি।

হুঁম্ণ!



উফ! দরজাটা কি ভারী রে, মাইরি!

কেল্টাটা একটু সাহায্য করছে না!



উদ্ভিদ গবেষণাগারের দরজা মেরামত করে খুব উপকার করেছে। এই নাও আমার গ্যাছের কটা সবুজ খাও।

খেটে মরলুম আমরা আর খ্যাট পাচ্ছে কেল্টা।

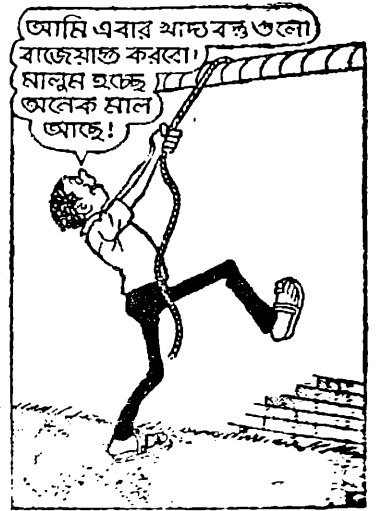
হুঁঃ হুঁঃ! আবার এসব কেন?

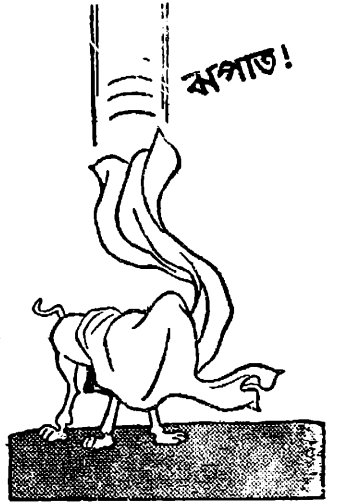
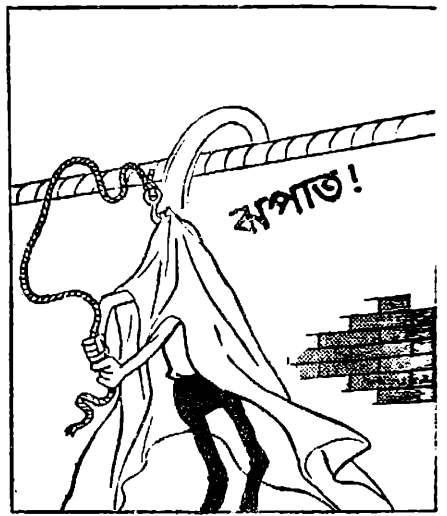
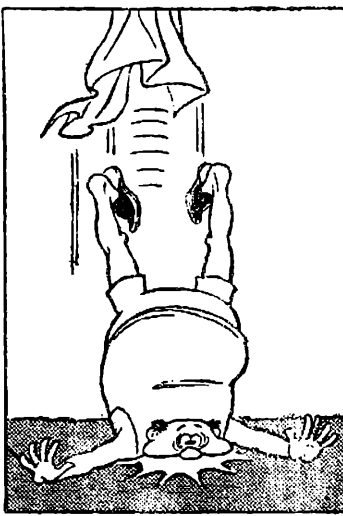
সত্যি মাইরি!





নারায়ণ দেবনাথ







নারায়ণ দেবনাথ



দ্যাখ ফলে! কেলেটা
বিরিট এক বাক্স কেক
কিনে নিসে আসছে।
আমরা যদি ওটা বয়ে
আনতে সাহায্য করি
তবে হয়তো
আমাদের
একটা করে
কেক দেবে!

একটা করে?
আমার
একটা প্রজন্ম
এজছে ভাতে
সব কেঁকই
আমরা
গাবো!



ঐ ও আসছে! এখন শুধু
গেটের হাউকোটা টেনে
খুলে দেওয়া!
হিঃ হিঃ!



গররর!
গেছি রে!



এই নে চমকে বসে হাউ
নিসে এবার জামুগা
ছাড়!



ওটা আবার বাগানের ওতরে
চুকেছে! এবার আমি আবার
গেটটা বন্ধ করতে পারি।



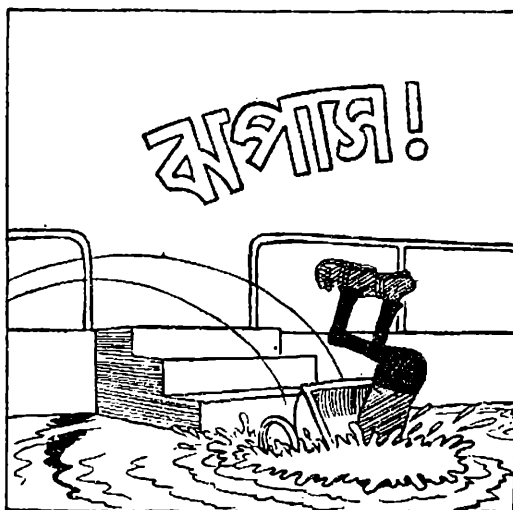
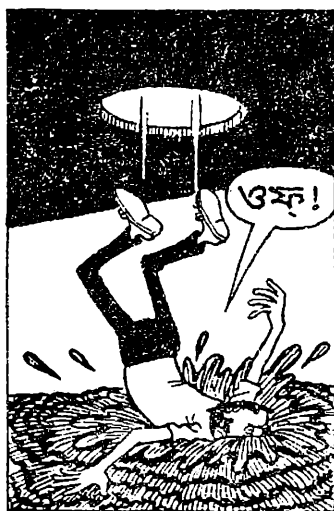
কুকুরটাকে ভাড়িয়েছি
বলে ধন্যবাদ দেবার
প্রয়োজন নেই কেবু
তার বদলে আমরা
কেকের বাক্সটা
নিব্বন!



চুই বাক্সটা নিসে এগিয়ে
যা, ফলে! আমি কেলেটার
পাতাল ওবেশের ব্যবস্থা
করে রাখছি!



আমার বাক্স নিসে
ফিরে আস...ই বুক!





নারায়ণ দেবনাথ







নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ



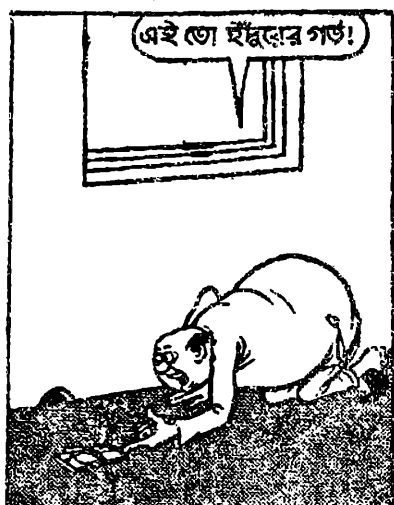




নটে আর ফন্টে

স্বপ্নাশ্রম দেবনাথ







নাট
আর
ফল

নারায়ণ দেবনাথ









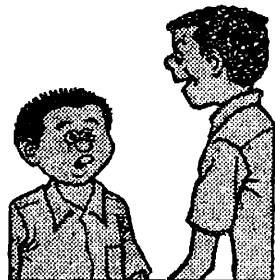






আমাদের
ছায়াবাজি
ওরা জেনে
ফেলেছে
কেলুটদা!

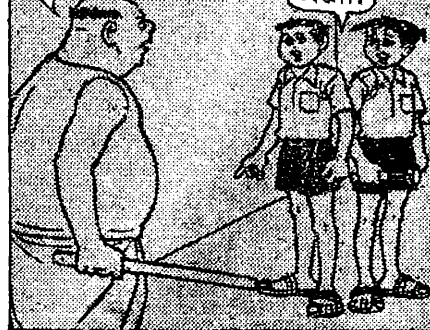
জ্বাকুক!
জেনে কি
করছে চল
দেখে আসি!



স্যারের মনে যে ধোঁড়ে ইঁদুরটা ঢুকিয়েছি
সেটা তাড়া করে স্যার আসছে ফুর্টে!

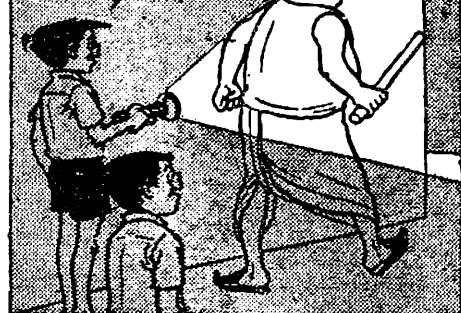
অ্যাঁই, তোরা এখানে কি
করছিস? একটা ইঁদুরকে
এদিকে আসতে দেখাচ্ছিস?

হ্যাঁ, স্যার!
অজ্ঞকারে কি
একটা ছুটে
এলো!



আমার হাত থেকে পালাবে কোথায়!

আমি আপনার
পেছনে টর্চ ধরছি,
স্যার!



হাঃ হাঃ! দ্যাক, গুটো!
ওরা আমাদের প্রাণ
নকল করছে!

চল,
ঈশাপিয়ে
গড়ে ওদের
ছায়াবাজি
চুরমার
করে ফেলি!



কিছুক্ষণের
জল্যে টর্চটা
নিবিজ্ঞে দি!



পা দিয়ে আচ্ছা করে
ধেঁবলে দেখুটা! জারে!
নরম লাগছে মনে হচ্ছে-
মরেচে! এটা আসল
মেরে!



এখন আবার
টর্চটা জ্বালাই!

স্যা-স্যার!

হিঃ হিঃ! এটা কিন্তু কার্ডবোর্ড কেটে ছায়াবাজি নয়-এ একেবারে
আসল কায়াবাজি!

গোছিরে!
ইয়কু!

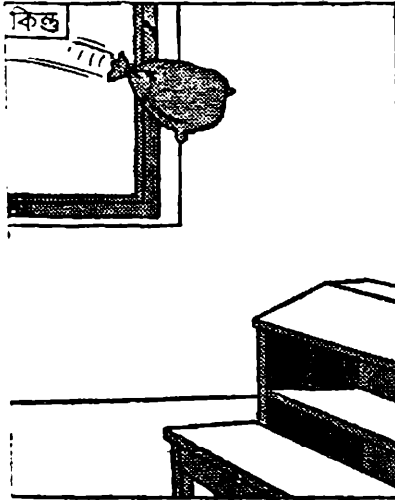


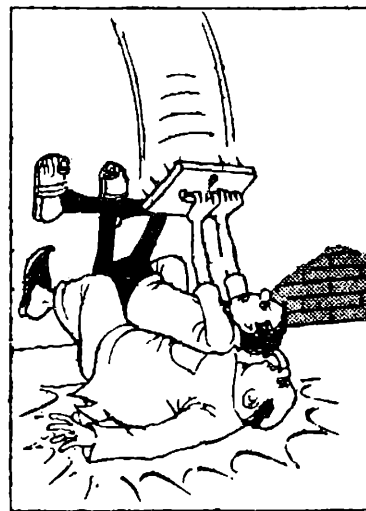
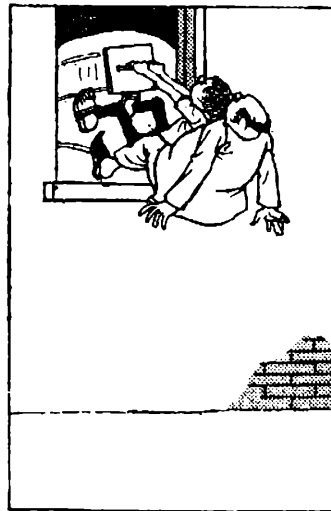
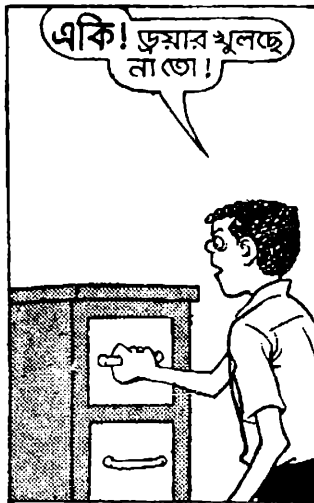


নটে আর ফটে



নারায়ণ দেবনাথ







নারায়ণ দেবনাথ



চল চুপচাপ ঘরে গিয়ে মাসিমার পাঠানো এই কড়াপাক সন্দেশের সদ্ব্যবহার করি।

দাঁড়িয়ে থাক! কেলেটা ঘোরাঙ্গুরি করছে!

ও দেখে ফেললে পুরো বাসায়টাই হাড়িয়ে নেবে। তাই ওকে আটকাবার একটা ফন্দি বের করেছি। তুই বাসায়টা আমাকে দে আমি চোর কুঠুরীতে নেমে মই দিয়ে উঠে মাঝে, অল্প আমার পেছনে কেলেটা চুকলেই তুই কুঠুরীর দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিবি।



একি ৭ মনে হচ্ছে ফটে সন্দেশের বাসায় নিয়ে চোর কুঠুরীতে চুকছে চুপচাপ আয়েস করে সন্দেশ জাদাবে বলে, আর নটেটা বোধ হয় ডেতরেই আছে!



ধ্যাত! ও চোর কুঠুরীর ওপরের ঢাকলা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে!



দরজা আটকে দিয়েছি ফটে!

আমিও এই দরজার ছিটকিনি আটকে দিলাম। কেলেটা এবার চোর কুঠুরীর ফাঁদে আটক! হিঃহিঃ!

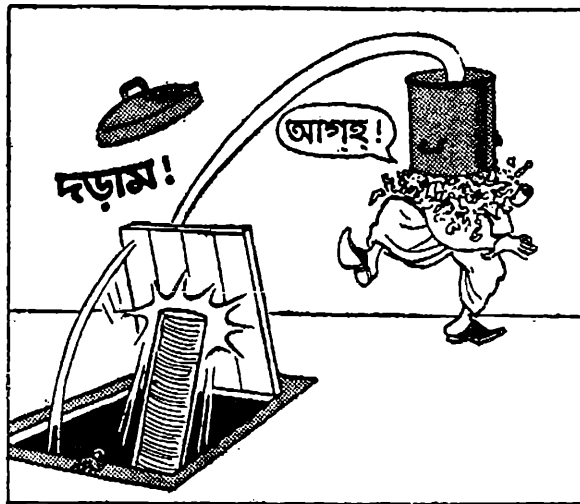


আরো নিশ্চিত হবার জন্যে এই জেঞ্জাল ভর্তি ভারী ডাস্টবিনটা দরজার ওপর বসিয়ে দি!

শীগগির আমাকে বেরোতে দে!



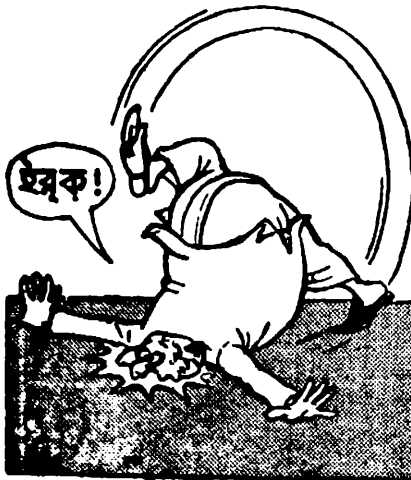
আমি একটা ছোট করাত সেয়েছি। ছিটকিনি সমেত আমি কেটে ফেলতে পারবো।





নারায়ণ দেবনাথ



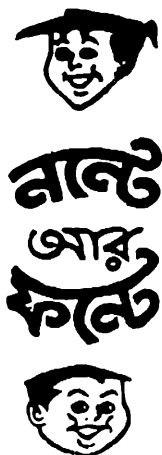




শ্রী রূপ দেবনাথ







নাটে
আর
ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ



আমরা! আজও ওরা বেশ
লাড়নায় জিনিষই এনেছে
মনে হচ্ছে। আগের মতো
এগুলোও আমার পেটেই
সেঁধবে!



আগের বার কেলো
জুতো খুলে নিঃশব্দে এসে
আমাদের টিফিনের খাবার
কেড়ে নিয়েছিলো!



আজ যাতে ও সেজাবে
আসতে না পারে সেই
ব্যবস্থা করছি!



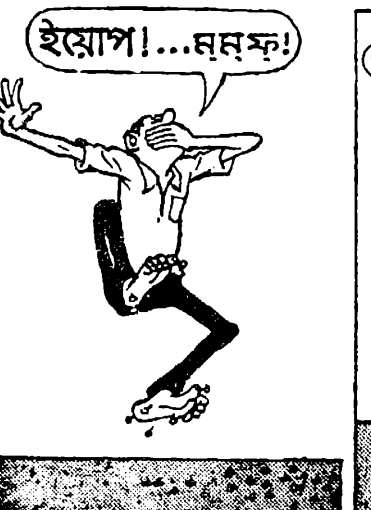
আগের বার ওরা বেশ ভালো
মিস্টি এনেছিলো! উলস!
এবারের জিনিষ না হাতালো
পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না!



আগের মতো চপ্পল খুলে
চুপি চুপি গিয়ে কেড়ে নেবো!
ওদের চমকে দিয়ে!



বেশ ঠাণ্ডা মাখাম
কাজে সারতে হবে!



ইয়োপ!...ম্...ম্!



টিন পেরেক! আমার চাঁচানি
আমি সামলে নিয়েছি তাই সবকিছু
ভুল হলে যায় নি!





নন্দামণি দেবনাথ





প্রদীপ ঘোষ



তুই আমাদের জন্যে সতর্কতা কিনে নিয়ে আস আর কেল্টো যাতে মাঝে পথে হামলা না করতে পারে আমি সেদিকে লক্ষ্য রাখছি।



মনে হচ্ছে নটে আর ফণে নিশ্চয় মিস্ট্রি কিনতে গেছে। আমি আমার নির্দিষ্ট স্থান লুকিয়ে থেকে ওদের মাল কেড়ে নেবো।



হিঃ হিঃ!
দারুণ করে হিস, ফণে!







নন্দীন্দ্র দেবতায়











নটে
আর
ফটে

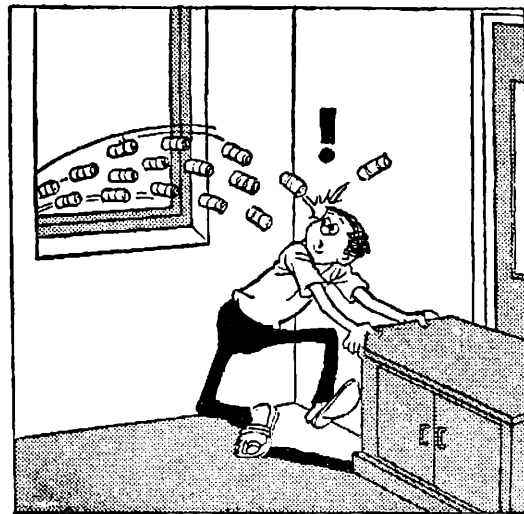
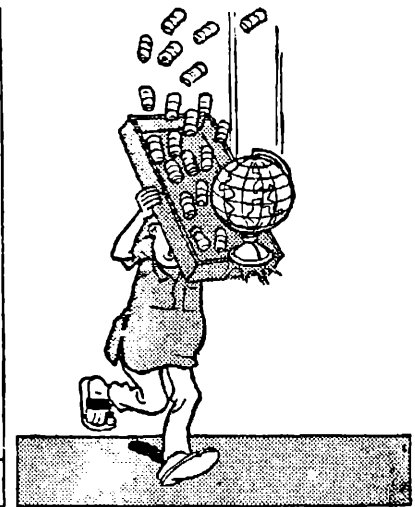
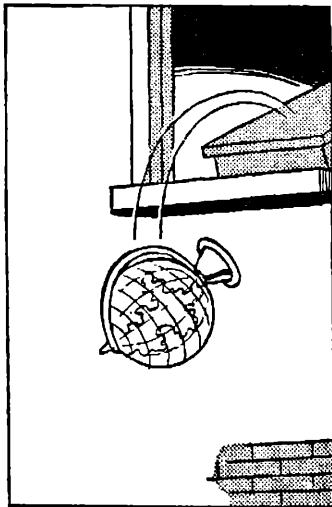
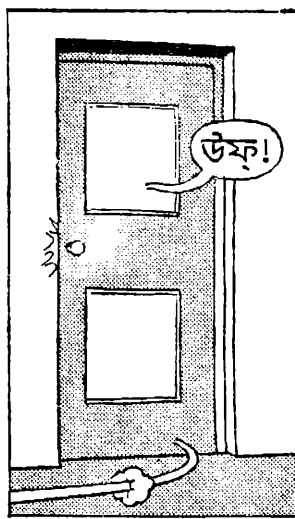


নারায়ণ দেবনাথ



?







নারায়ণ দেবনাথ



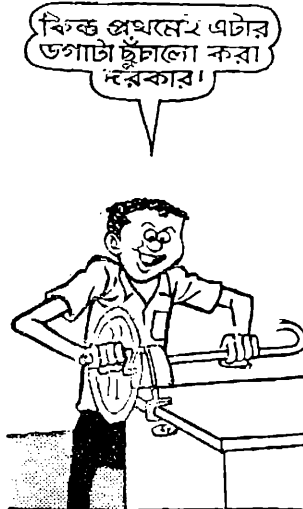


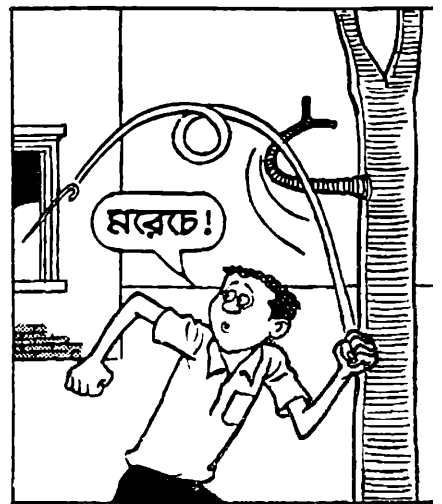


নাটে
আর
ফণ্টে



ব্যায়াম দেখাও







নটে
আর
ফটে



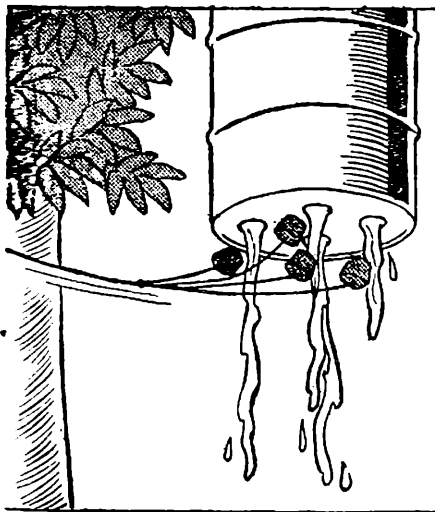
নরায়ণ দেবনাথ



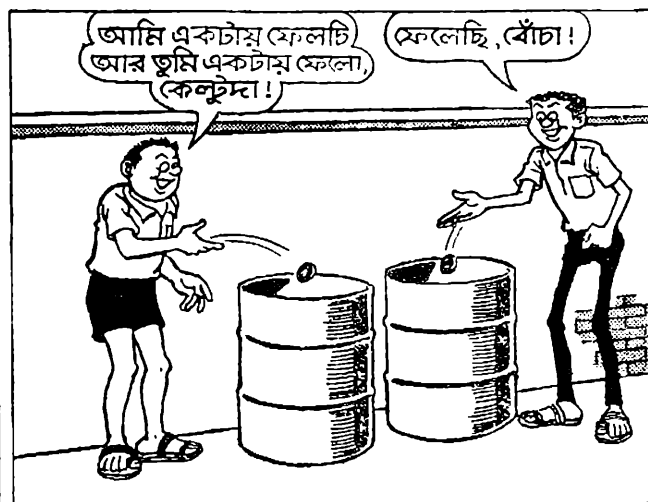




















নারায়ণ দেবনাথ







আর



নারায়ণ দেবনাথ



টি, ডি, ডি চকোলেটের নতুন একটা
বিজ্ঞাপনের ছবির জন্যে দু'জন
চালাক চতুর ছেলে দরকার।



কাছেই একটা স্কুল বোর্ডিং আছে।
সেখানে একবার খোঁজ করে
দেখলে হয়।



আচ্ছা, তোমাদের
সুপারিনটেন্ডেন্ট এখন
জেন্ডারে আছেন ?

হ্যাঁ, আছেন। সোজা
চলে যান।



তোমাদের নাম কি,
থোকা ?

ওর নাম নটে আর
আমার ফটে।



আমাদের ছবির জন্যে
এই ছেলেদুটি হলে মন্দ
হয়না।

আমারও তাই মনে
হয়। দেখি ওরা কি
বলে!



টি, ডি, ডি বিজ্ঞাপনের জন্যে
একটা ছবিতে তোমরা
কাজ করবে ?

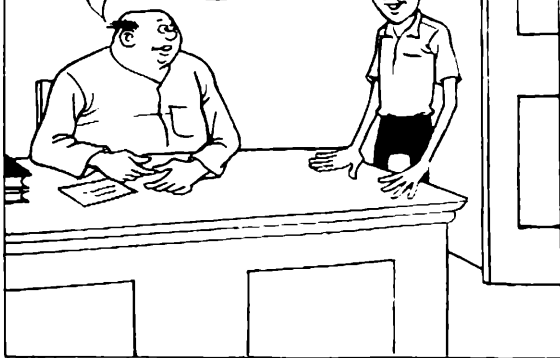
হ্যাঁ, করবো। কিন্তু
স্বার অস্বমতি
দিলে তবে।



কিন্তু দুদিন পরেই

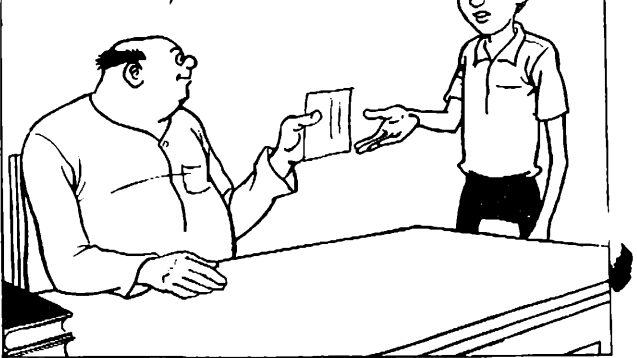
কেলু! যে! এজ গুছিস?
জলে ভোদের বাড়ির কোন
ক্ষতি হয়নি তো?

না,স্যার! আমাদের
ওদিকটায় কোন জল
ঢোকেনি!



তুই ভোর ঘরে যাওয়ার
সময় নলটে আর ফলটেকে
এই চিঠিটা দিয়ে দিস।

কিসের চিঠি, স্যার!
ওদেরও নতুন ব্যাপার
নাকি?



না, একটা চকোলেট কোম্পানী টি.ভি.তে
বিজ্ঞাপন দেবার জন্যে একটা ফিল্ম তুলছে,
তাতে ওরা দুজনে কাজ করছে! তাই
ওদের যাবার জন্যে লিখেছে!

আচ্ছা দিয়ে
দেলো, স্যার!



দ্যাখ, বোঁচা! দুদিন আমরা এখানে
নেই, তাতেই ওরা টি.ভি.তে অ্যাক্টিংএর
চান্স পেয়ে গেলো!

বলো কি
কেলুদা!
টি.ভি.তে
অ্যাক্টিং!



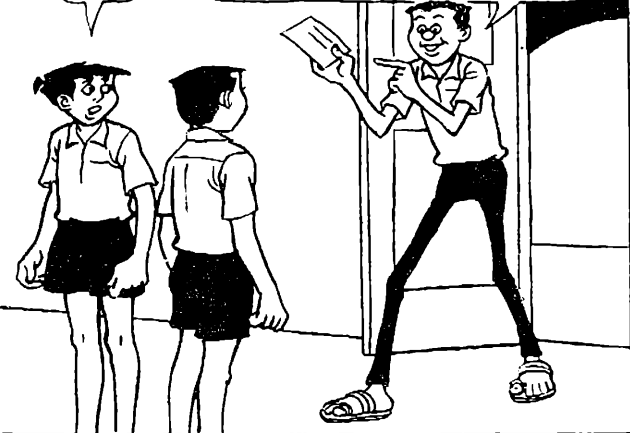
জেনে রাখ, বোঁচা! অ্যাক্টিং
ওরা করবে না করবে!
আমরা, আমি আর তুই!

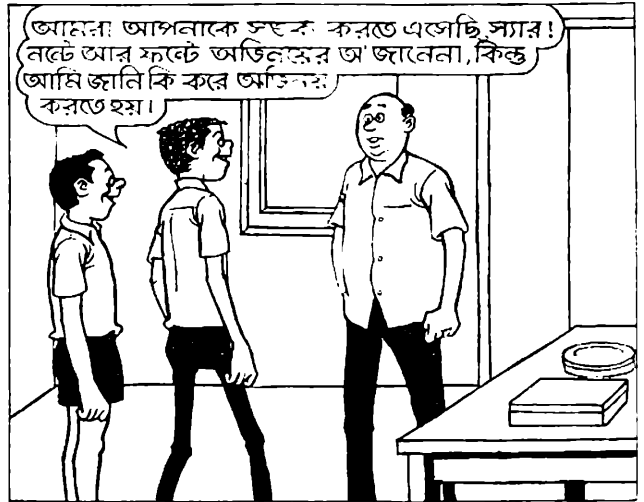
দারুণ, কেলুদা!
দারুণ!



মরেচে! কেলুদা!
যে!

হ্যাঁ, আমি! এখানে ভোদের আর যেতে
হবে না। যাচ্ছি আমি। হেঃ হেঃ!

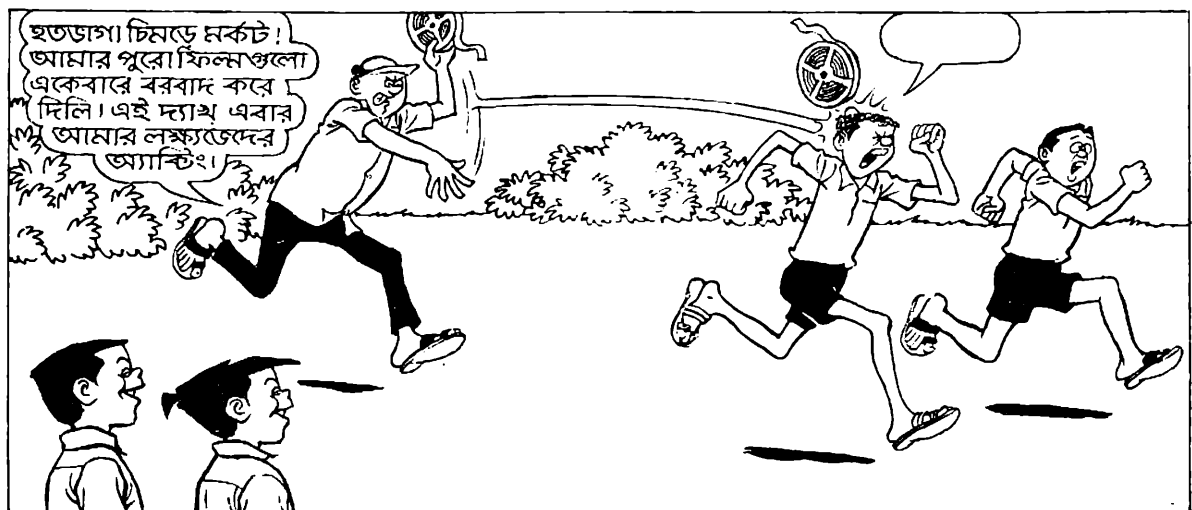














নটে
আর
ফটে



নারায়ণ দেবনাথ

পূজোর ছুটির কয়েকদিন আগে

ডিকো দীওয়ানে আছা...



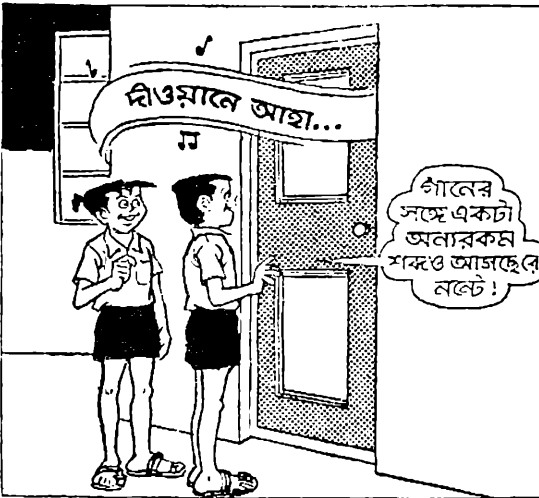
কোথায়
বাজছে
বলতো?



কেলোর ঘরে
বাজছে বলে মনে
হচ্ছে মেন!

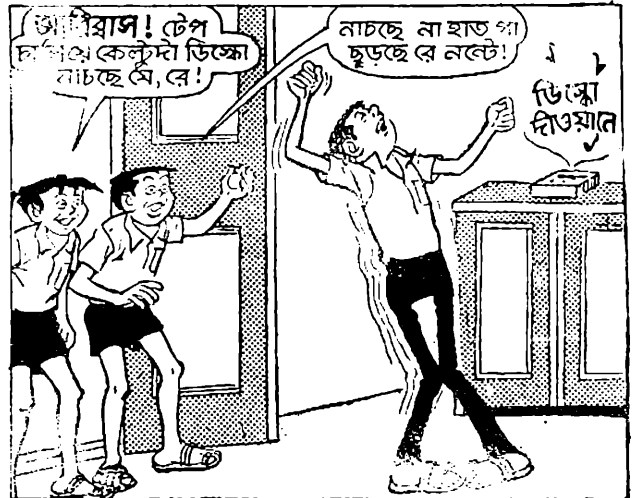
আছা...আছা...

সেই রকমই তো
মনে হচ্ছে রে! চুন তো
গিয়ে দেখি।



দীওয়ানে আছা...

গানের
সঙ্গে একটা
অন্যরকম
শব্দও আজছে রে
নটে!



জাম্বিয়াস! টেপ
চলিয়ে কেলুদা ডিকো
নাটছে যে, রে!

নাটছে না হাত পা
ছুড়ছে রে নটে!

ডিকো
দীওয়ানে



কে র্যা! কানের কাছে ড্যাঞ্জের ড্যাঞ্জের
করে আমার মন: সংযোগ ছিন্ন করে
দিচ্ছিস!

এই যে আমরা, কেলুদা!
গান শুনে এসে দেখি
তুমি হাত পা ছুড়ছো!



কি বললি! আমি হাত পা ছুড়ছি? ওরে মুন্সুরা
তোরা নৃত্যকলার কি বুঝিস? এ নাচে যতো শরীর
স্বাভাবিকত উৎকর্ষতা বাড়বে। ডালনা করে
দ্যাখ।







সেদিন রাতে

তার কোন আশা
নেই। এখন আমাকে
জান দিয়েই মান
বাঁচাতে হবে।

বৎস! আগ্রহনৈর
কথা চিন্তা করাও
পাপ!

ক্রে-কে কথা
বললো?

আমি বলেছি, বৎস।

তু-তুমি-আ-
আপনি কে? কি
করে কোথেকে
এই রাতে এখানে
এলেন?

আমার পরিচয় জেনে
কি হবে বৎস। আমি এই
জানালার কাছ দিয়েই
যাচ্ছিলাম, তোমার কাজের
হতাশার্যুৎক কথাই
আমাকে এখানে টেনে
আনলো।

কিন্তু আপনি ঘরের
মধ্যে এলেন কোন পথে?

এ জানালা পথে, বৎস।

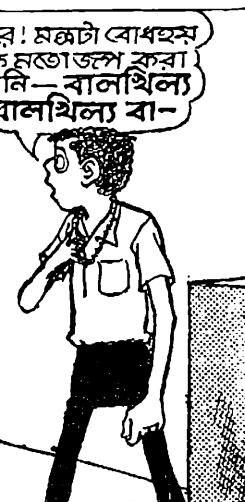
ঠিক আছে, তোমার কৌতুহল নিবৃত্ত করছি।
শোন, বৎস। আমি সেই প্রাচীন বালখিল্য মুনিজ্ঞেই
একজন। অমোক্ষন হলে আমরা সুস্বপ্ন দেখে যে
কোন জ্ঞান দিয়ে যেখানে ইচ্ছা প্রবেশ করতে
পারি। এবার বলতো বৎস, কেন তুমি আমার
কথা বলছিলেন?

বলছি। তার আগে আমার
প্রণাম গ্রহণ করুন প্রভু!

আরে, আরে! একি
করো বৎস? দীর্ঘ
জীবন লাভ করো।





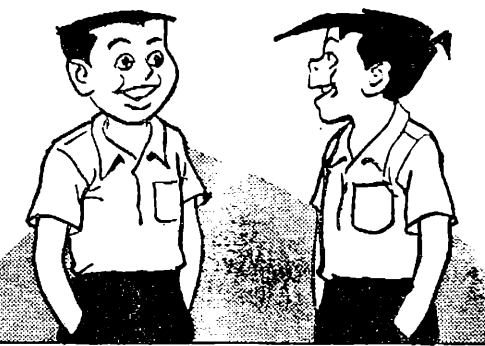




নারায়ণ দেবনাথ

কদিন থেকে কেল্টার আর
বোল চাল শোনা যাচ্ছে
না। কি ব্যাপার বলতো?

কেল্ট নাকি
এখন মর থেকে
বেরোচ্ছে না।











খিচনিও হবার কারণ নেই। আজ রাতেই আপনাকে সঙ্গে নিয়ে মারণ উচাটন করে ছুত এবং তার যদি কোন পুত থেকে থাকে সবাইকে বাড়ি ছাড়া করবো।

আমাকে নিয়ে কেন?
আমাকেও থাকতে হবে
নাকি?

অবিশ্যি! আপনার বাড়ির ভুত বা অস-
প্রভ বিতাড়নের সময় আপনাকে
আমার কাছে থাকতে হবে।

সেদিন রাতে

চলুন, কোথায়
বসা যায় ভালো
করে দেখে টেখে
নি।

বাড়ির মালিকের সঙ্গে কেহুনা
ঐ বাড়িতে ঢুকলো, নল্টে আর
ফল্টে!

চল, ফল্টে! কেলেটা
কত জেনারদার ওন্মা
এবার সেটা বোঝা
যাবে।

ওদিকে

এবার আমি আমার কাজে শুরু করবো।
আপনি বেশ সজাগ আর শক্ত থাকবেন
কারণ বাড়ির মালিক হিসেবে ওনারের
বাগটা আপনার ওপরই বেশী হবে
কিনা।

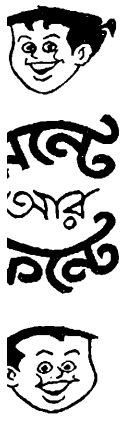
চক!
চক!

কাজের সময় কে
আবার জ্বালতে এলো!

আপনার বাড়ি
থেকে বোধহয়
দুরত্ব বন্ধ নেই
জানালার
তোকা দিচ্ছে

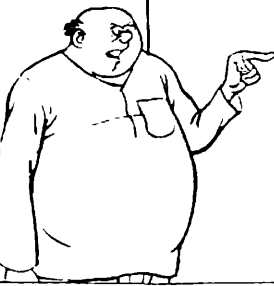






রায়ণ দেবনাথ

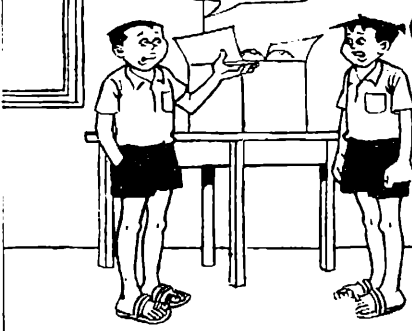
আমি আমার ঘরের
জানোলা দিয়ে দেখছি, নটে
আর ফটে বেশ বড়সড়
একটা খাবারের বাক্স নিয়ে
চুপি চুপি চুকছে! আমি
চাই ওটা তুই বাজেয়াপ্ত
কর, কেলু!



হ্যাঁ- নিশ্চয়ই
স্যার!



নরটে! এবার কেলু জানতে পারে গেছে যে
আমাদের কাছে খাবার আছে. আর মতক্ষণ না
থুঁজে পারে ততক্ষণ ছাড়বে না! তাই আড়াই
ক্ষীরের থালাটা অন্য জায়গায় সরিয়ে
ফ্যাল, নটে!

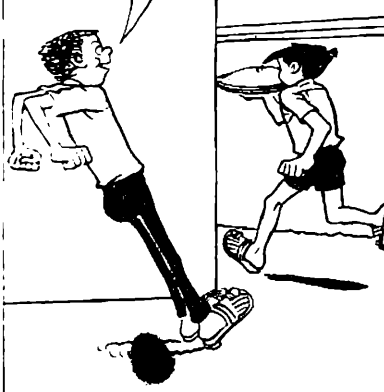


ঠিক
বলেছি,
ফটে!

বড় এক বাক্স চুপি খাবার!
বাজেয়াপ্ত করার আর তর
সইচ্ছে না! দারুণ ডালো
জালো জিনিস এওয়া
যাবে!



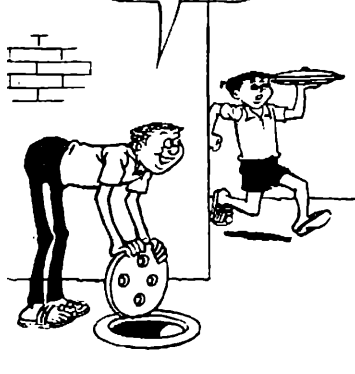
আরব্রাস! নটে একটা বিরাট
থালায় করে কি যেন নিয়ে যাচ্ছে!



আমি এটাও কেড়ে
নেবো! হেঃ হেঃ! মত
খাবার ততো জানন্দ!



হিঃ হিঃ! নটে এই কুমলা ফেলার
গত দিয়ে গলে যাবে, কিন্তু থালাটা
বেশ বড়, ওটা আমার কন্ডায়
চলে আসবে!



আমি অস্বাক হচ্ছি এর মধ্যে
কেলু কি ওদের খাবার দাবার
থুঁজে পান্না নি?

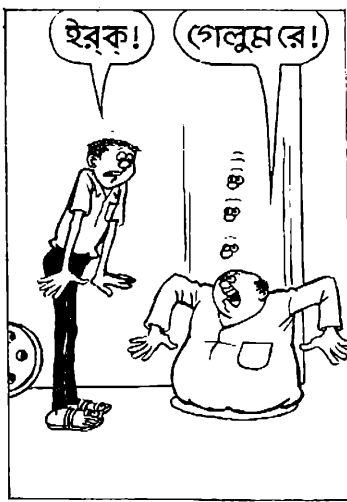


ইবক! এয়ে স্যার!
উনি ক্ষীরের থালা
নিশ্চয় দেখেন নি!

কেলু কোথায়?



উফ!
ঠিক সময়ে
এখানে এসে
লুকিয়েছি!

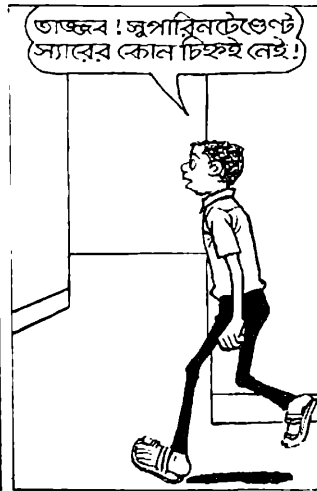


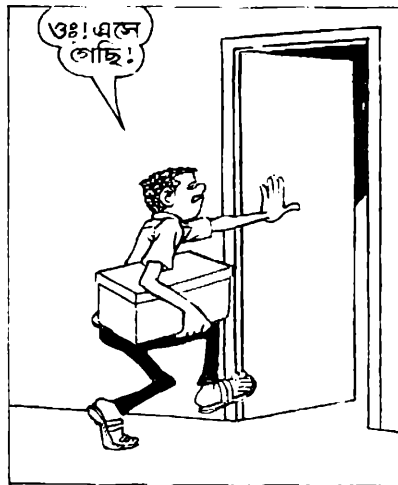
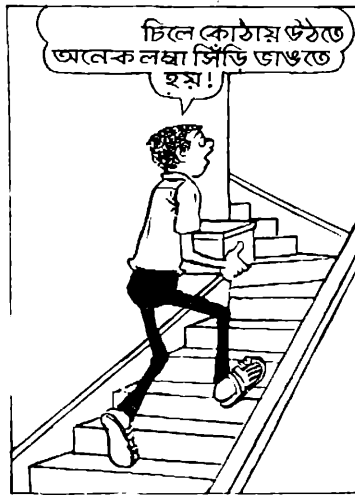


আর



নারায়ণ দেবনাথ

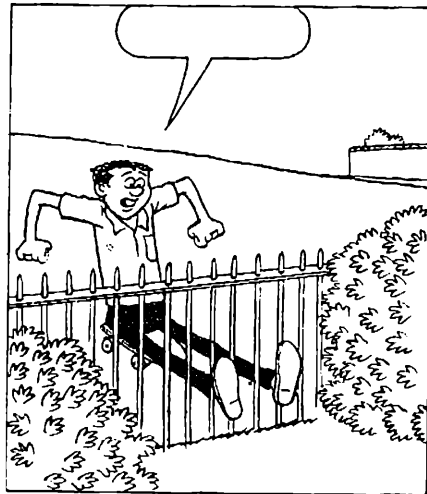
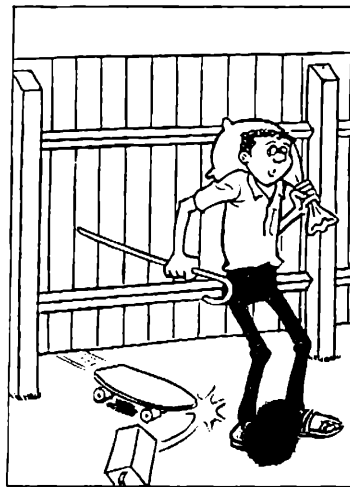






নারায়ণ দেবনাথ





আজকের দিনটাই আমার
খারাপ। প্রথমে কেল্টা খাবার হাতিয়ে
নিলো, আর এখন ফেট-
বোর্ডটা ছুটে বেরিয়ে
গেলো!

এই বেড়ার পেছনে
বসে নিশ্চিন্তে
এগুলো সঁচাবো!

এই পেটলের চিনটাকে
আমি বসার জন্য ব্যবহার
করতে পারি।

ভাড়াহুড়ো করে খাবার দরকার নেই, ফটে! কারণ
কেল্টার পা বেড়ার রেলিংএর ফাঁকে সঁটে গেছে। কেটে
বের না করার আগে আর নড়তে পারবে না!

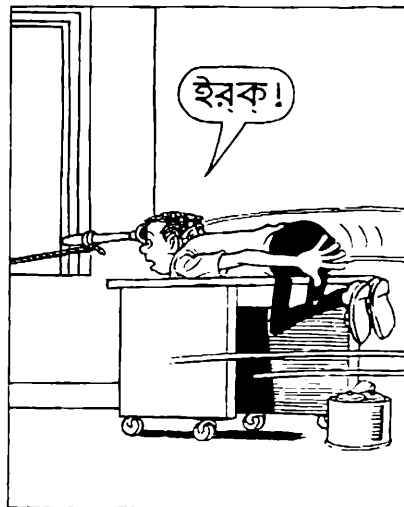
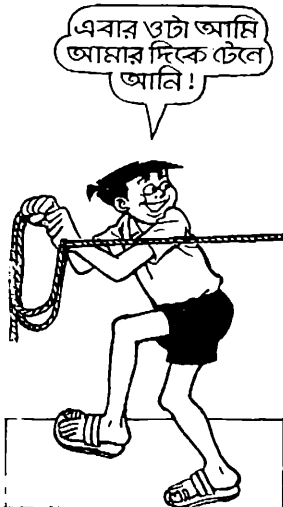
গরুর! এখান
থেকে ছাড়া পাই
তারপর তোদের কি
রকম লাভা দিই
হেথাবি!

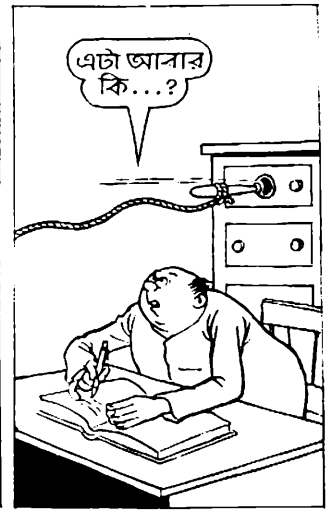


বল ফল



নারায়ণ দেবনাথ







নাটে ফাটে



কালেকশন

ব্যাটা তস্কর! এবার তুমি হবু ব্ল্যাক বেন্টারের পাল্লায় পড়েছো—

- ই - আ - আহ্ !

ওফ্!

খ্যাপ!

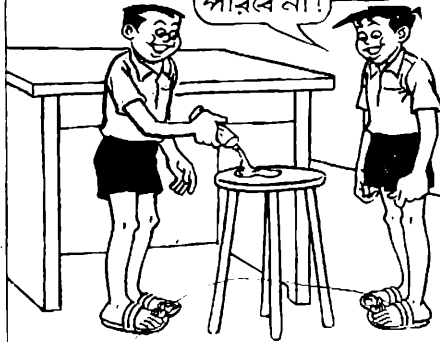




নারায়ণ দেবনাথ

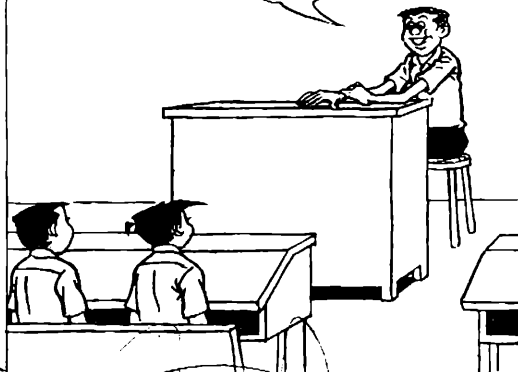
এই জোরালো শিরিষের আঠা আমাদের
খাবার চুরি থেকে আটকে রাখবে।

হিঃ হিঃ! ওফুল ছেড়ে উঠতেই
পারবে না!



সুতরাং

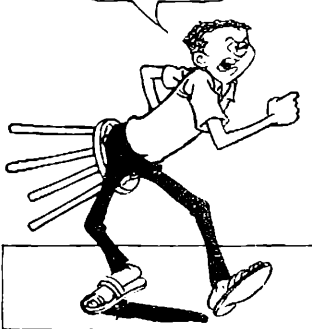
জ্যার ভোদের ক্লাসটা আমাদের কাছে
বলেছিলেন। ব্যস এবার টিফিনের
সময় হয়েছে, এবার সব বাচ্চের
হাও।



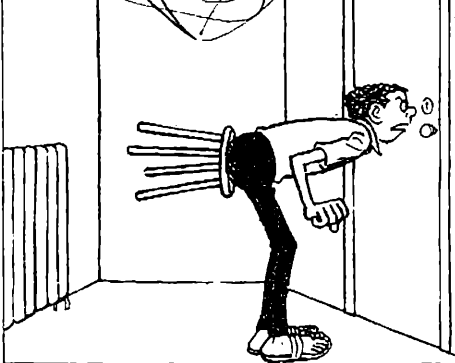
এইবার দেখবো কোথায় কি
সুখান্য লুক্কায়িত রয়েছে। গেলে
টিফিনটা ইরক! আমি ফুলের
সঙ্গে লেটে গেছি।



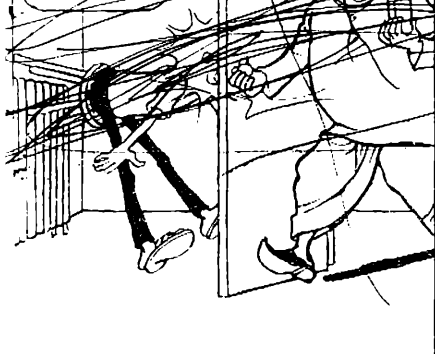
বাহ! কেউ আমাকে এই
জনস্কার দেখে ফেলার আগেই
দ্যাবের ঘর থেকে আঠা
তোলার জিনিস খানিকটা
নিষে আসি!



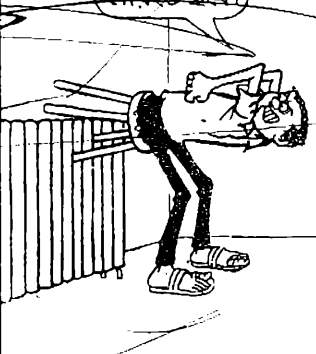
প্রথমে নিশ্চিত হয়ে নি
মে, স্যান ভিতরে আছে
কি নেই।



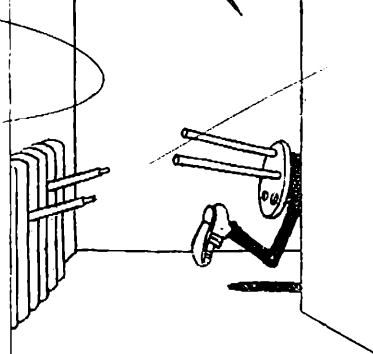
বোতলে কালি
নেই সাত স্টার
গেবে একটা
নতুন বোতল
নিষে আসি!

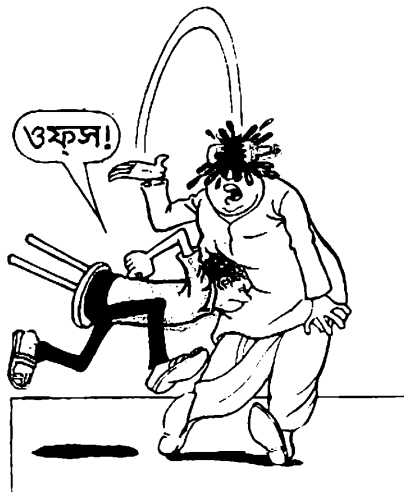


ধ্যাৎ! এবার আবার পায়
রিডিয়েটরের খাজে ঝুঁজে
গেলো! নিজেই মুক্ত করতে
আমাকে ছাড়ে ট্যাচকা টান
মারতে হবে।



মুক্ত হয়েছে!
ইয়াহু!

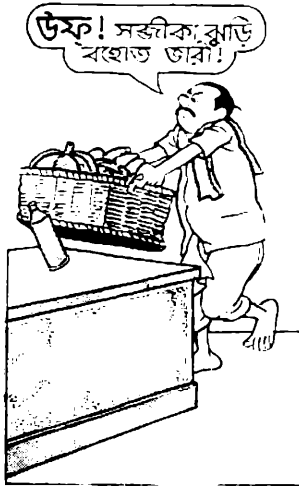






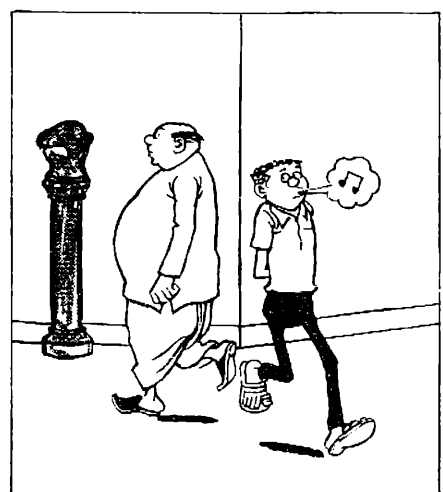
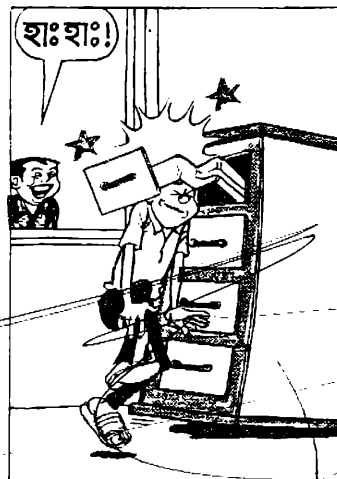
নারায়ণ দেবনাথ

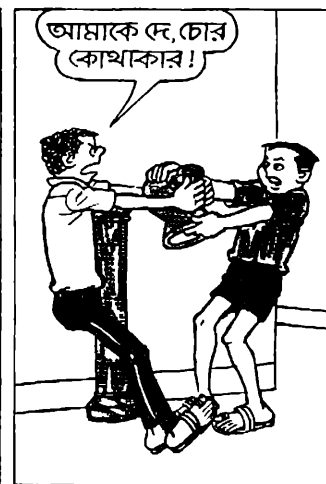
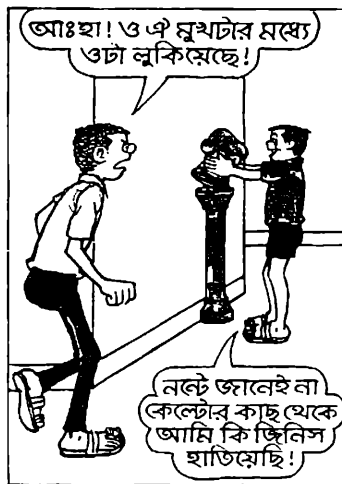






নারায়ণ দেবনাথ







নারায়ণ দেবনাথ

এই এক বাক্য ক্রীম কেক কেল্টোর
নজরে এড়িয়ে এখন কোথায়
রাখা যায় বলতো ফটে?



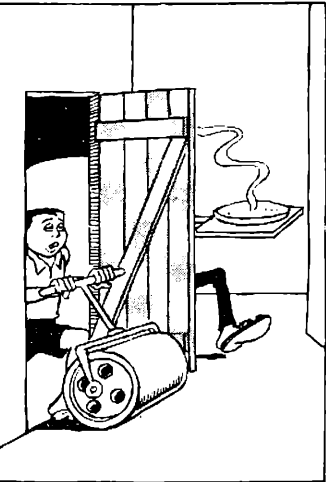
স্যার বলেছে আধঘণ্টার মধ্যে ওর
ঘরের সামনের উঁচু নিচু জায়গাটা
রোলার দিয়ে সমান করে দিতে।
তুই এখন কোন জায়গায় লুকিয়ে
রাখ।



পায়েসটা সাংঘাতিক গরম।
ঠাণ্ডা হওয়ার জন্যে
আমি এটা জানালার
কাছে রেখে দি।



অ্যাঁই! (হেঃ হেঃ!)
আমার বিশেষ
নক্সায় তেরি খাবার
হাতানোর এই হাতাটা
বেশ কাজ
দিয়েছে!



গেছি রে!

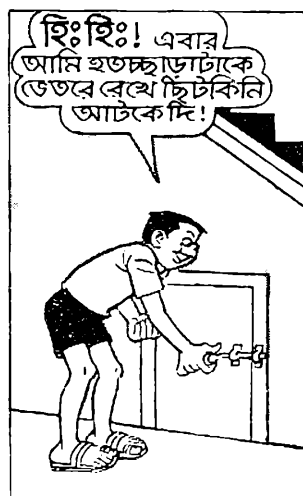
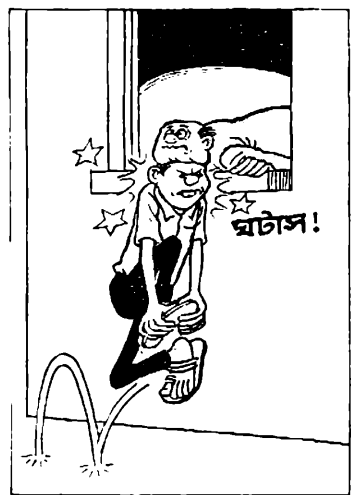


এই রিপোর্টগুলি
আমাকে মনযোগ
দিয়ে দেখতে
হবে



ফ্যাটাৎ!





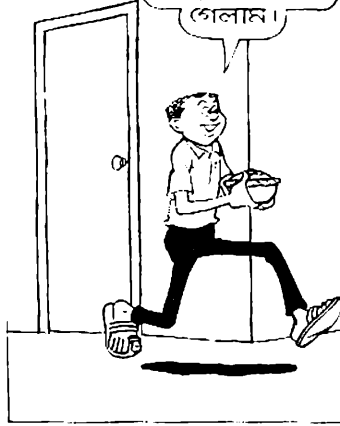


নারায়ণ দেবনাথ

আমার এই ফ্রি-ক থেকে আমি
একটা খাব পিঠে নিয়ে যাগে
খাই এই কারণে যে ফ্রি
শেলে খাওয়া খাবে!



অন্যটা আমি পরের
বারের জন্যে রেখে
গেলাম।



কেলু!

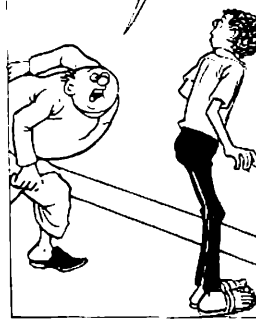
মরেচে! জ্বরের
গলা বলে মনে
হচ্ছে!



ফ্রি-পিঠে আমি হাতে
করে নিয়ে যাচ্ছি এটা ওকে
দেখতে দেবোনা! এটাকে
আমি এপাশে রেখে দি।



আমার পিছনে ফ্রি ব্যাথা
ধরেছে তাই সোজা হাতে
পারছি না রে, কেলু!



উফস! বইগুলি কি ভারী! এখানে যে
একটা কাপোর্ড আছে তাতে কয়েক
মিনিটের জন্যে বোকাটা একটু রাখি।
লকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে জ্বর
আমাকে বইগুলি বেড়ে মুছে রাখতে
বলেছে।



আমি আজ আর কোন ক্লশ
নিতে পারবোনা, তাই...

আঃ! কি সস্তি!

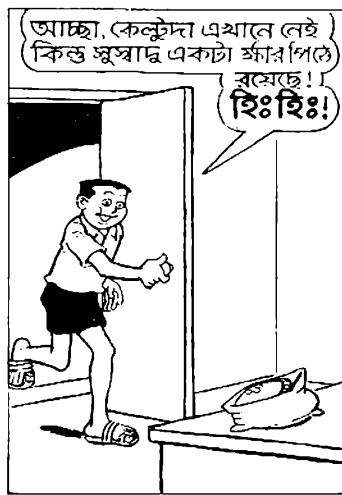
আগ্হ!



কি সাংঘাতিক! ফ্রি-কটা নির্মাতা বোর্ডিং স্কুলে
লুকিয়ে বাইরের খাবার আমদানি করছে!

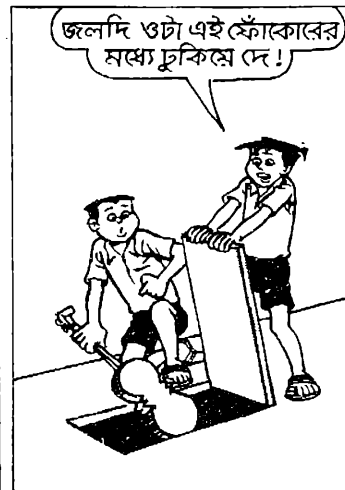
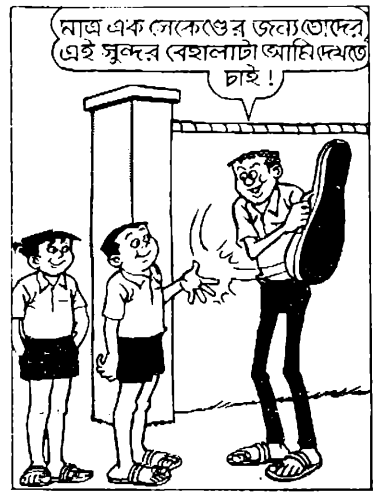


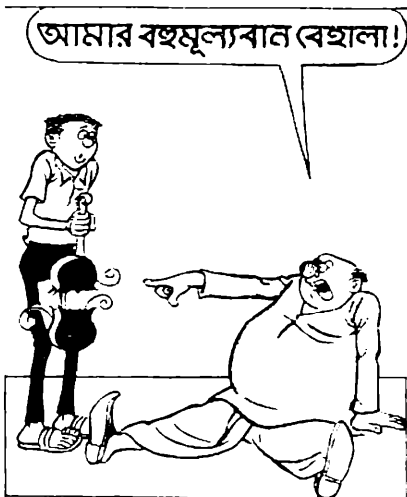
উরফ! এটা আমার
দোষে হয়নি।





নারায়ণ দেবনাথ

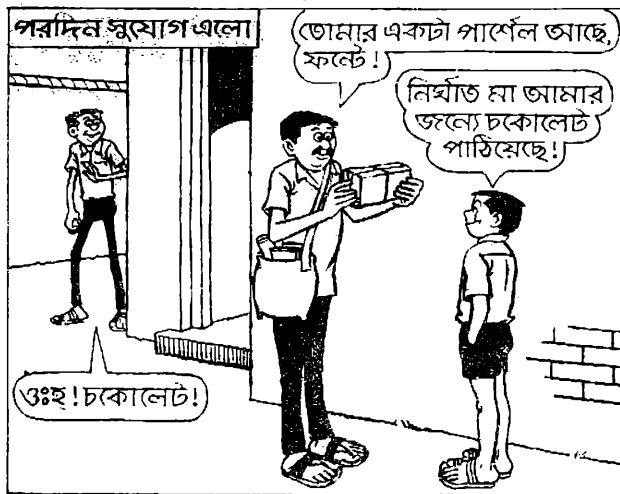




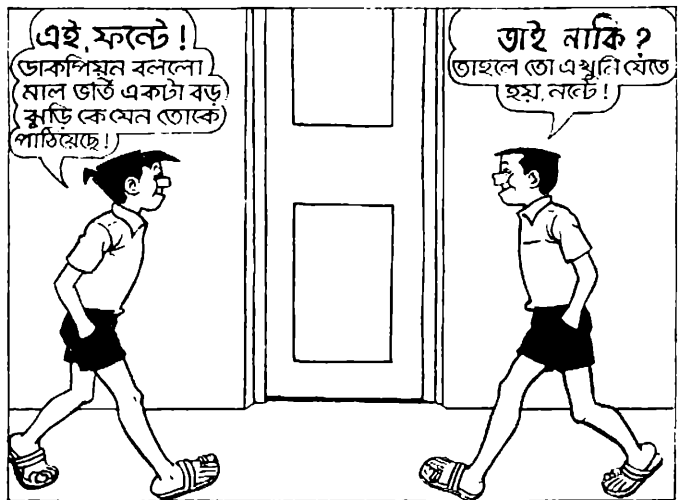


নরায়ণ দেবনাথ





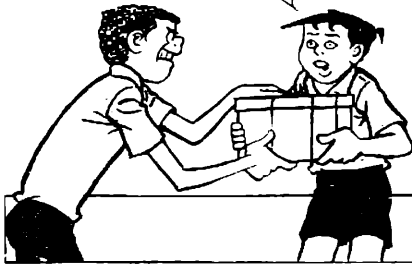






তাকে কেকের বাস্ক দিঁতে এসেছিলো দিয়ে
গাছে। এবার তুমি ওটা আমার কাছে দে,
না হলে তোরা এইসব আজো বাজে জিনিস
বন্ড বেশী খেয়ে ফেলিস!

এটা তুমি করতে পারো
না, কেলুটুদা!

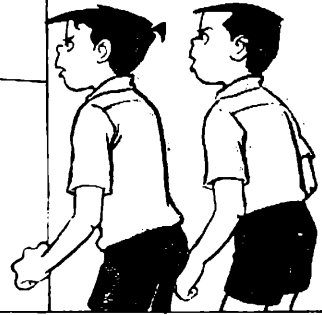


স্যার আমার ঘরে আমার
জন্মে অপেক্ষা করছেন,
তাই এই কেকটা আমি
এখানে লুকিয়ে রাখি!

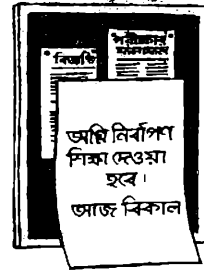


ইতুচ্ছাড়া পাড়ি!
ওটা চাবি দেওয়া থাকে
জোর করে খুলতে গেলে
হাশ্টা বেজে উঠবে!

কেলুটুদা ওটা টেফির
আলমারিতে লুকিয়ে
রাখলো রে, নল্টে!



আমরা অগ্নি নির্বাপন শিক্ষার জন্য নকল সফ্রেত
দেওয়া শুরু করবো, ফল্টে। আর তারপর যখন
সবাই বেরিয়ে পড়বে সেই ভালে আমরা জোর
করে আলমারিটা খুলবো!

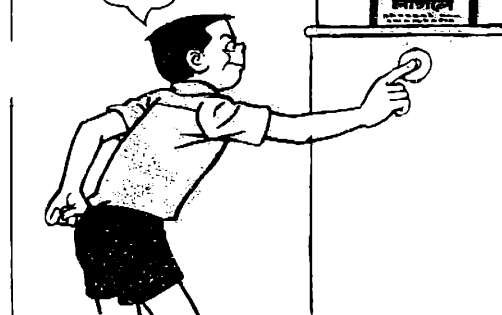


হঃ! এতে আমি যাচ্ছি না!
এর চেয়েও ভালো কাজ আমার
করার আছে - উদাহরণ স্বরূপ
নল্টের কেকটা
চেষ্টা দেখা!

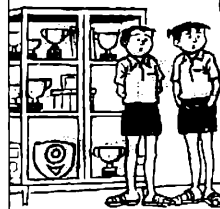


পরিকল্পনা মতো

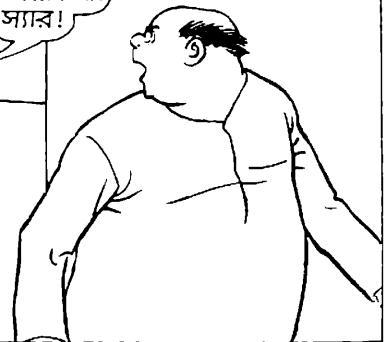
সফ্রেত দিয়ে দিয়েছি!
এবার দৌড়ে গিয়ে নল্টেকে
আলমারি খুলতে সাহায্য
করি!



নল্টে আর ফল্টে! তোরা আগুন লাগার সফ্রেত ধ্বনি
শুনেছিস, এবার সিঁরাপ পাম্প নে তারপর বাইরে এসে
আমাদের অন্য সবাইয়ের কাছে কোথায় কি তার রিপোর্ট
কর!



অহ-ইয়ে! ইঁয়া
স্যার!



পুরো প্ল্যানটাই গুলেটে হয়ে গেলে
মাইরি, নটে!

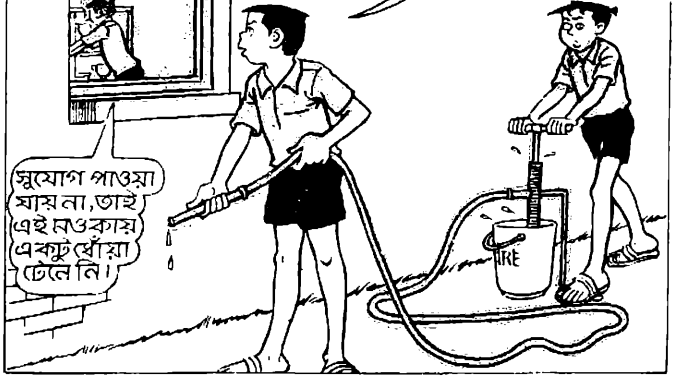


টফি ঘরের জানালার
কাছে এসে



সুযোগ পাওয়া
যায় না, তাই
এই নওকায়
একটু ধোয়া
টেনে নি।

অ্যাঁই, দ্যাথ! আলমারি কাছে কেল্টো!
জলেদি জিটরাপ পাম্প ঢালাতে শুরু
কর, নটে!



ওপ্‌স! দুঃখিত, কেল্টো!
তোমার মুখের কাছ থেকে
ধোঁয়া বেরোতে দেখে জবলাম
ওখানেই আগুন-কিন্তু
তুমি যে আজকাল ইয়ে
টানছো তা তো জানা
ছিলো না!



তাড়াতাড়ি কর, ফটে!

কিছু পরে

গরম! চাবিটা নেই!
আমাকে এখানে
লুকোবার অভ্যুহাটে
সুযোগ বুঝে পকেট
থেকে তুলে
নিষেছে!



বাঃ! কেকের বাক্সটা এখানে ওখানেই
রয়েছে! আমি জোর করে আলমারিটা
খুলবো এবং... অ্যাঁই মরেচে! ঘন্টিটা
বন্ধ করতে হবে!



উফ! কেউ আমাকে
দেখেনি! আমি আমার
ঘরে কেকটা লুকিয়ে
রাখি।



এই যে, কেলুট! কেউ জোর করে
টফির আলমারি খুলেছে, শিগগির
এসে দেখ কিছু খোয়া গিয়েছে
কিনা!



হ্যাঁ, স্যার! এখুনি
মাচ্ছি!

সবই ঠিকঠাক আছে, স্যার! এটা নির্ঘাত
সার্চ সাকিটের জন্যে হয়েছে!



হেঃ হেঃ!
শুধু
কেকের
বাক্সটা
নেই!

তাই হবে! তাহলে তুই
মা, কেলুট!

পরে কেলুটো যখন ঘরে গিয়ে নিজের খাবার রাখার
আলমারি খুললো।

ওঃ হো হো! একেকের
বাক্সে ইঁদুর ছিলো আর
সেগুলি বেরিয়ে আমার
অন্য খাবার একেবারে
সাবাড করে দিয়েছে!



হুগুচ্ছাডা ফেল্টার রাখাখানা
ইঁদুর বাঁহিলো খানা দিয়ে
এতক্ষণে বোধহয় খতম
করে ফেলেছে!

সবাই আয়! আমার
বাড়িতে তৈরি কেক
সবাই খাবি।





নারায়ণ দেবনাথ



কেল্ট আমাদের সব খাবার কেড়ে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে, ফলে! কি করে ওগুলো আবার উদ্ধার করা যায় বলতো?



সর্বজ খুঁজেছি কোথাও পাই নি। ও নিম্নাভ লুকোবার নতুন কোন জায়গা পেয়েছে।



আমরা এই জ্যাম রোলার বাক্সের মধ্যে এই মাংস সমেত ছাউটি রেখে শুরু করবো।



জ্যাঃহা! লুকিয়ে জ্যাম রোল মারে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা এং, নলেট? ওটা হাত বদল কর!



টাপ গিলেছে ফলেট! প্যাকেটটা লুকোবার জন্যে মিসে গেছে!

খাসা!



উপাদেয় অন্য একটা খান্দ্য লুকোন গেলাম! শিগগিরই আমি একটা জব্বর ফিস্ট করতে যাচ্ছি!

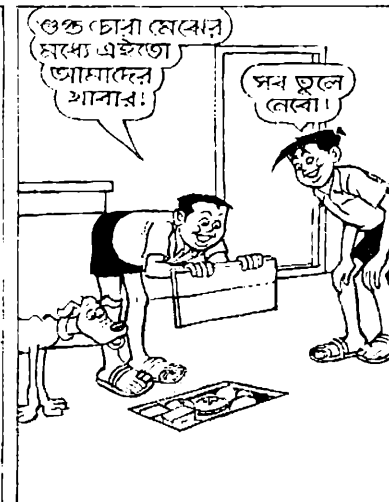
হেঃহেঃ!



ডেকু হাডের খোঁজে ভেঙে আছে, নলেট! যখন ও শোকাউকি বন্ধ করবে তখন আমরা ওর লুকোনো জায়গা খুঁজে পাবো।

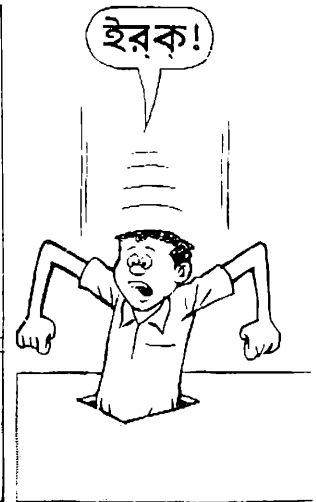
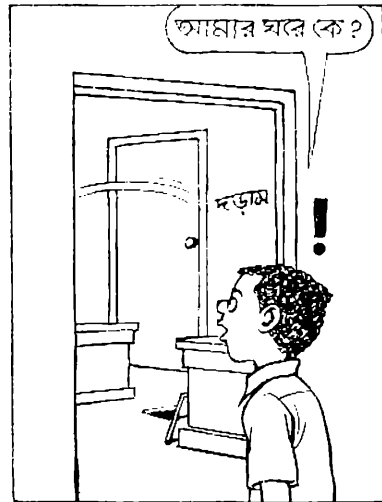
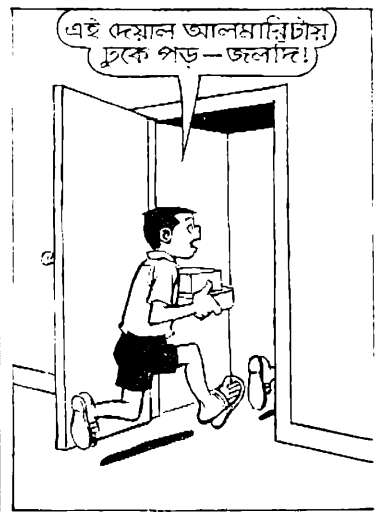
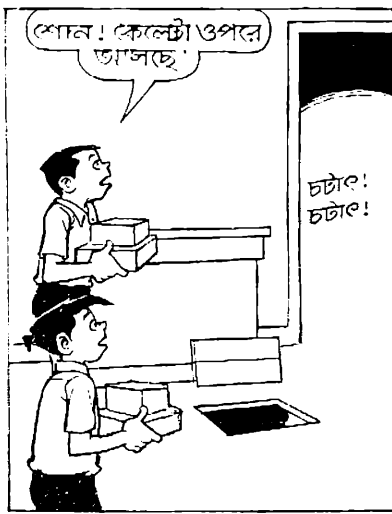


জ্যাঃহা! কেল্টো এই কাউের মেঝের মধ্যে খাবার লুকিয়ে রেখেছে!



ওস্ত চোরা মেঝের মধ্যে এইতো আমাদের খাবার!

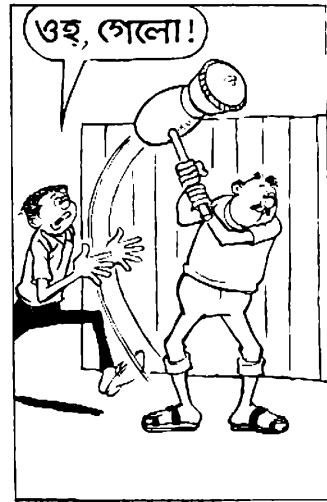
সব চলে নেলো!





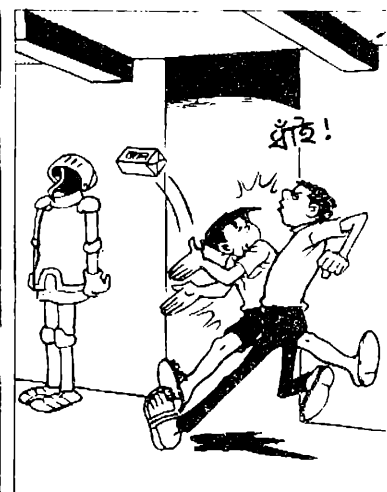
নারায়ণ দেবনাথ







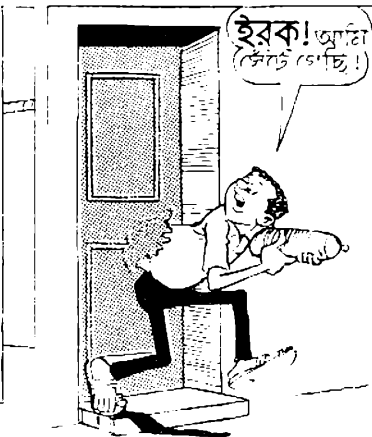
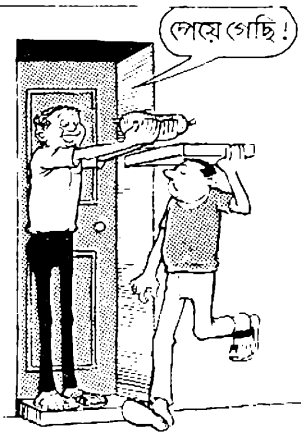
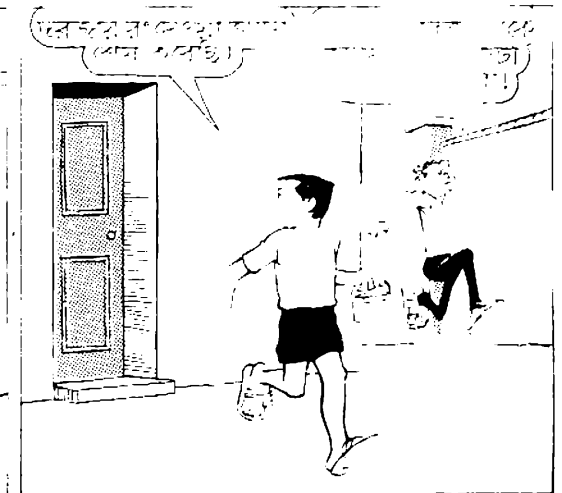
নারায়ণ দেবনাথ

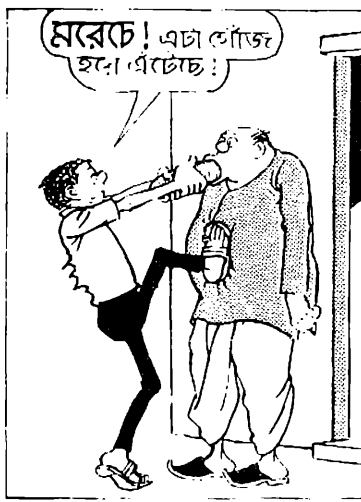




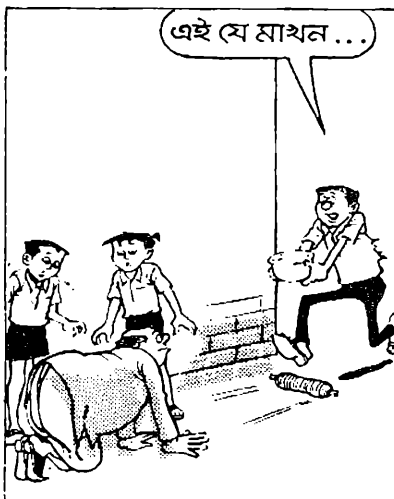


স্বরাঙ্গ দেবনাথ





সসেজটার দানপাশে মাথাবার ডালো কিছু মাখন আনতে আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি। ওটা হড়কে বের করতে এটা সাহায্য করবে!





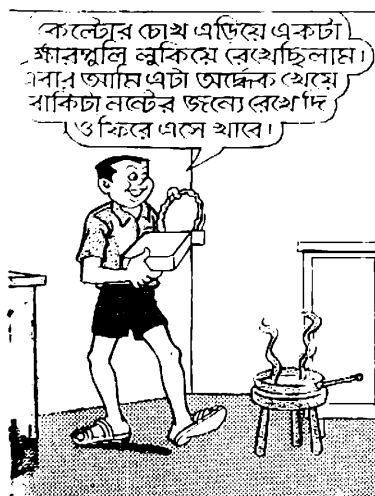
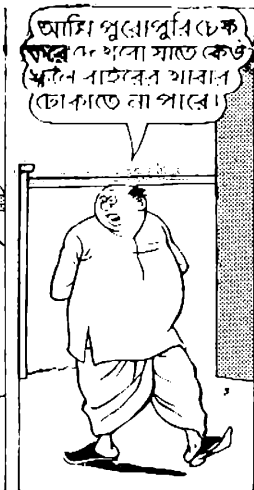
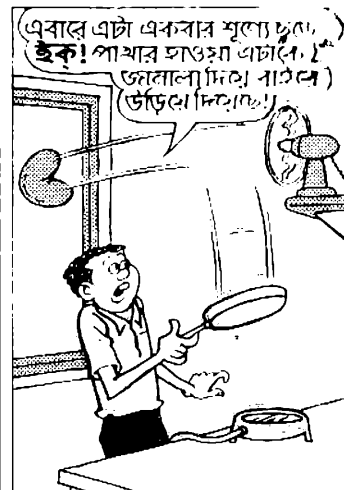


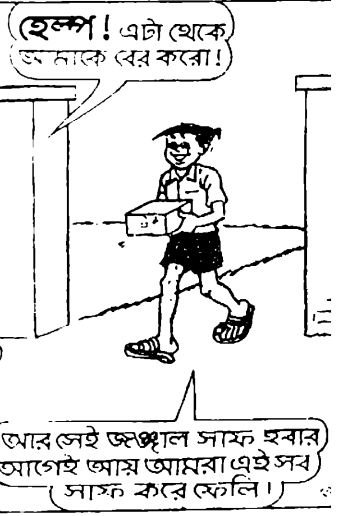
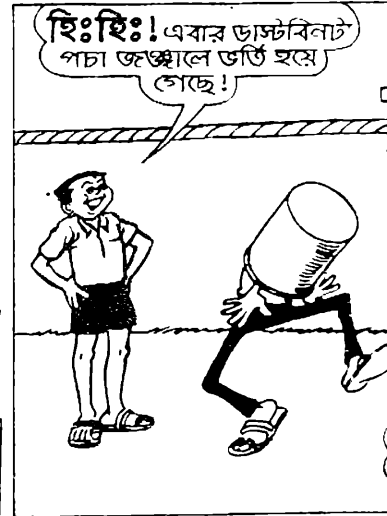
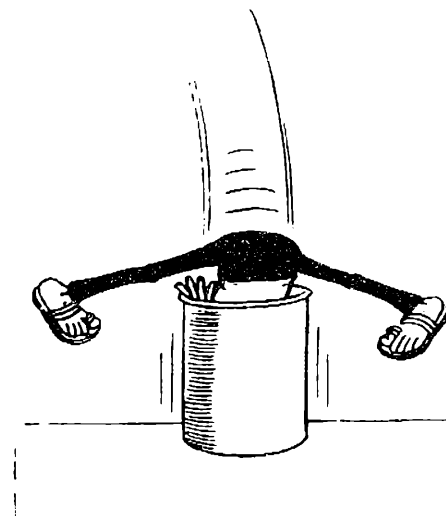
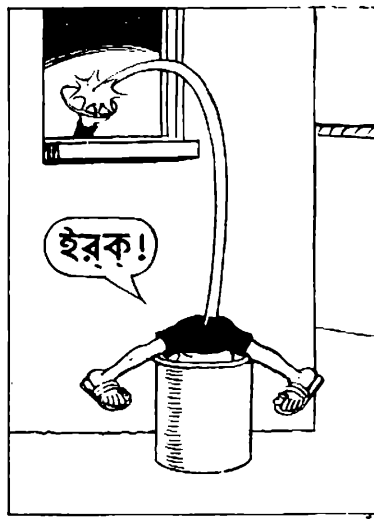
মঙ্গল দেবনাথ

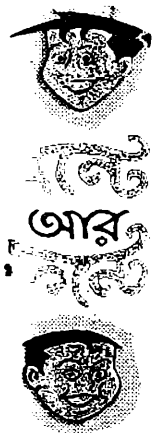




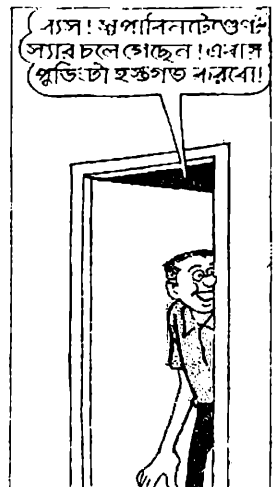
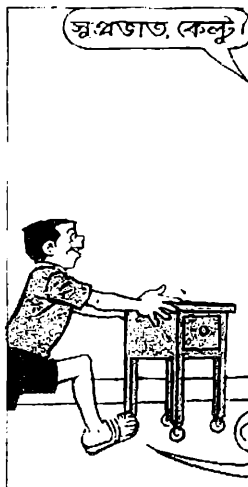
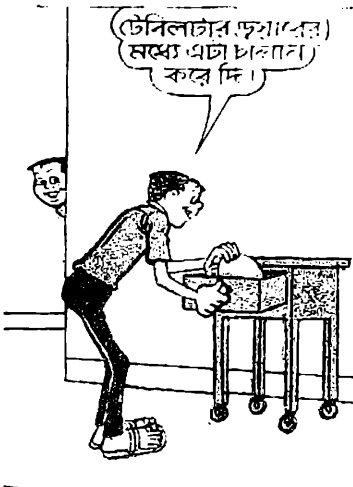
স্বাধীন দেবনাথ

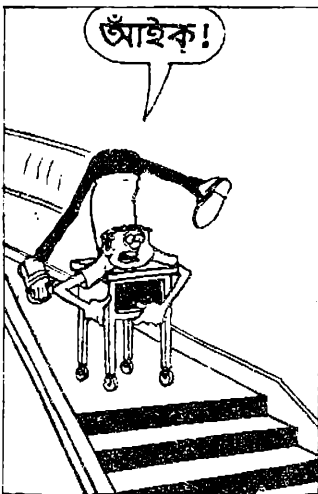
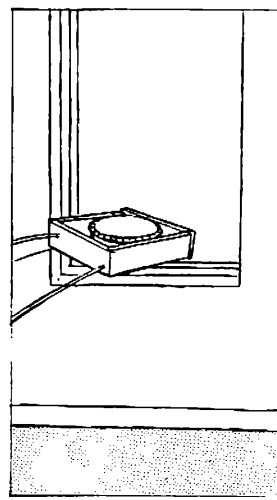






শ্রীমতী দেবনাথ

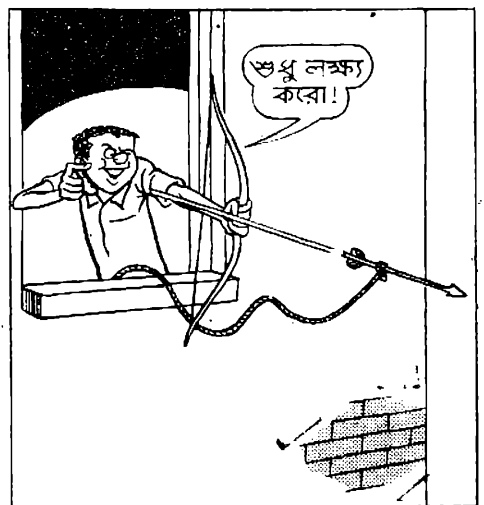




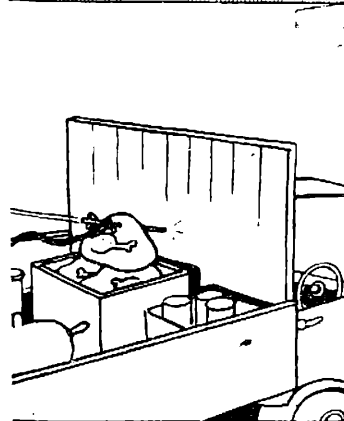


নল্টে আর ফল্টে

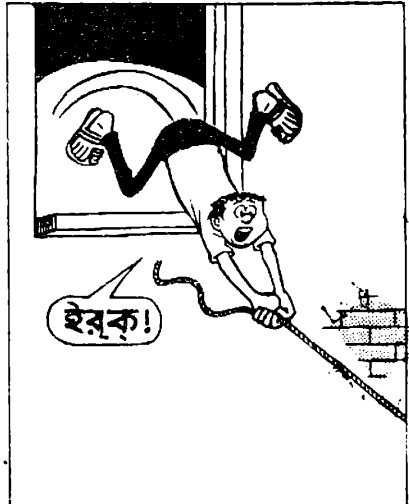
নারায়ণ দেবনাথ

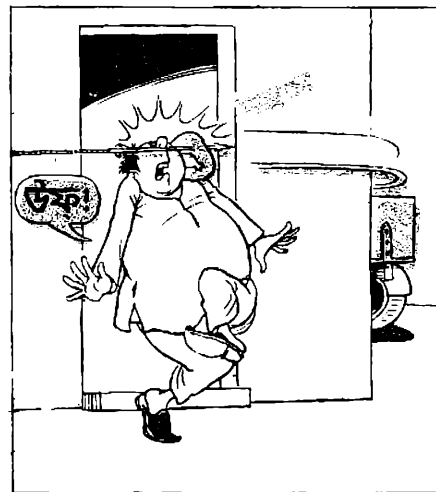
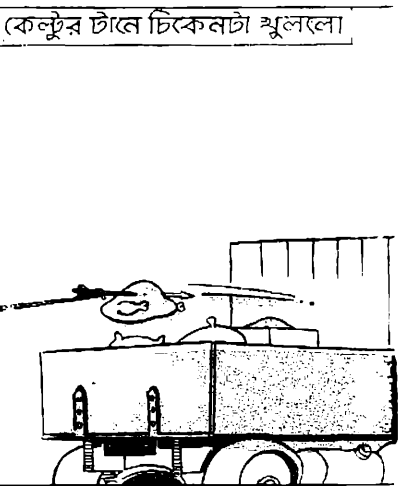
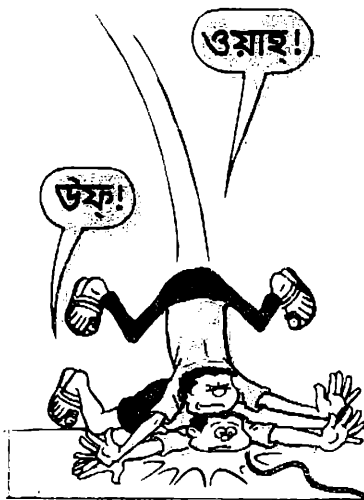


কিছুটা জীব টিকেন ফুড স্টকের কাছে বিধে গেলো



নল্টেকে জমানবার টাইম নেই। খাবার জন্যে আমাকেই কিছু করতে হবে!

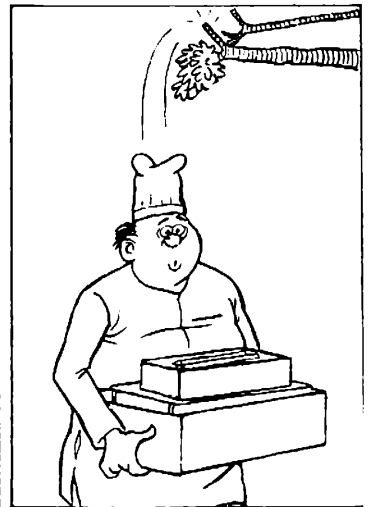
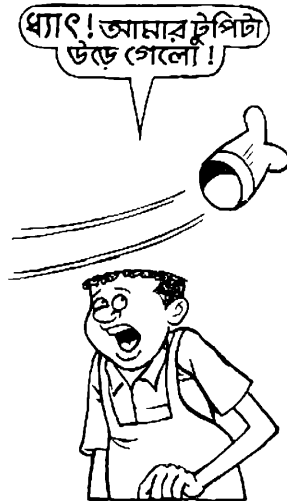
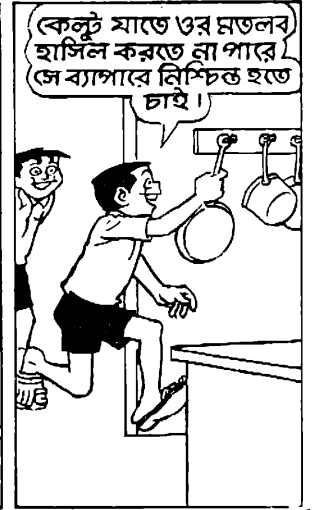


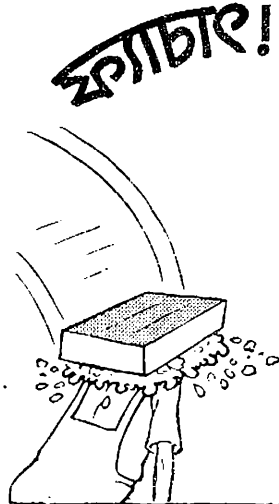
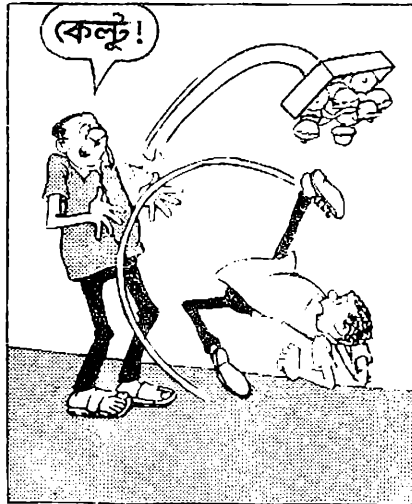




নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ





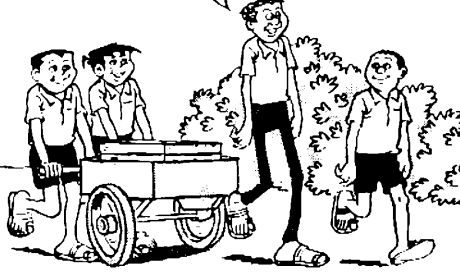


নটে আর ফন্টে

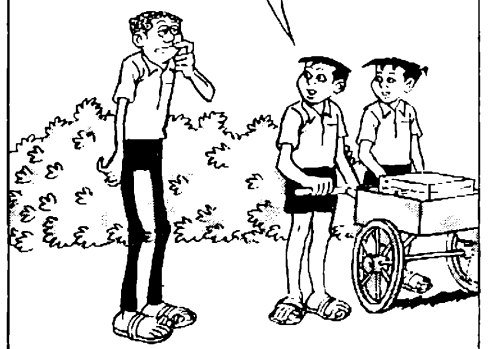


নারায়ণ দেবনাথ

প্রকৃতি সম্বন্ধে শিক্ষার জন্যে এটাই
আমাদের আশ্রয় জায়গা। ছেলেরা তোমরা
যাও, আর কিছু বুঝে ফুল নিয়ে এসো।



আমরা এখানে থাকি, কেলুটনা, আর পিকনিকের
জন্মে আনা খাবারের বাস্কেটটা য় নজর রাখ।
কেউ নিছাও আমাদের খাবার হাতাতে পার!

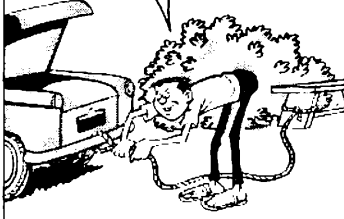


গাং চমৎকার পিকনিক হলো!
কিন্তু এরার খাবার সময়
হয়েছে।

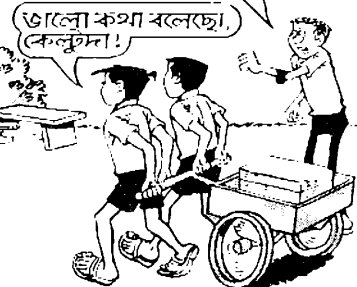


হ্যাঃ হা! নটে আর ফন্টেকে
ক করে সরাতে হবে সেটা
আমার জন্য!

আমি শুধু এই দড়িটার এক
প্রান্ত বেঞ্চে সজে আর অন্য
প্রান্ত এই গাড়ির বাম্পারের
সঙ্গে বেঁধে দিলাম।
হিঃ হিঃ!



পায়ে ডর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি
কেন। এ বেঞ্চটাতে বসে তোরা
দুজনে খাবারের ওপর নজর
রাখতে পারিস।



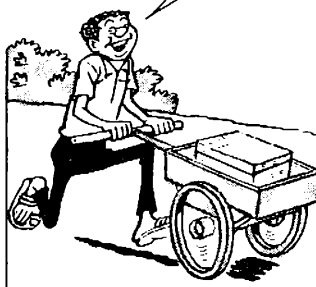
ডালো কথা বলেছো,
কেলুটনা!

গোছিরে!

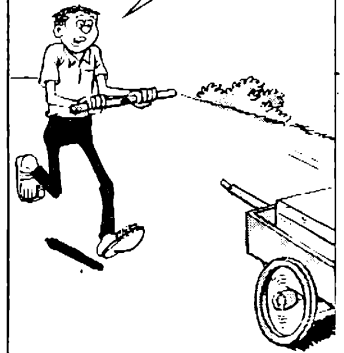


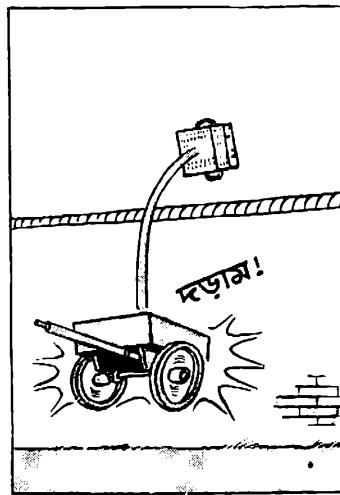
টা-টা, নটে আর
ফন্টে! আমি খাবারের
ওপর নজর রাখবো!

হাঃ হাঃ! খাবারের কেমন
হস্তান্তর! আমার ফিস্টটা
জোরদার হবে!



মরেচে! হাতলটা সে
খুলে এলো!

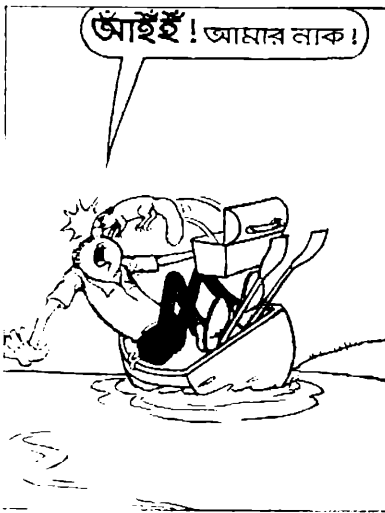
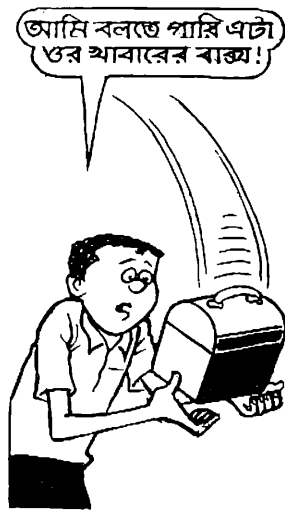






নারায়ণ দেবনাথ

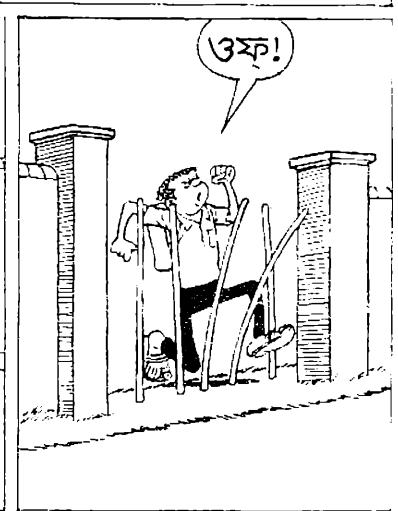
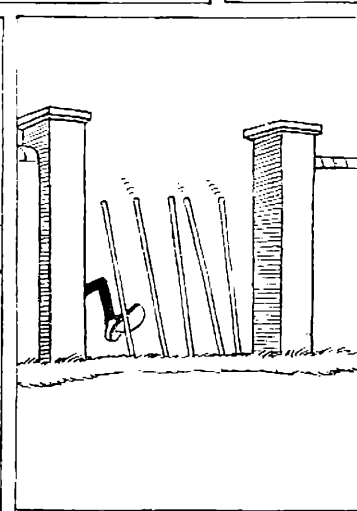


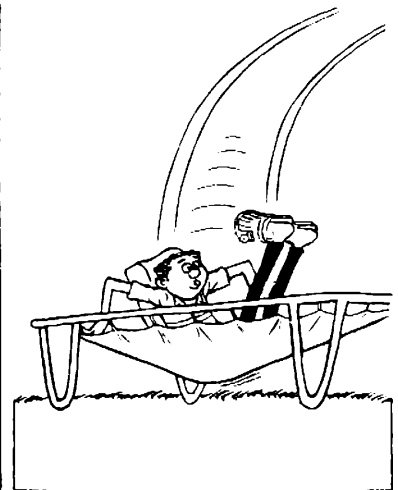
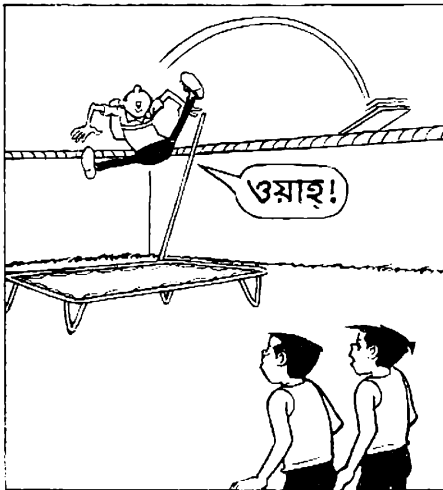
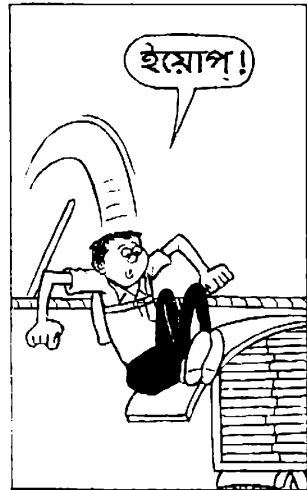
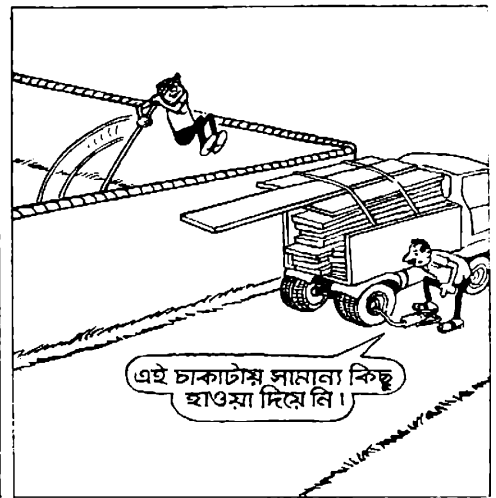
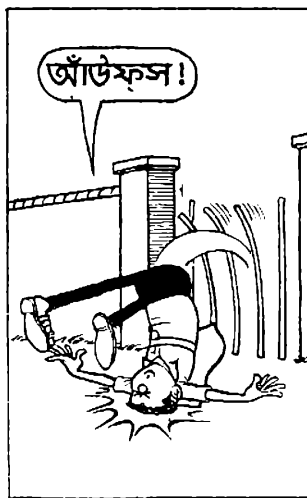




নটে আর ফণ্টে

নারায়ণ দেবনাথ



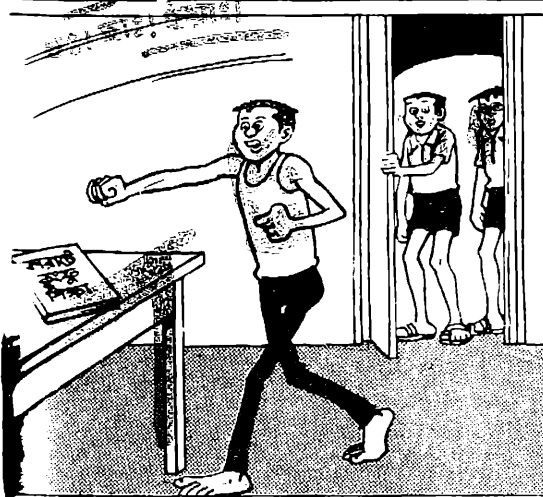




নাটে ফুটে



রাশ্মি দেবনাথ



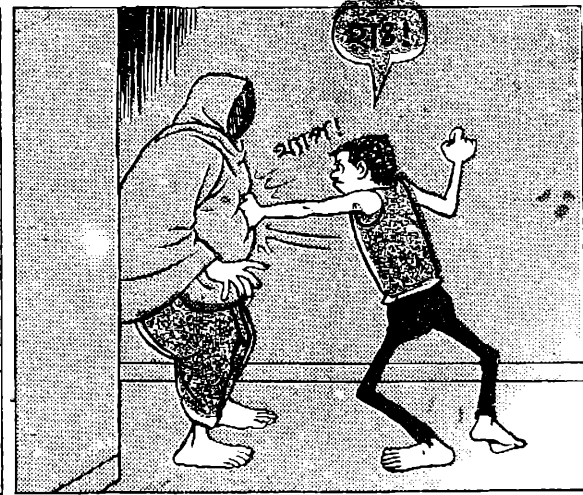
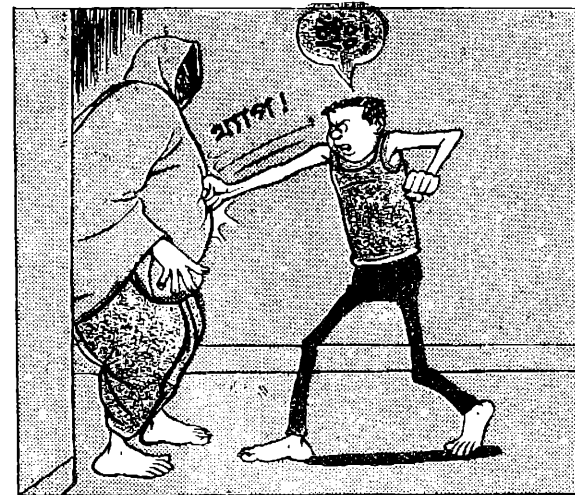




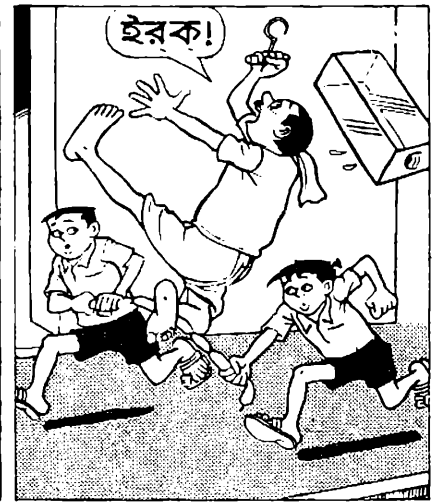
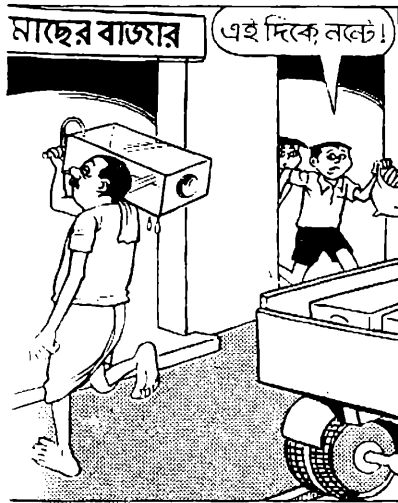


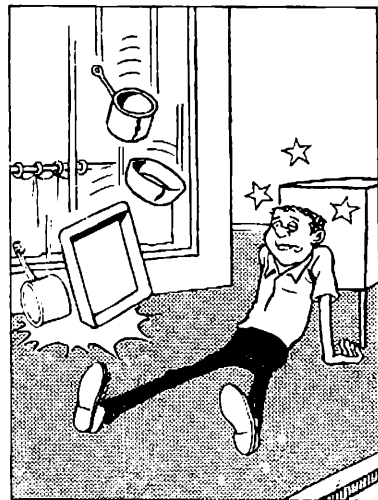
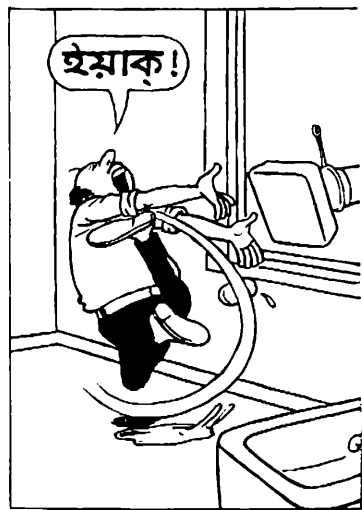










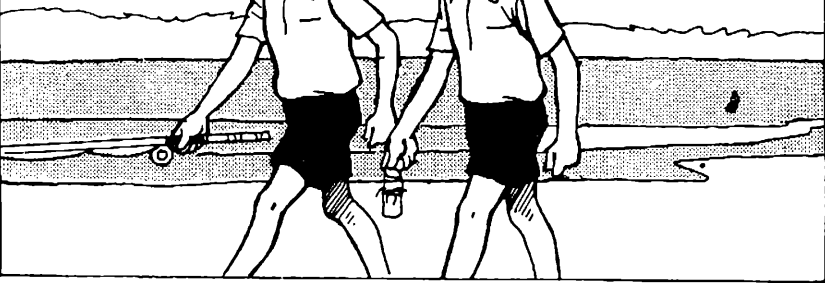


মাস্য পরাণ



মাছ ধরার পক্ষে কিলের এই
জায়গাটাই
উপযুক্ত কি
বলিচ্ছ?

তা আর বলতে? ম্যারের
ছিপটাও উপযুক্ত। চ
বমে পড়া যাক।



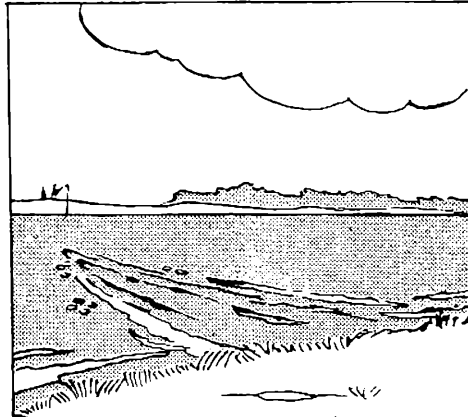
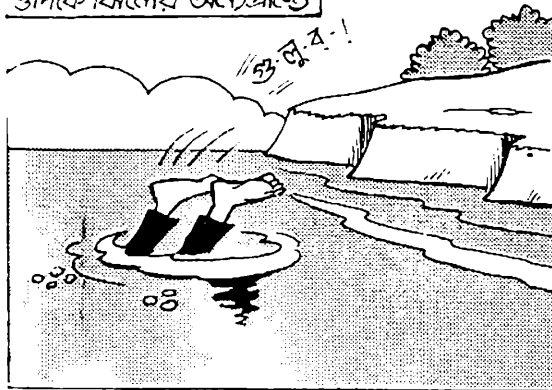
বিটলেছটো যে ম্যারের ছিপ
চুরি করে মাছ ধরতে গেছে, তা
আমি ভাল
করেই জানি।
ওদের জব্দ করার
কাহ্নদাও আমি
ভালই
জানি।

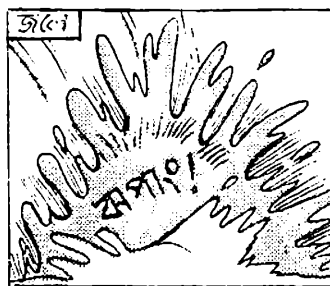
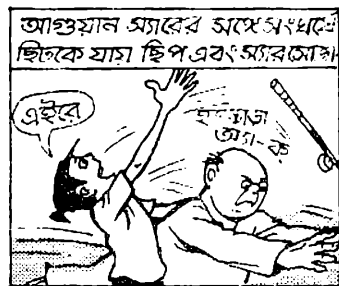


এই স্থানটাই উপযুক্ত

ছিপ ফ্যাল নটে

ওদিকে কিলের অন্যপ্রান্তে







নাটে
আর
ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ



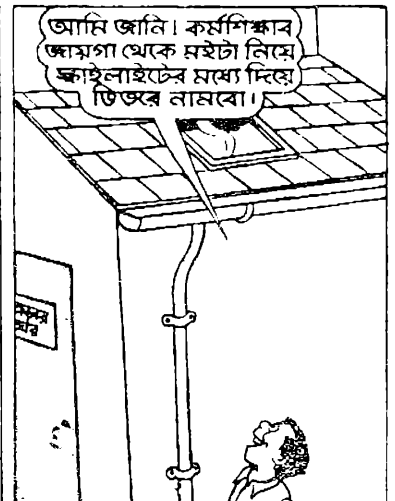


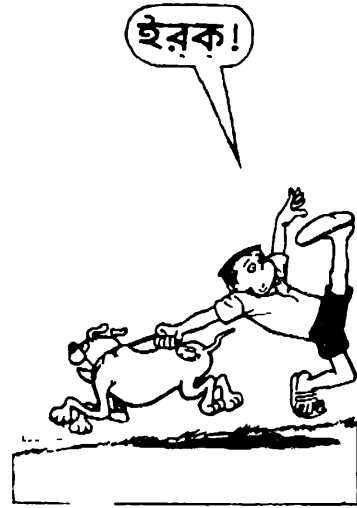


নাটে
আর
ফটে

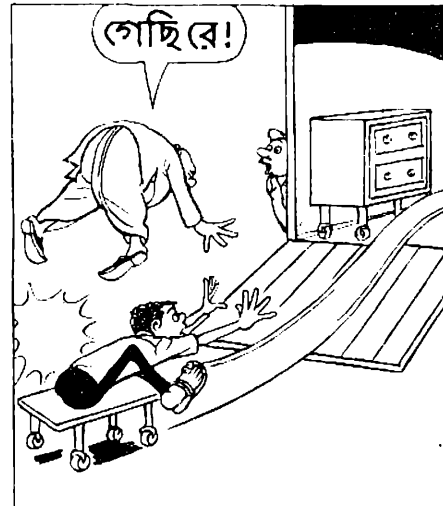
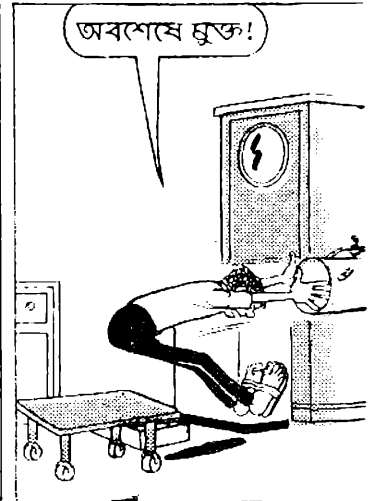
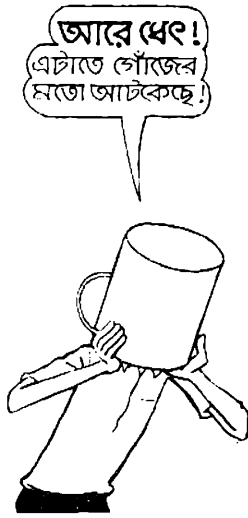
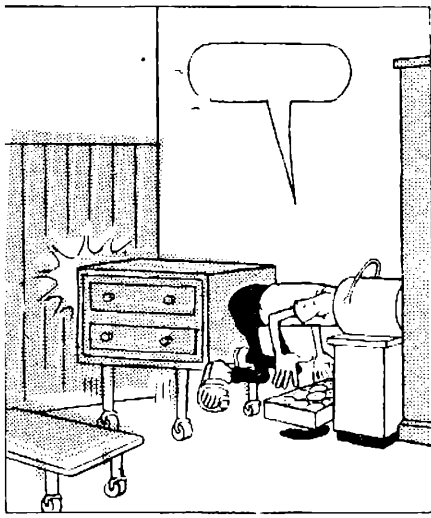


নারায়ণ দেবনাথ







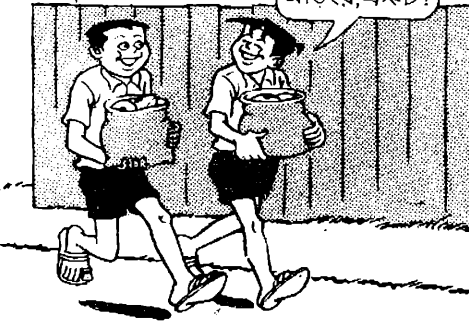




নারায়ণ দেবনাথ

আমরা এই ক্রীমকে দিয়ে নতুন বছরের
আনন্দ দারণ জাবে উপভোগ করবো, ফটে!

অবশ্যই কল্টার চোখ
এড়িয়ে, ফটে!



সবগুলি ঝড়িতে
তুলে দিয়েছি, এবারে
চানতে শুরু কর,
ফটে!

হিঃ হিঃ! ফুল বোর্ডিং খাবার ঢোকাতে
আর কোন ঝামেলা নেই!



ক্যাচর!
ক্যাচর!

ক্যাচর ক্যাচর
শব্দটা কিসে
হচ্ছে? আরি রাস!
ঝুড়ি বোঝাই খাবার!



আরে, একটা বড়া
ঝোড়ো! জরুর নকলিয়া
আউর ফকলিয়া বোজিকা
ডিওর খানা স্মাগলিং
কোরছে!



একটা মছলি পাকাড়নেকা
জাল আওর একটা ছক
বাস, যেতো মাল আউ সব
খালাস করিয়ে লিবো!



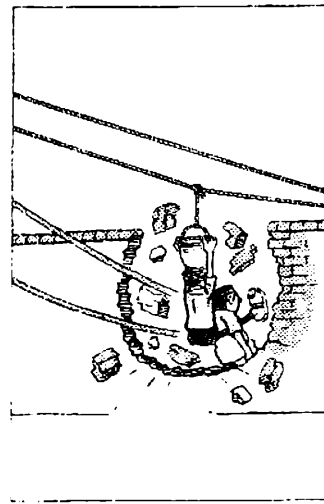
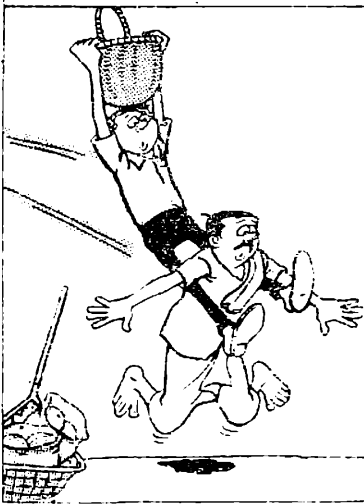
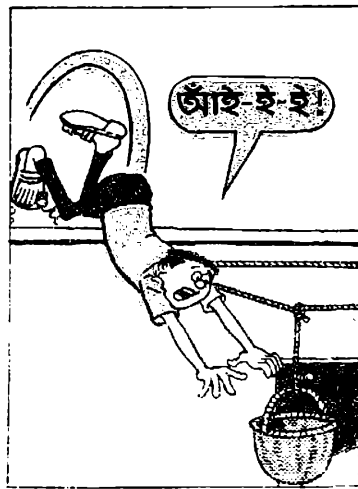
ক্রীম কেক
বোঝাই
বেগ!

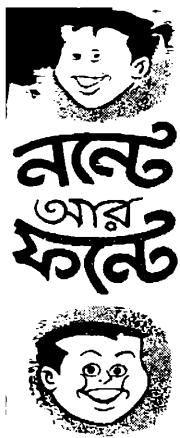


একটা ক্রীম
কেক বেগ সে
বাহার ছিলো!



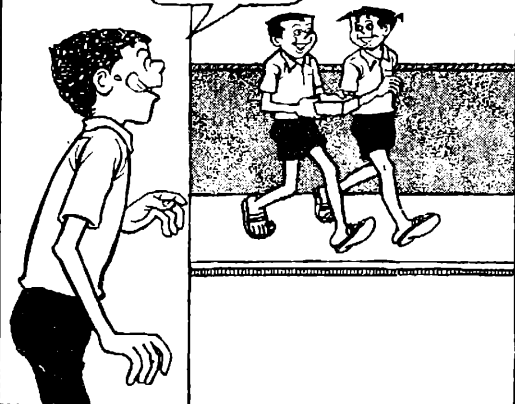
ক্যাটা ঠাকুরও দেখছি এবারে
আসরে নেমে একটা বাদে সব কেক
হাতিয়ে নিয়েছে!



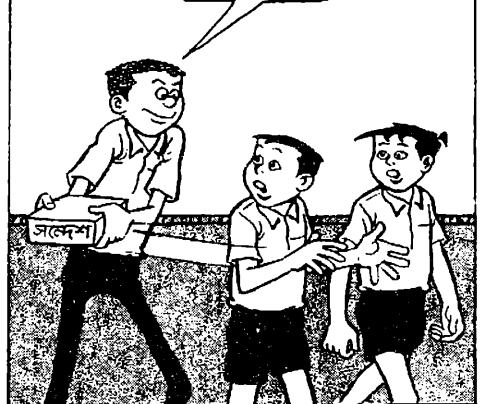


নারায়ণ দেবনাথ

উল্স! নটে আর ফটে নিখাত সন্দেশ নিয়ে যাচ্ছে। ওটা ওদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করতে হবে।



ধরেছি! লুকিয়ে খাবার নিয়ে যাচ্ছিস? আমি ওটা বাজেয়াপ্ত করে নিলাম!



আঃ! দুপুরের খাওয়াটা আজ যা জমেবে ভাবতেই জিন্ড জল এসে যাচ্ছে!



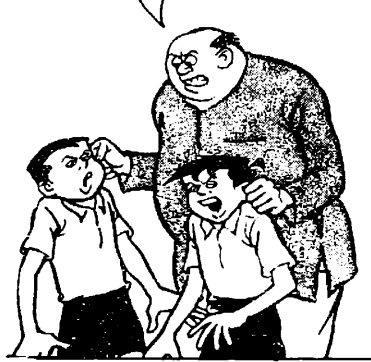
কিছুক্ষণ পরে

(বোর্ডিং এর কিচেন থেকে কেউ আপনার পার্টির জন্যে তৈরি মাটন চপ থেকে সাতটা সরিয়েছে।)



এ নিখাত নটে আর ফটে'র কাজ!

তোরাই আমার পার্টির জন্যে করা চপ থেকে গপ গপ করে সাতটা সঁটিয়েছিস। জর শাস্তি হিসেবে তোদের এই চৌহদ্দির পাঁচ মাইল দৌড়াতে হবে।

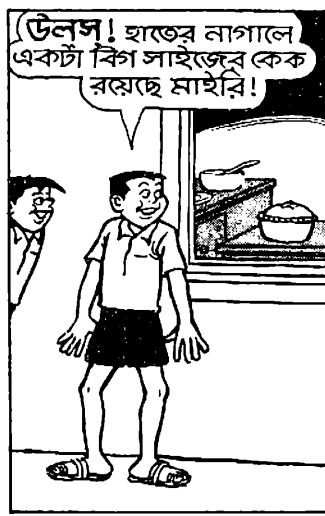


উফস! এতো প্রায় খুন করারই সামিল!



মনে রাখবি, ফাঁকি দিলে ডবল দৌড়!

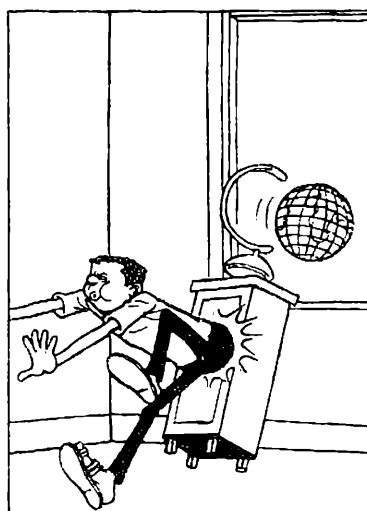
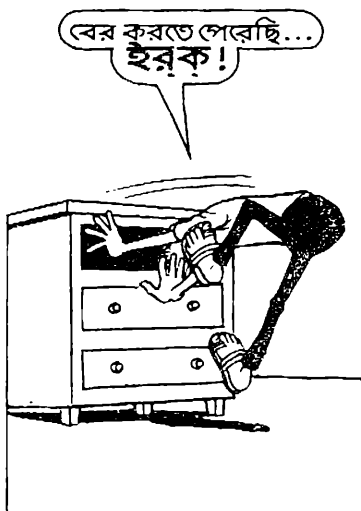


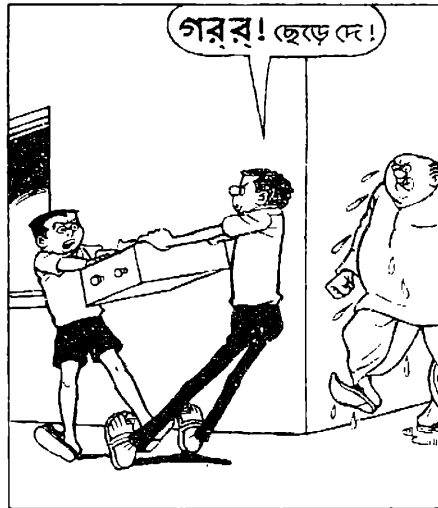




নাটে আর ফাটে

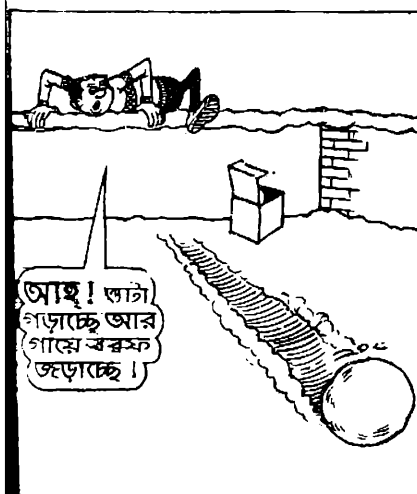
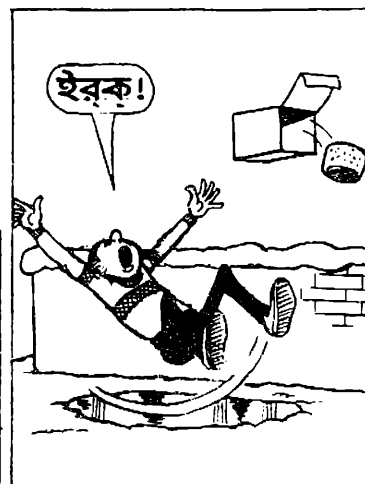
বারায়ণ দেবনাথ

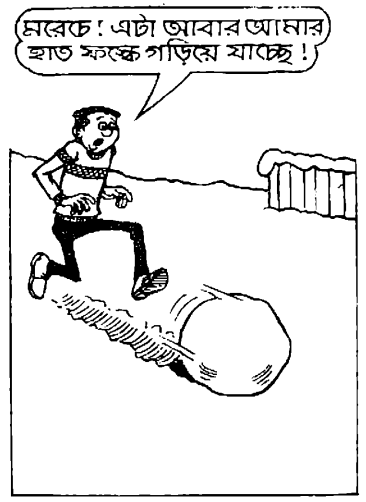






নারায়ণ দেবনাথ





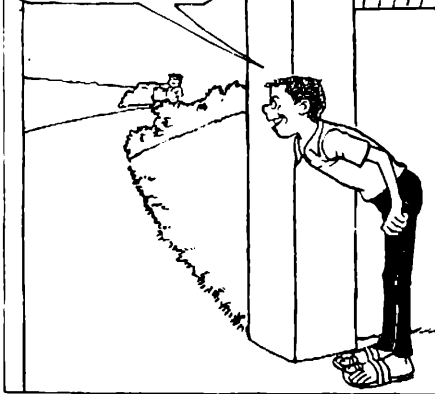


নাটে আর ফিল্ডে



নারায়ণ দেবনাথ

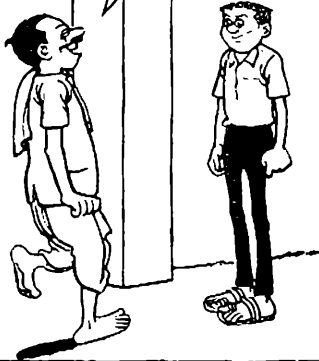
আঃহা! এ যে
নাটেটা দেখছি মাল
লিয়ে একাই আসছে!



হাঃহাঃ! ফাল্গুয়া তুমাকে বুদ্ধ
বানিয়ে দিলো, কার্ণুবাবু!



নাটুয়া আউর ফাল্গুয়া তুমলে
জোদা ঢালাক লেডকা, কার্ণুবাবু!
তুমার এখন হেল্প দোরকার!



এক আদমী সে দো আদমীকা
মাথার কান বহোত জালো। হম-
লাগ এক সাথ মিলে উদ্দের বুদ্ধ
বানিয়ে উদ্দের খাবার লিয়ে
লিৰো।

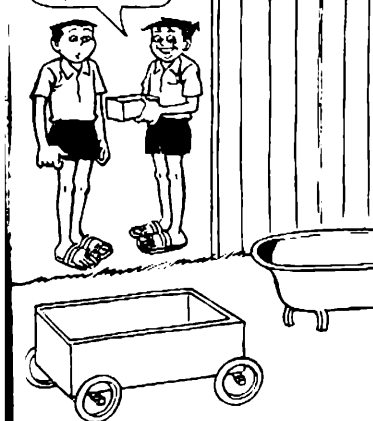


বেশ, সেটাই চেষ্টা
করে দেখি।

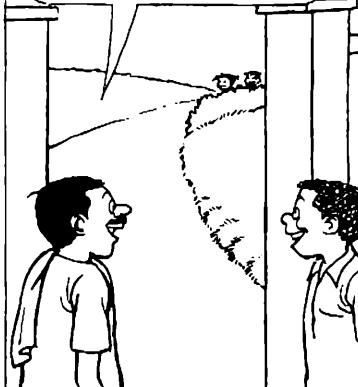
খান, নাটে! কেল্টার সঙ্গে রান্নার
ঠাকুরটা আমাদের মাল হাতাবার জলো
জোট বেঁধে ফিল্ডের জাল পেতে স্কুলের
গেটের পিছনে লুকিয়ে আছে।



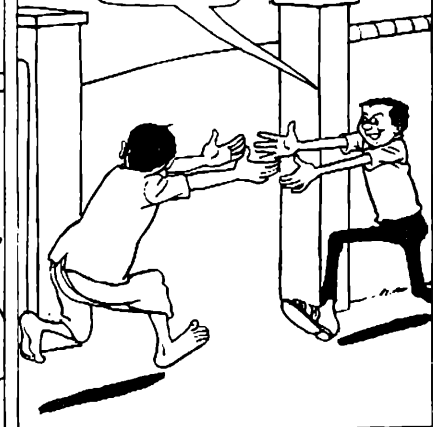
ফিল্ডে দেওয়া এই বাড়িল টিলের
বাথ টবটা আমাকে একটা বুদ্ধি
জুগিয়েছে।



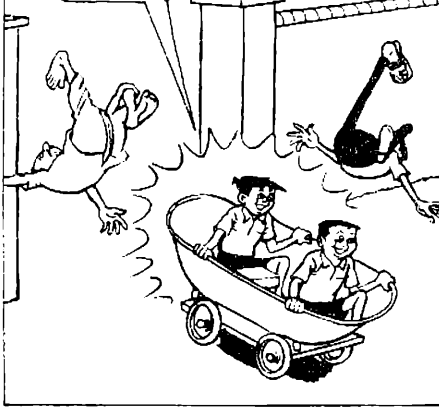
ইবার নাটুয়া আউর ফাল্গুয়া
ফির কিছু মাল লিয়ে আসছে।
এখন তুম আউর হাম দোলো
মিলকর উদ্দের পাকড়াবো।



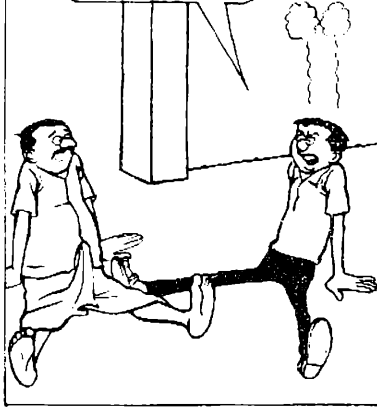
ধরো ওদের!



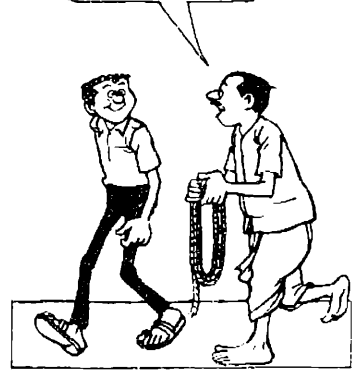
হাঃ হাঃ! আমাদের সাঁজোয়া গাড়ি
তোমাদের কেমন পছন্দ হলো
কেলুইদা?



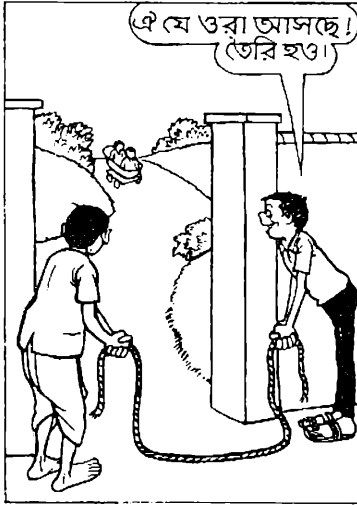
বাহ! তুমি আর তোমার
বুদ্ধিদীপ্ত আইডিয়া! আমরা
কিছুই পেলাম না।



হমনে দেখা ও দোহো লেড়কা
আরো খাবার নিয়ে আসার
জোলে গেলো, কালু বাবু!
ইবার উদের এহি রশিয়ে
আটকিয়ে দিবো!



এ যে ওরা আসছে!
তেরি হও।

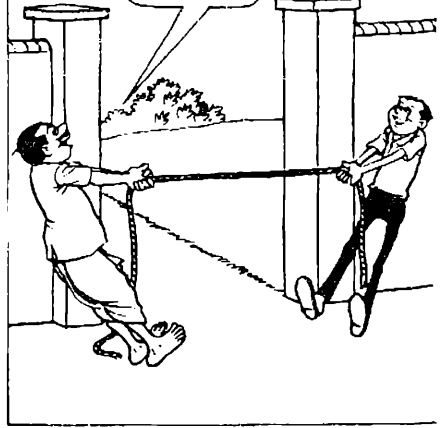


ছেলেরা, তোমরা এ জিনিস
সঙ্গে নিয়ে অবশ্যই রাস্তায়
থাকবে না।



দুঃখিত,
সুপারিনটেণ্ডেণ্ট
স্যার।

ইবার উদের ঠিক পাকড়িয়ে লিবো!
হোঃ হোঃ!



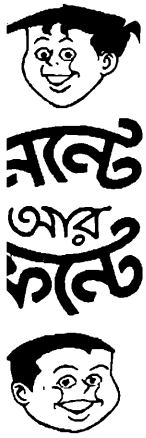
গেছিরে!



হিঃ হিঃ! রানার ঠাকুর আর কেল্টোর
মাথা আবার এক হয়েছে, ফটে!

মনে হচ্ছে বুদ্ধি খাটিয়ে ওদের
মাথা কিমিয়ে পড়েছে, নটে!
হাঃ হাঃ!

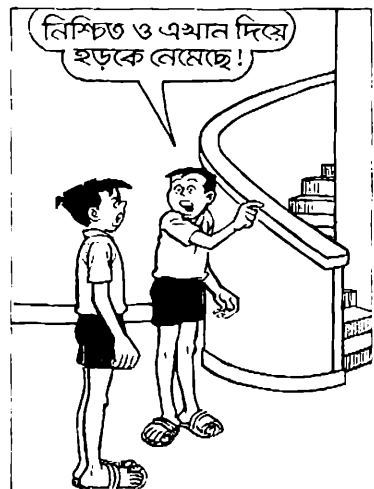
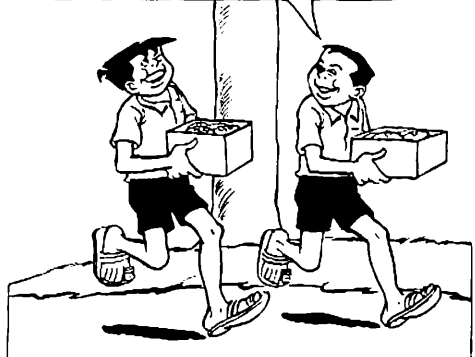




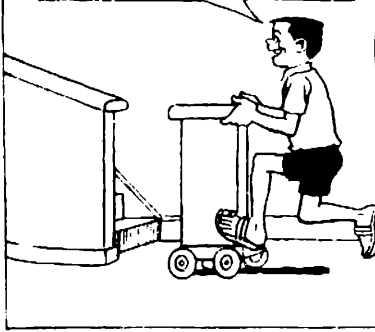
রায়ণ দেবনাথ



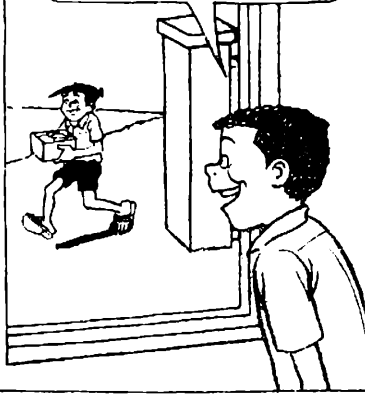
এমন কি ও যদিও ওর জানলা থেকে আমাদের দেখতেও পায়, তাহলেও আমরা মাল লুকিয়ে ফেলার আগে ও নামতে পারবে না। হিঃহিঃ!



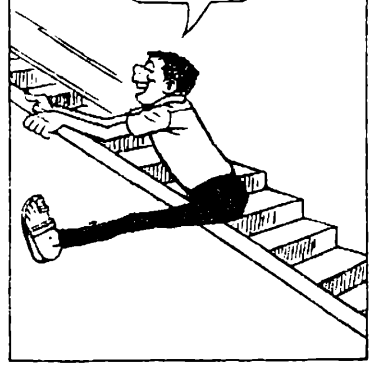
এবার ওকে মজা দেখাচ্ছি! নল্টে
সিগগিরই আবার খাবার নিয়ে
জাসছে। এইতালে আমি সিঁড়ির
রেলিং-এর সঙ্গে আমার সানালো
এই ছোট কাড়টিটুকু ফিট করে দিছি!



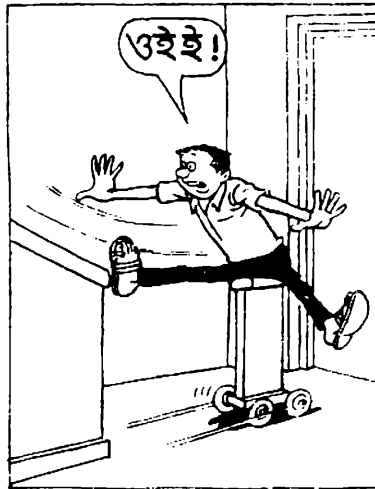
এসে, এবারে নল্টে একাই মাল
আনাছে। ডেবেছে আমি আর
নজর রাখবো না, হিঃহিঃ!



আমি আশা করছি আরো
কিছু উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী
আজ আমার জপ্তারে
জমা হবে!



ওইই!



ইরক!
খামাঙে
পারছি না!



আমাদের বোর্ডিং স্কুলের এই মাছের
পুকুরের জলো আমরা গর্ব বোধ করি
পরিদর্শক মহাশয়। ঝুকে সামনে থেকে
চমৎকার সোনালী মাছটা দেখুন।



হ্যাঁ, অতীত সুন্দর
সুপারিনটেন্ডেন্ট
মহাশয়!

ওঁরফস!



থোতে শুরু কর, নল্টে! কেল্টো
এখন খুব তাড়াতাড়ি এ গাছ
থেকে নামতে পারবে না!
হিঃহিঃ!

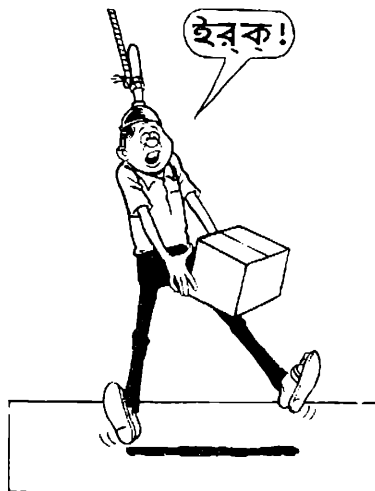
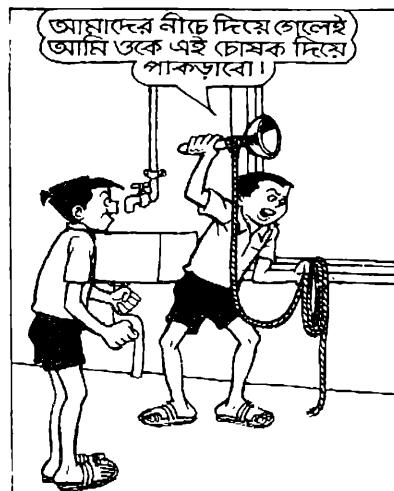


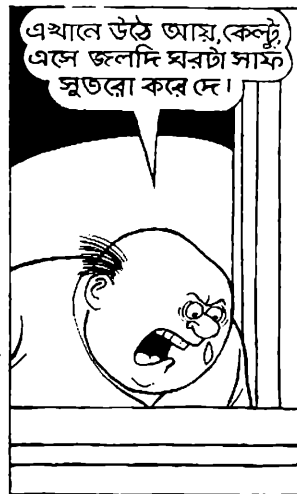
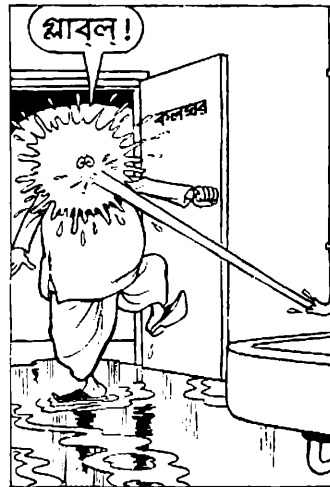
গরুর! নিচে নেমে
আম হতচ্ছাড়া
চিমড়ে মরুক!



নটে আর ফিল্ড

নারায়ণ দেবনাথ







নারায়ণ দেবনাথ



শোনো, ছেলেরা! কর্মশিক্ষায় আমি যে
তোমাদের মাটি দিয়ে নানা মূর্তি তৈরি শিখিয়েছি
তাই এবার আমার ইচ্ছে তোমরা সবাই তোমাদের
সুপারিনটেণ্ডেন্ট স্যারের আবেক্ষ
মূর্তি তৈরি করো—



— আর যার তৈরি মূর্তি ডালো হবে তার
করা সেই মূর্তিরিক বোর্ডিং স্থাপন করা
হবে আর তাকে বিশেষ ডাল পুরস্কৃত
করা হবে।



এবার আমি সুপারিনটেণ্ডেন্টএর
কাছে গিয়ে সিদ্ধান্তটা জ্ঞানিয়ে
আসি।



আরে, ডাক্তারবাবু যে! আজ
কর্মশিক্ষার ক্লাস নেই?

না। তবে আমি
এলেছিলাম একটা ব্যাপারে
আপনার অনুমতি আর
সহযোগীতার জন্য।



আমার অনুমতি আর সহযোগীতা! কি
ব্যাপারে?
ঠিক করেছি আপনার
মূর্তি তৈরি করা হবে।



আমার মূর্তি তৈরি করতে আমার আমার
অনুমতি নিতে হবে। হেঃ হেঃ! কি যে বলেন
আপনি! কোন ঘালে হয়— হেঃ হেঃ!

আর এটা ছেলেদের কাজের একটা পরীক্ষাও হয়ে যাবে।
যার কাজ কাজে ডালো হবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। আর
সেই প্রতিমূর্তিকে বোর্ডিংএ স্থাপন করা হবে।



সত্যি, আপনি এতো
লজ্জায় ফেললেন—
আপনি বড়ো ইয়ে!

স্যারের অনুমতি পেয়ে
গেছো, এবার সবাইকে
জানিয়ে দাও আর শুরু
করে দাও।

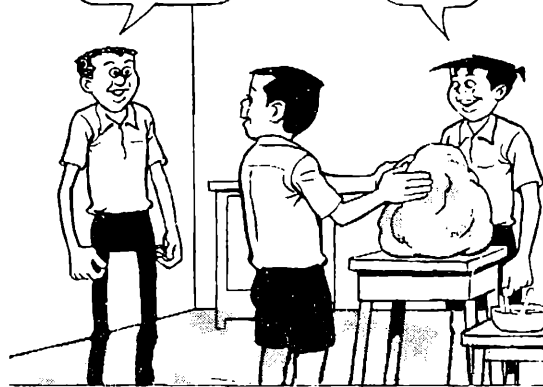
ঠিক আছে স্যার!
জানিয়ে দিচ্ছি।



আর এই ফটো
সবাইকে দাও
মূর্তি তৈরির
জল্যা।

কিরে! তোরা দেখছি অলরেডি
শুরু করে দিয়েছিস নটে
আর ফটে।

স্যারের কথা
শুনেই শুরু
করেছি।

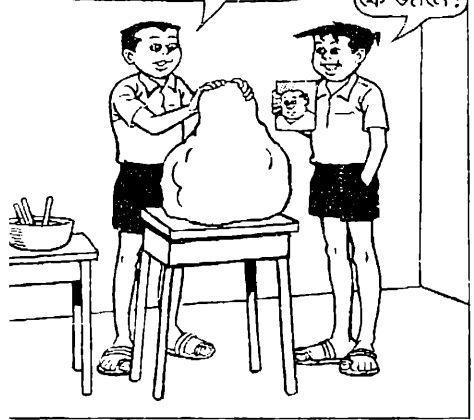


শুরু করে, কিন্তু যতোই পায়তাদা
কষিস না কেন দেখবি পুরস্কৃত এবং
স্থাপিত হবে এই শর্মার তৈরি
প্রতিমূর্তিটাই। হেঃ হেঃ!



তুই ধরবি আমি করবো আবার
আমি ধরবো তুই করবি।

কেলুদা কি
করে কি করবে
কে জানে!

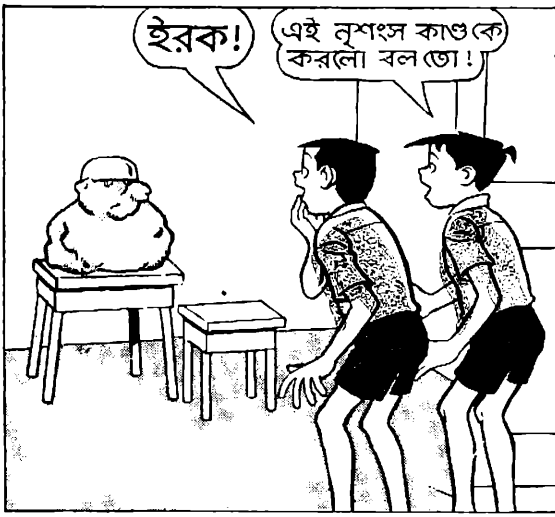


আমরা প্রায় শেষ করে
এনেছি, কি বলিস, নটে?

হ্যাঁ, এবার বাকি
কাজটা
আমি
করে
ফেলবো!







ঠাকুর কিচেনে নেই। নিশ্চয়ই স্যারকে খেতে ডাকতে গেছে! আমার লাক দেখছি আজ ছপ্পড় ফাঁক করে আমাকে সাহায্য টেলে দিচ্ছে। সুবিধে হবে বলে বড়ি গুলে নিয়েছি।



গাঢ় ঘুমের উপযোগী ডোজ দিলাম।

স্যারের খাবার জ্বল ও ঘুমের ওষুধ মেশালো মূর্তি তেরি না করে এসব করার কি মতলব বলতো!

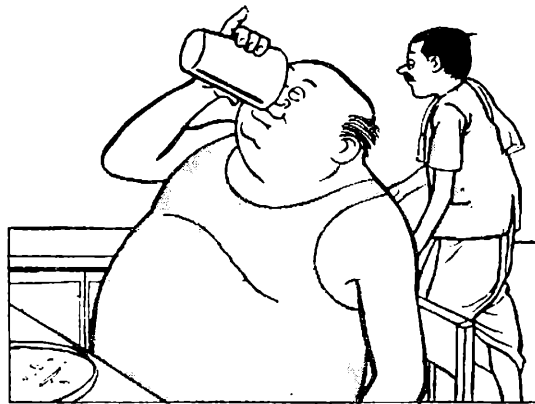
সেটাই তো আমাদের দেখতে হবে।



চল, দেখি কেলেটা এবারে কি করবে।

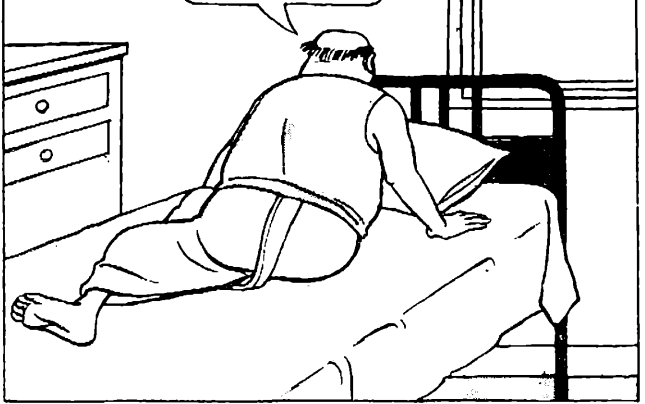
কিছু পরে

গুম
গুম!



ঘরে এলে

ওঃ! আজ দেখছি বজায় ঘুম পাচ্ছে! শুয়ে পড়া যাক।

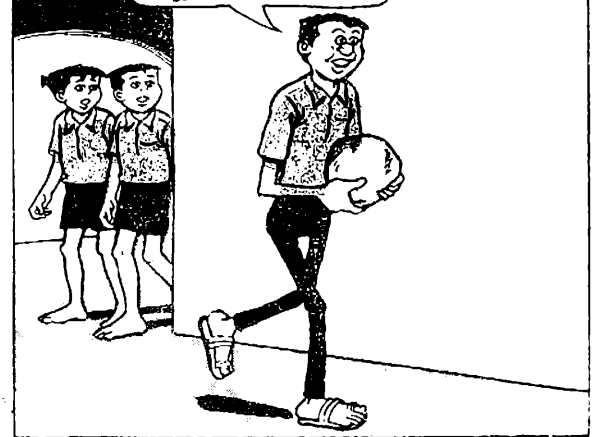


ওদিকে কেলেটা

এবার আগে এই চট জলদি জমে যাওয়া সিমেন্ট দিলে কাজ! হেঃ হেঃ!



স্যার এতোক্ষণে নিঃসাড় ঘুমোচ্ছে! কিছু টেরই পাবে না!





পরদিন

চমৎকার হয়েছে। তার হাও
দিয়ে এরকম হবে জবতেই পারিনি।
বরঞ্চ নর্তে আর ফন্টের ওপরেই
বেশী ডরসা
ছিলো।

ফন্টে! এই
তালে কেলুর
ছর থেকে
তরল বাড়ির
শিশিটা নিয়ে
আয়।



শোন! সামান্য যেকু কাজ আছে শেষ করে ঢাকা
দিয়ে রাখবি। বিকেলে উদ্বোধন করা হবে তার আগে
যেন কেউ দেখতে না পায়।

তাই হবে, স্যার!



কিছুক্ষণ পরে

কাজ শেষ এবার স্যারকে
চাপা দিয়ে রাখি।



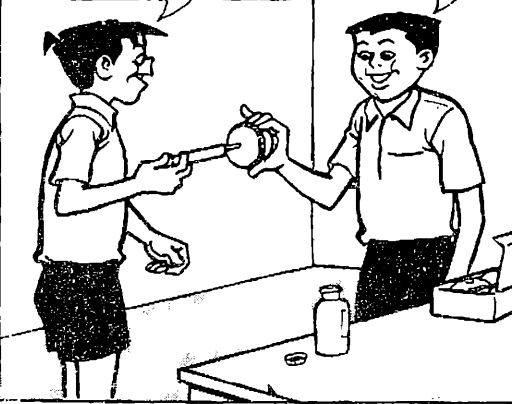
এলে গেছে তরল
ঘুমের বাড়ি। কিন্তু এটা
প্রয়োগ করবি কি
করে?

ইঞ্জেক্সন দিয়ে! তবে
কেলোটোর শরীরে নয়
এই জীম কেকে!



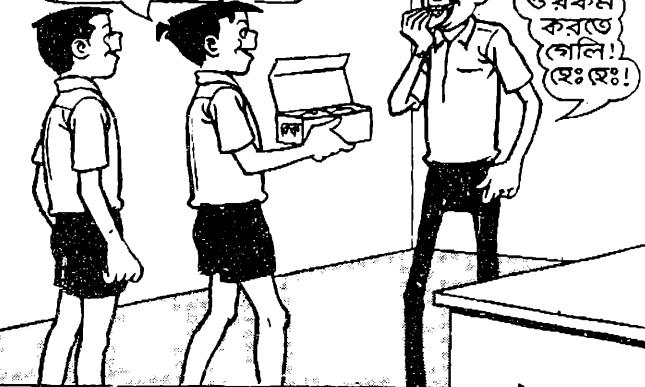
(কেলোটো জানতেও পারবে না)
যে, ওর কায়দাতেই ওর
মুণ্ডুপাতের ব্যবস্থা হচ্ছে!

অপারেশন
কেলুরাম!
হিঃ হিঃ!



তোমার শিল্প কর্ম স্যারের প্রতিমূর্তি
আজ উদ্বোধন হবে। তাই আমরা
কেক খাইয়ে তোমাকে আগাম
অভিনন্দন জানালাম।

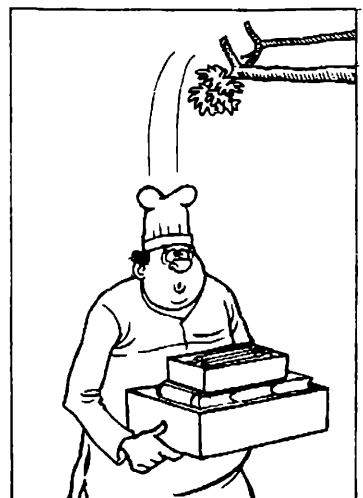
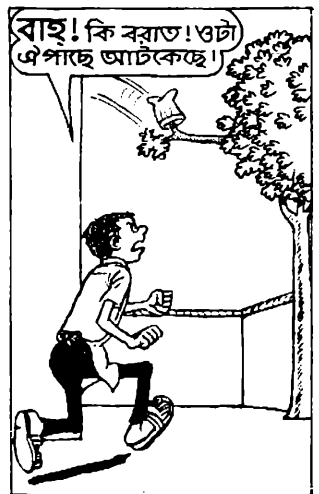
সত্যি, তোরা খুবই
জালো। তবে কেন
যে স্যারের
মূর্তি বানিয়ে
ওরকম
করতে
গেলি!
(হেঃ হেঃ!)

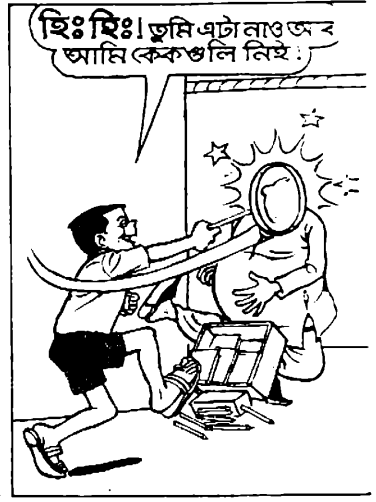






নারায়ণ দেবনাথ





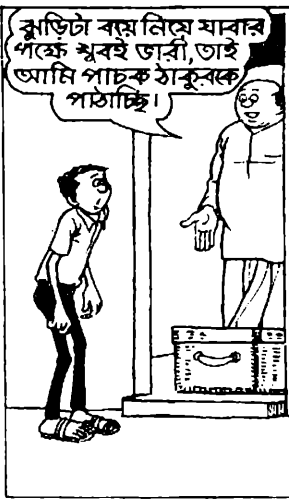


নারায়ণ দেবনাথ



আজ ছেলেরা তাদের মুক্তাঙ্কল দৌড়ে বেরাবে, আর পাচক ঠাকুর ওদের পিকনিকের জন্যে একটা খাবারের ঝুড়ি ঠিক করছে। আমি গিয়ে ওটা হাতিয়ে নিয়ে মনের স্বাখে এক এক করে মুখে পুরবো। হিঃহিঃ!

কিচেন



ঝুড়িটা বয়ে নিয়ে খাবার পক্ষে শুবই ভারী, তাই আমি পাচক ঠাকুরকে পাঠাচ্ছি।



ও এঁ ঠালাগোড়িতে চাপিয়ে ওটা পিকনিকের জায়গা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে।



ধ্যাত! এখন আবার ওকে হাত করতে হল ভাগ দিতে হবে!



আমি আমার স্পার্টসের পোশাক পরতে যাচ্ছি, ঠাকুর। ঠিক দশ মিনিট পরে আমি এখানে ফিরে আসছি।

ঘরেটে! কেলুনা আর ঠাকুর দুজনে মিলে আমাদের পিকনিকের খাবার ঝেয়ে নেরে।

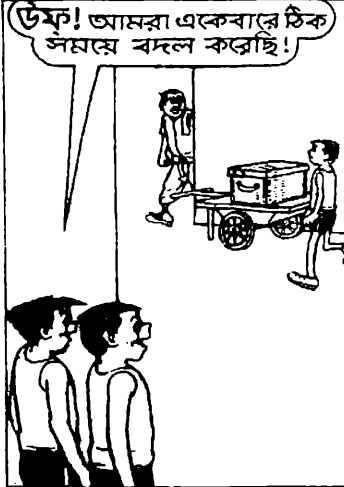


জলদি, সবাই! আমরা দশ মিনিট সময় পেয়েছি!



খাবার দাবারগুলো এই বড় খলোটায় উল্টে ঢেলে দে! পাথরগুলো নিয়ে জলদি আস, বাচ্চু!

আসছি!

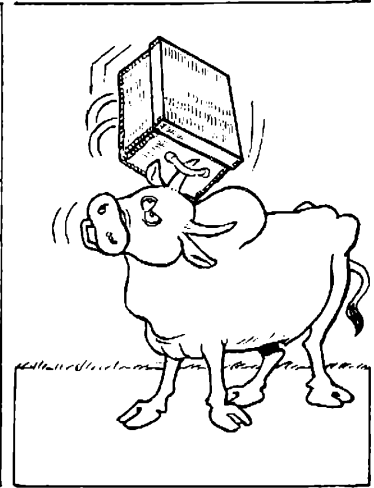
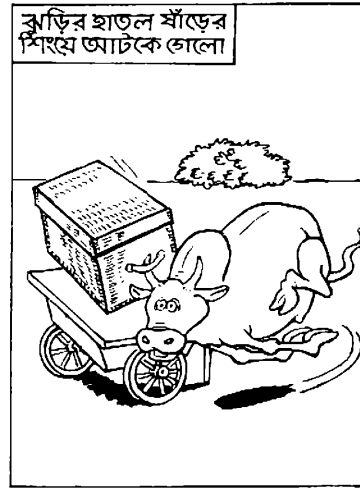


উফ! আমরা একবারে ঠিক সময়ে বদল করেছি!



দৌড় শুরু

খাবার দাবারগুলি পিকনিকের জায়গা বরাবর নিয়ে এলো, পাচক ঠাকুর!



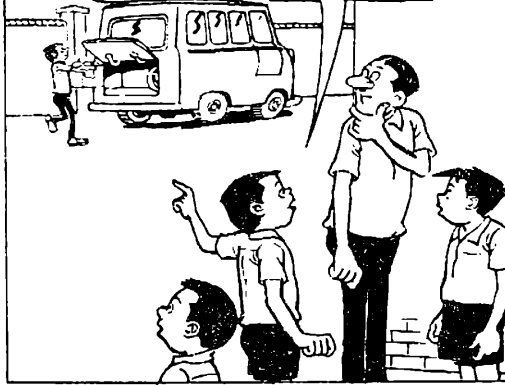


নাট
আর
ফন্ট



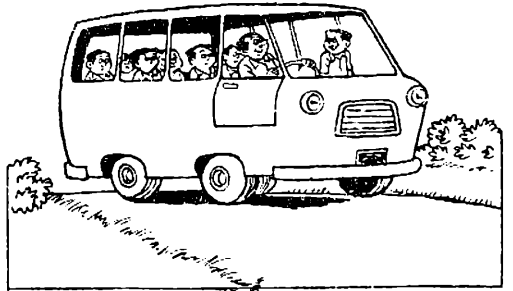
নারায়ণ দেবনাথ

এর আগে আমরা একটা পিকনিকে গিয়েছিলাম।
কেন্দ্র আমাদের সব খাবার হাশিশ করেছিলো,
ড্রাইডারদা! আমরা এ একই জিনিস করা
থেকে কি ভাবে ওকে থামাবো?



একটা বিদ্রোহপূর্ণ চক্রান্তের পর—

আমরা নদী বরাবর পিকনিক
করবো, ড্রাইডারদা!



এবার তোরা সবাই মিলে বনের মধ্যে
গিয়ে খেলা কর। খাওয়ার সময় হলে
আমি বাশি বাজাবো।

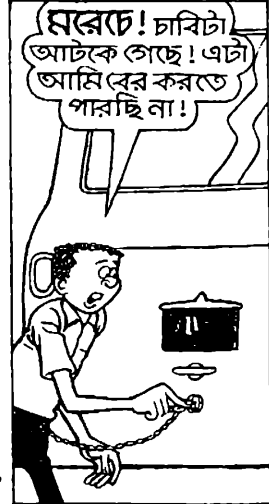


কেন্দ্রর কাছে গাড়ির মাল
রাখার জায়গার চাবি আছে—
আর ও পিকনিকের
খাবারের বাস
হাতাতে যাচ্ছে!

এবারে
চমৎকার
খ্যাতি!



ও ওটা খুলেছে! এবার
খাবারের বাসটা বের করার
আগেই আমি গাড়িটা
চালিয়ে দি!
হিঃহিঃ!



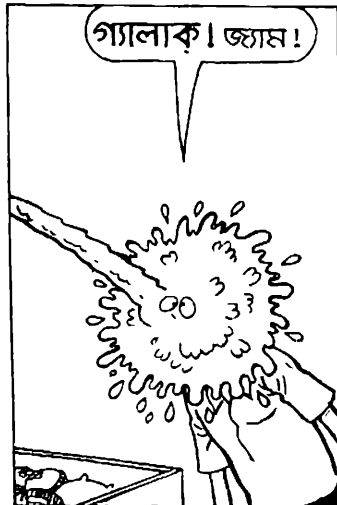
মল্লচে! চাবিটা
আটকে গেছে! এটা
আমি বের করতে
পারছি না!



ইরক!



থামাও! যে গোপন জায়গায় নটে
আর ফন্টের সঙ্গে মিলবার
ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে এবার
চালিয়ে নিয়ে যাবো!





নাটে আর ফিল্ডে

নান্নায়্য দেবনাথ



হ্যাঁ, তোমার টিকিটে
জিতে তুমি দু'ডজন
জেলির চাটনি মুক্ত
পাঠে জিততেছো!

হররর!



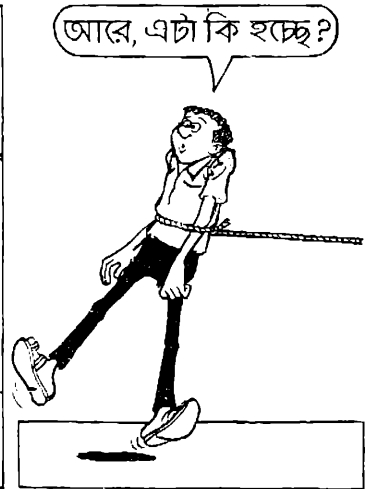
আরে, এই যে, নটে! এই মাঝে!
আমি বেকারীর লটারিতে দুই
ডজন জেলির চাটনি মুক্তপাঠে
জিততেছি! এগুলি কেলুকে ফাঁকি
দিয়ে জিতলে নিয়ে যেতে
হবে!



যে করে হোক কেলুকে
আটকে ফেলতে হবে!



স্কিফে স্কিফে টের পাচ্ছি! আমি
চার পাশ ঘুরে দেখি যদি ছেলেদের
কাছ থেকে কিছু খাবার হাতানো
যায়।



আরে, এটা কি হচ্ছে?



আমার বাঁধন খুলে দে! গরর!

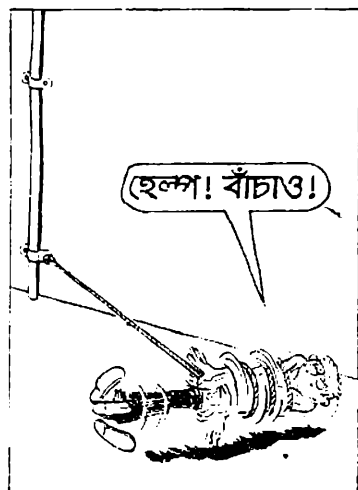
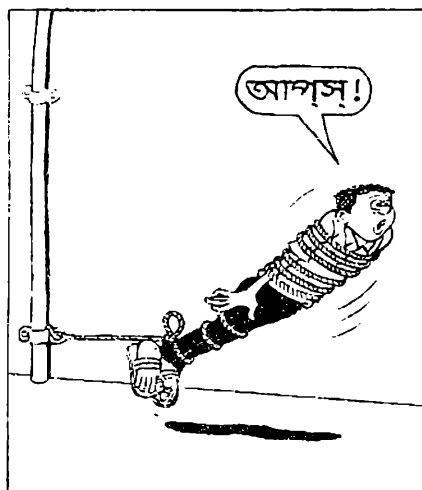
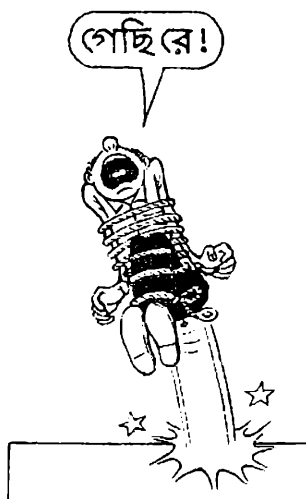
নিশ্চয়, কেলুদা! তবে
যখন আমরা দু'ডজন
জেলি দেওয়া পিঠে
সাবাড করবো!



হিঃহিঃ! কেলুকে নিরাপদে
হাতে কলমে কর্মশিক্ষার ঘরে তাল
বন্ধ করেছি! এবার আমরা এ
পিঠে গুলি সংগ্রহ
করি!

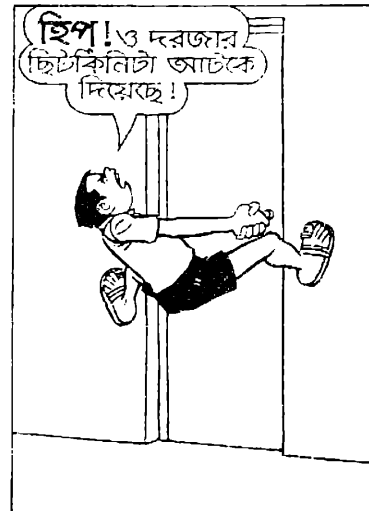
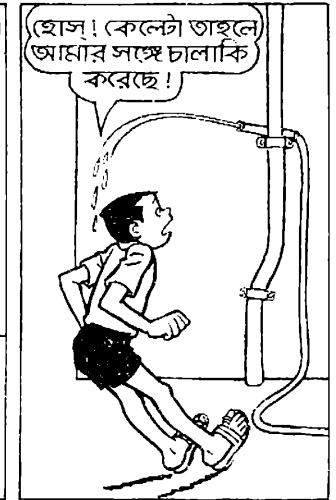


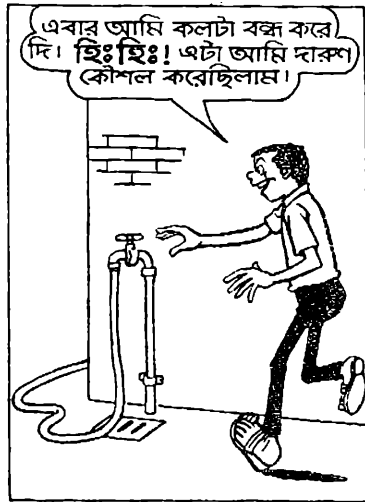
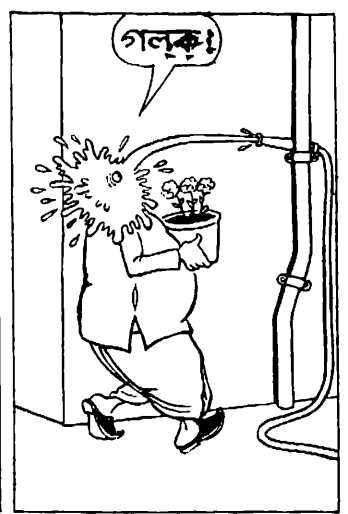
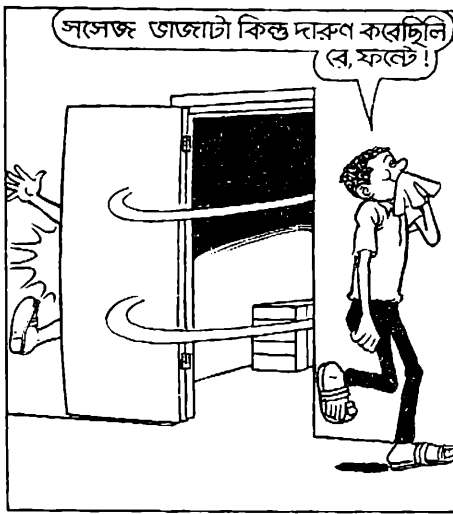
আমাকে বেরোতে দে!





নারায়ণ দেবনাথ

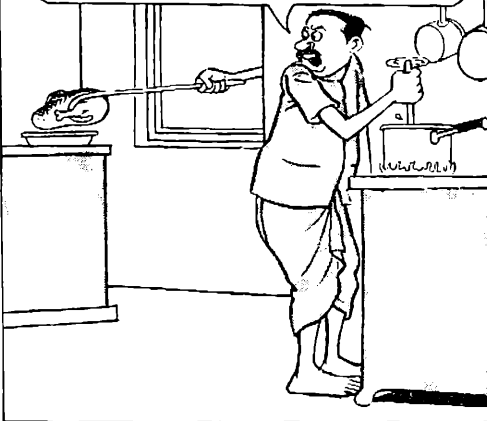




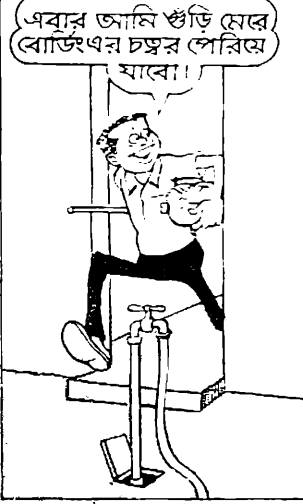


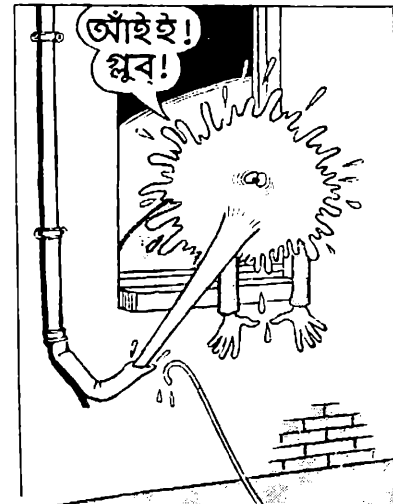
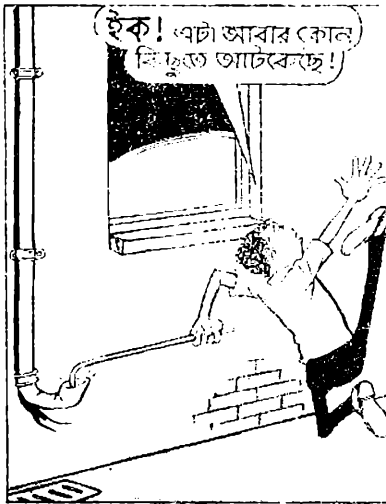
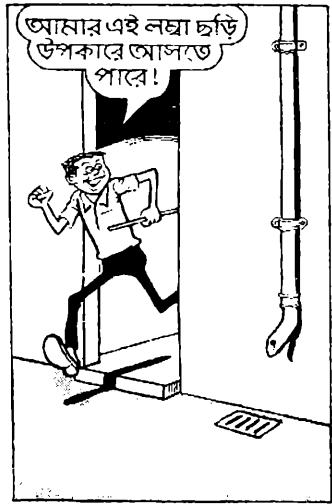
নারায়ণ দেবনাথ

আরে! কোই বদমাস সুপারিনটেন
সাহাবকা রোস্ট টিকেন চোরি কোরছে!



এদিকে ফল্টে







নন্টে ফন্টে



কালেকশন

মনে হচ্ছে তুই বিশী ঝগু লাগিয়েছিস! চিকিৎসার
জন্যে ডাক্তারের কাছে চল।

আঁ আঁ-হ্যাঁচো





নাটে
ওর
ফটে



নারায়ণ দেবনাথ







নারায়ণ দেবনাথ



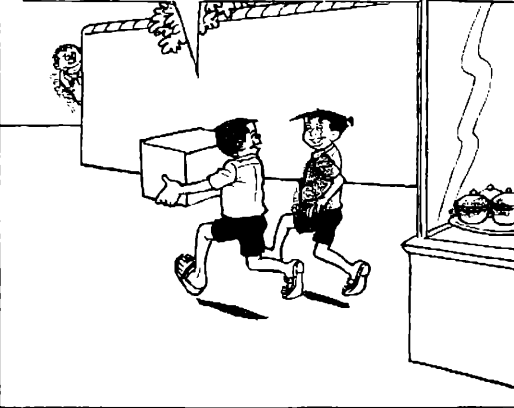




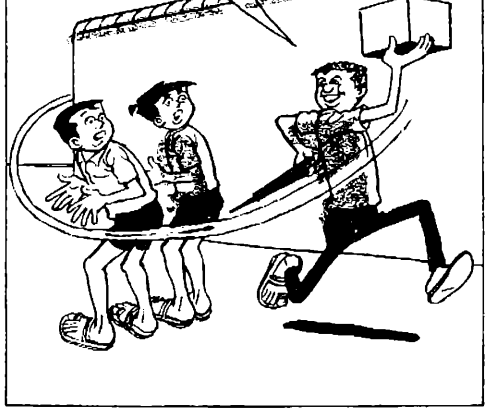
নটে ওর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ

কি মজা! চাটনি সহযোগে ফলের তৈরি মোরবার
এই বোর্ডের বাস্কাটা ওর জন্যে সংগ্রহ করে দিলে
রান্নার ঠাকুর আমাদের পুরস্কার দেবে!



চুপি চুপি স্কুলে খাবার ঢোকানোর ফন্দি
নটে আর ফটে? আমি এটা নিয়ে
নিচ্ছি!





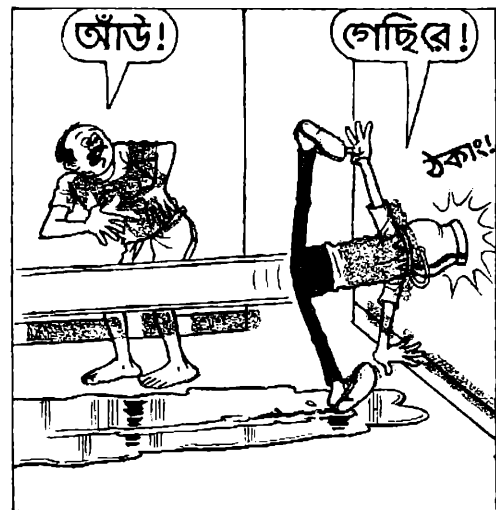


নন্ড
আর
ফন্ড



নারায়ণ দেবনাথ

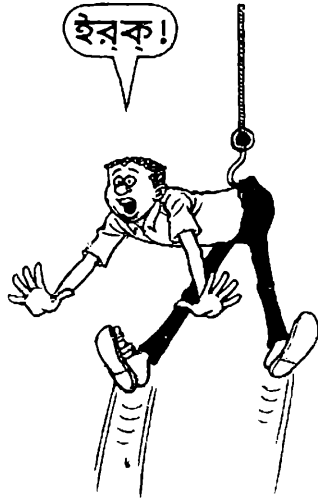


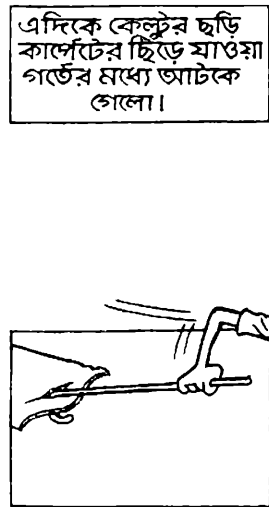




নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ

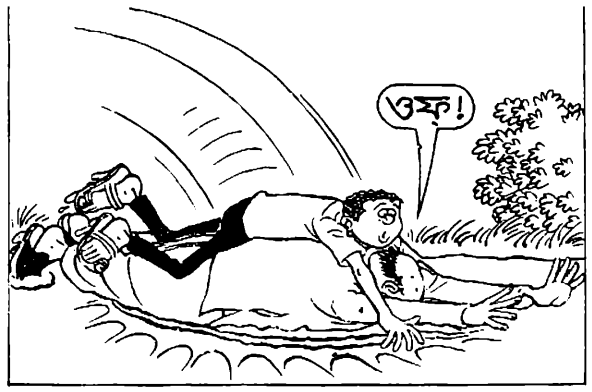






নারায়ণ দেবনাথ





পিতে চেপে বসে আছিস কেন, হতচ্ছড়া!
নেমে দাঁড়া! তোর জন্যে আমি উঠতে
পারছি না!

নামছি, স্যার! যেহাল
ছিলো না যে আপনার
পিতে চেপে আছি।

এই পিচ্ছিল কান্দার
ওপর দিচ্ছে সাবধানে
ইটিস নি কেন,
হতভাগা!

তাই তো যাচ্ছিলুম, স্যার!
কিন্তু চারদিকের সবুজের
সৌন্দর্য্য দেখতে গিয়েই
তো বেমক্সা পাটা হড়কে
গেলো!

একটা পুকুর খুঁজে এসব
সাহা করে নিতে হবে।

তাই চলুন, স্যার!

নতে আর ফর্তে! তোরা একটু এগিয়ে দ্যাখ সামনে
জলাশয় আছে কিনা।

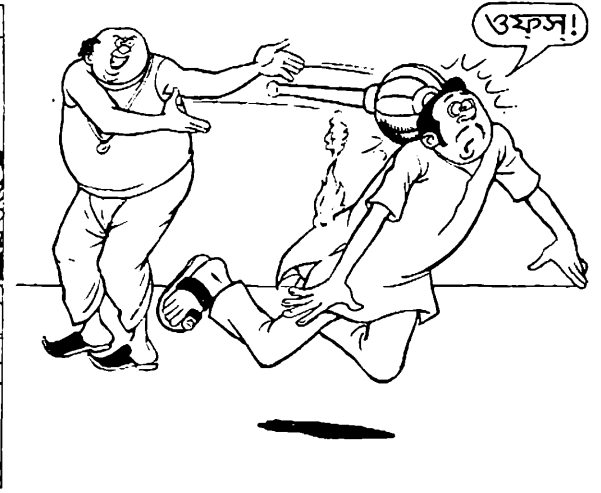
নিশ্চয়, স্যার! চল ফর্তে!





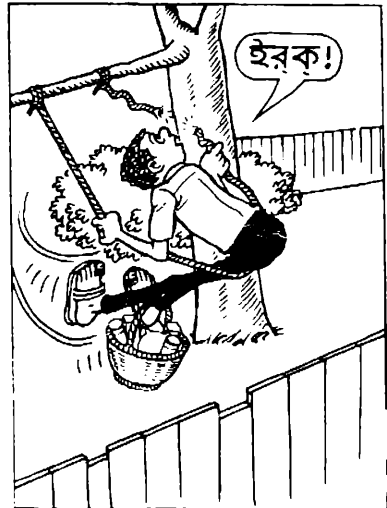


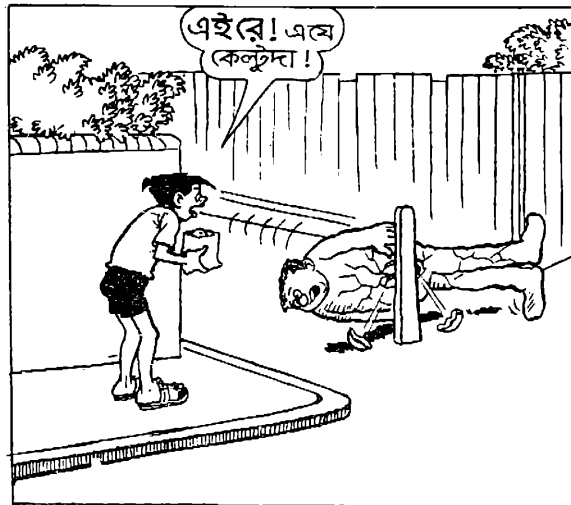
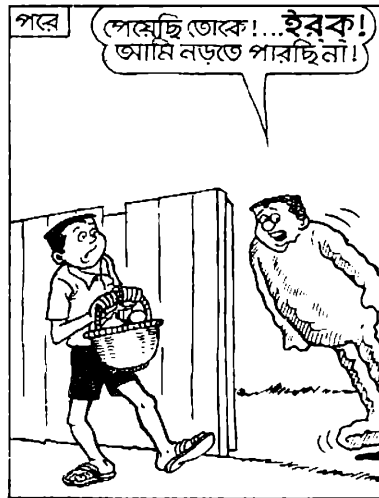






নারায়ণ দেবনাথ





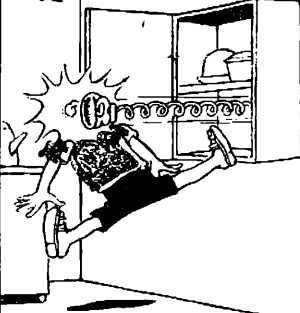


নারায়ণ দেবনাথ



বেঁচার, নক্টে! রাধুণী আরো একটা
ফাঁদ পেতেছিলো কেলুটর জন্যে

দমাস!



বাপস!

খাবারের বন্দলে
সাবাড় হয়ে
যাচ্ছিলাম!
নাক একেবারে
ঢাক হয়ে গেছে!

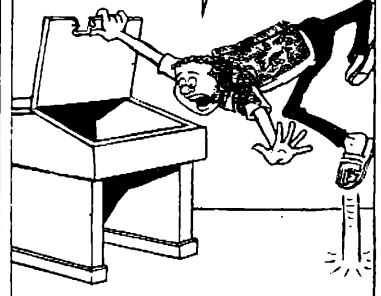


ওদিকে

এই সব সেলাই করতে
অনেক সময় নিয়েছিলো!
কিন্তু এখন আমি ওদের
বাজেয়াস্ত করা খাবার
খেয়ে নিতে পারি।



ইক! ওরা আমার ডেস্কো
ডেঙে সব খাবারটাই হাটিয়ে
নিয়ে গেছে!



ওদের যখন পাবো একেবারে
উচুত শিক্ষা দিয়ে দেবো!



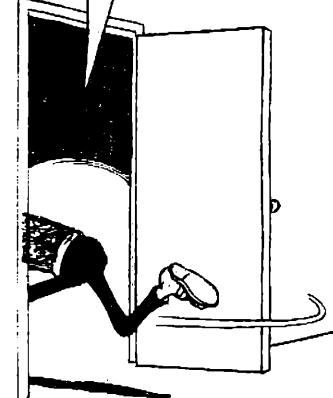
আঃহা! ওরা তাহলে এই মালপত্র

রাখার কুস্তির মল
বজে সাঁটাচ্ছে! আমি
ওদের খাওয়ার শব্দ
শুনতে পাচ্ছি!

চকাম!
চকাৎ!

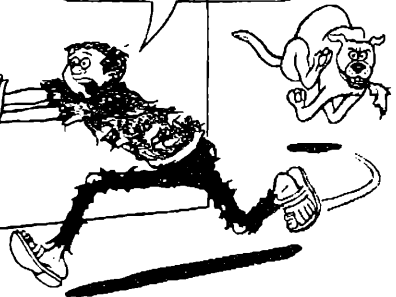


ডেবেচিস ফাঁকি দিবি! আমি
এই খাবার নিয়ে যাচ্ছি!



খাওয়া শুরু কর ফন্টে! কেলেটো এখন
খুবই ব্যস্ত- আমাদের দিকে মন
দেবার সময় নেই! হেঃ হেঃ!

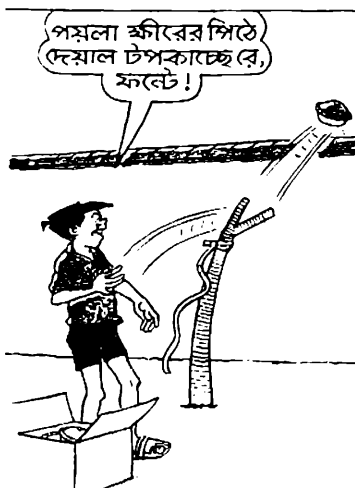
বাঁচাও! হে-য়েল্প!

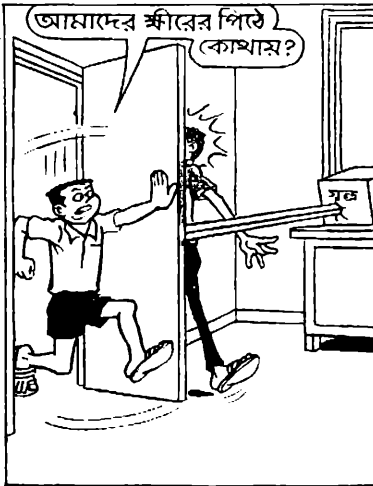
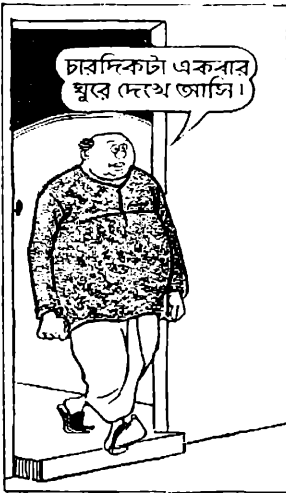




নটে
আর
ফলে

রায়াণ দেবনাথ

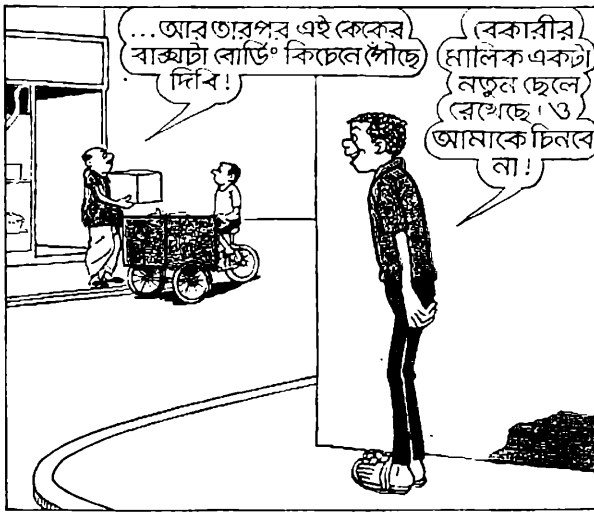






নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ



...আর তারপর এই কেকের বাক্সটা বোডিং কিচেনে পৌঁছে দিবি!

বেকারীর মালিক একটা নতুন ছেলে রেখেছে। ও আমাকে চিনবে না!

ও আগে অন্য জায়গায় মাল পৌঁছে দিতে হবে, তাই আমি ওর আগেই বোডিংয়ে পৌঁছে যাবো।



বাঃ! রসুই ঠাকুরের চিহ্ন নেই, স্বতরাং আমি ওর গামছাটা নিয়ে যাই!



সেই মতো

আমি রান্নার লোক - আমি এই কেকের বাক্সটা নিচ্ছি!

ওহ, নেহি! কালুটুয়া কেক ধোঁকা দিয়ে লিচ্ছে



নটে আর ফটেটা নেই। ওরা হাজির হওয়ার আগেই এগুলি আমার ডেরায় নিয়ে গিয়ে একটার পর একটা পরখ করি! হিঃহিঃ! স্বভূত!



হামার মাল কালুটুয়া ধোঁকা দিয়ে লিয়ে লিবে জুটা কথুনাই হবে না। আমি এহি আতা। কাঠের মেঝেতে লাগিয়ে দিলম কালুটু পা ঝাটসে আটকে যাবে সর্দির আমি ওটা ওর থিকে কেড়ে লিবে।



হামার কেক হামার কাছে আসিয়ে গোলা কালুটুবানু!

ইরক!



গরুর! রসুই ঠাকুর খুব চালাকি খেলেছে, ধ্যাং! আমার পায়ের সঙ্গে মেঝের পাটাতনের তক্তা উঠে এসেছে!





নটে ফণ্টে

রায়শ দেবনাথ



বাপ রে! চলাতে
হামার আম্বুল পুড়িয়ে
গেলো!



তুমি অবশ্যই এত্নি সিন্ধে
বোড়িয়ে ডাঙারের কাছে
গিয়ে তোমার হাতটা ড়েস
করিয়ে নাও, পাচকঠাকুর!

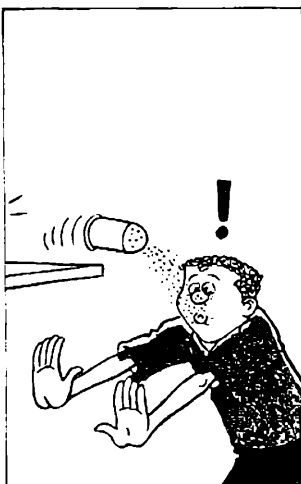


হিঃ হিঃ! এবার এই
উপাদেয়ে দই বড়া দিয়ে
ভুজি করে জলসোগ!



সংবধান, ফণ্টে! কিচেনের
দয়ালে বল লাখাস না! রান্নার
হাবুর বলেছে এতে ঝাঁকুনি
হয়ে ওর পাশ
নাচে পড়ে যায়।

দমাস!



কেলু! হাঁচি থামা! লোংরা জীবন
কিচেনের চতুর্দিকে ছিটোচ্ছিস!

জাঁজাঁ-হ্যাঁচো!
হ্যাঁচো!



বলে হচ্ছে তুই বিকী ঠাণ্ডা লগিয়েছিস!
চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারের
কাছে চল।

জাঁজাঁ-হ্যাঁচো!



কিছু পড়নি রে, নটে! আরিষাস!
দ্যাখ এক গামলা দই-বড়া, আর
বেউ এটা পাহারা দিচ্ছে না! আজ
আমাদের উপাদেয়ে ভোজ
খাওয়ার কি জগ্য রে, নাইরি!



উমফ! ইয়ুফস এই
ওম্বুখটা বীভৎস



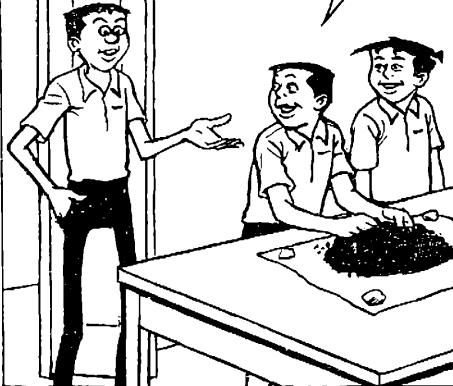


নাটে
আর
ফটে



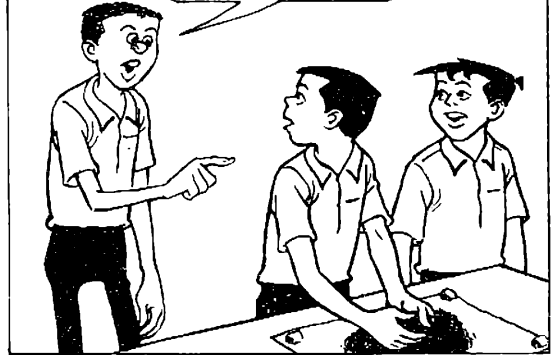
স্বাধীন দেবনাথ

কি করছিস রে তোরা
দুজনে?

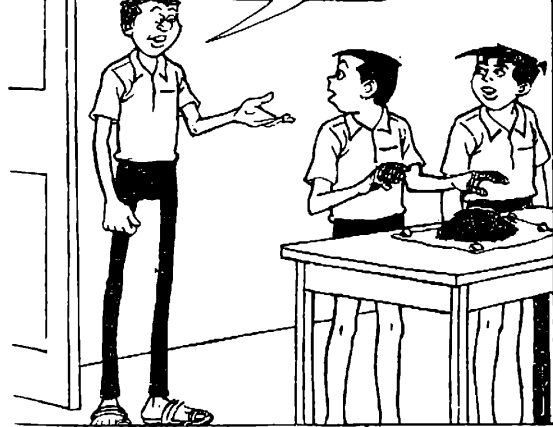


ছুঁচো বাজির
মশলা তেরি
কম্বাছি

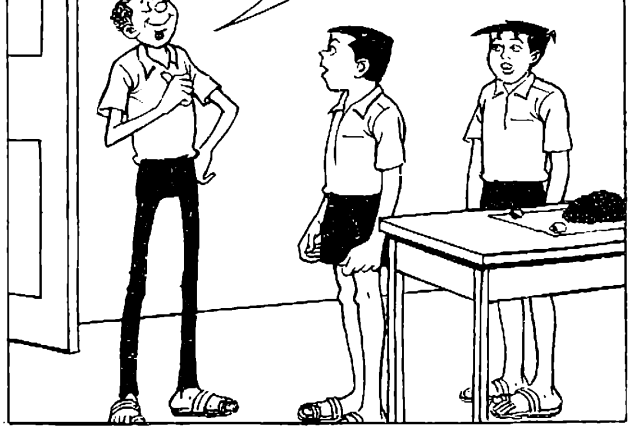
ছুঁচো বাজি! জ্ঞানিস এ বাজি কি ভীষণ পাজি!
এ বাজির খস্কের গড়ে একবার স্যারের কাপড়
পুড়ে গিয়েছিলো। এখন স্যার এ বাজির নামে
ডায়নক স্কোপে যান! তোরা ও সব বক্স না করলে
স্যারকে বলে দেবো।



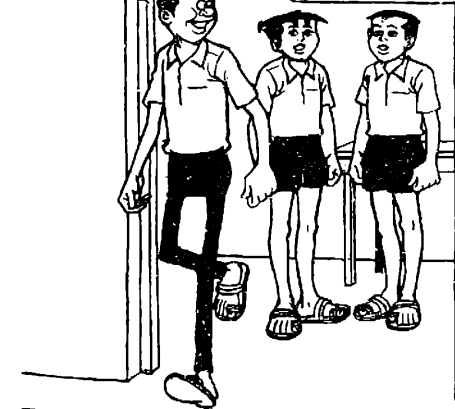
ও সব ছুঁচো বাদ দিয়ে নিরাপদ বাজি তুবড়ি
তেরি কর না।



আমি এবার তুবড়ি বানাচ্ছি। তুবড়ির কাড়ের হাইট
শহীদ মিনারের মতো হবে।

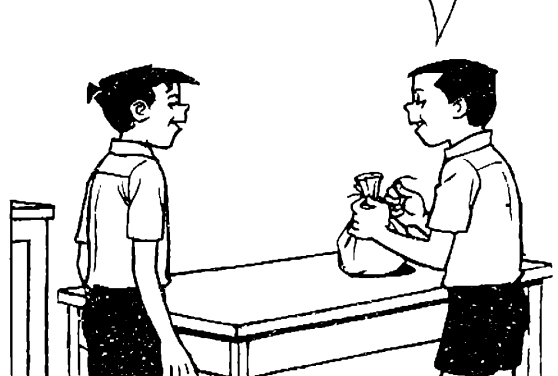


আর স্যারকে দিয়ে এ তুবড়িতে প্রথম অগ্নিসংযোগ
করাবো। তোরা ভালোয় ভালোয় এ ছুঁচোর মশলা
ফেলে দিয়ে আর।



এবার আমাদের কি
করা উচিত, ফটে?

স্যারকে দিয়ে কেলুদার
তুবড়ির উদ্বোধনকে আরো
জেল্লাদার করা। এগুলো
এখানে এখানেই থাক।







নাটে আর ফন্টে

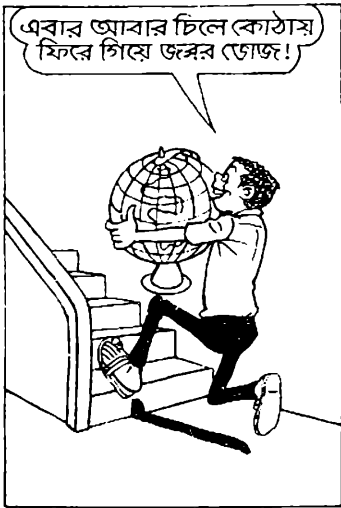
সায়ণ দেবনাথ

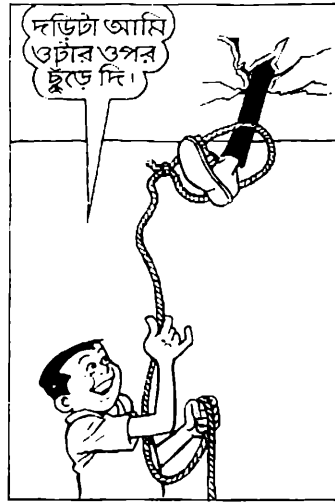






নারায়ণ দেবনাথ







নারায়ণ দেবনাথ



কি দারুণ! পাচকাঁকুর ঐ কুকুরটাকে
কি রকম খাবার খাওয়াচ্ছে! ও
নির্ঘাভ কুকুর ভালোবাসে!



স্কুল থিয়েট্রিক্যালের এই ট্রাফিক থেকে
এ পরিচ্ছদটা পাচকের চোখে ধুলো দিয়ে
আমাকে খাবার পোতে সাহায্য করবে!
হিঃ হিঃ!



ই কামা? আমি এহি স্বপ্নকে ভাগে
কুখাও দেখা। ই, আসুন
মনে পড়লো। স্কুল স্টোপটি
মে হ্যামসা খুশি ত্যাক্সা
সাজোতে দেখেছিলম।



ই তো কুতাসাজা
কালু বাবু ভাচ্ছে, ইটা
হামি বাজি রেখে বুলতে
পারি-কিন্তু ও হামাকে
বন্ধু বানাতে পারবে
না!



উল্প!
ভাগো
জেলদি!
ঐ পাঞ্জি লোকটা
বেচার কুকুরটাকে
পিটিয়ে ভাড়াচ্ছে!



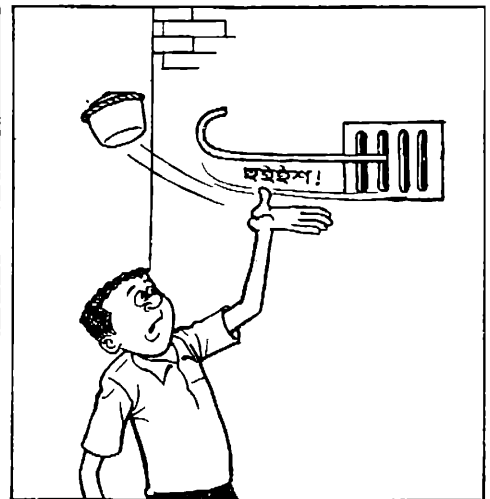
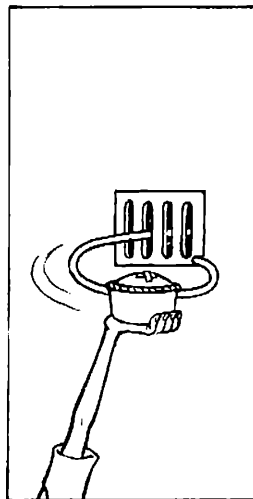
আম! এই নে, এই হাড়িটা
চিবা!



ইয়োফ!
ঠকাস!



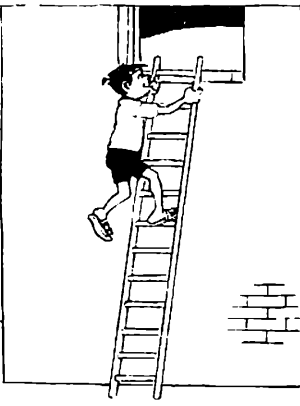
পরে
হামার এহি সামান রাখনে কাচক
ঠিক কোরে দিয়েছো, সেই জোলে
এই কেকটো ভুমাংকে দিলম
ফাকু বাবু!



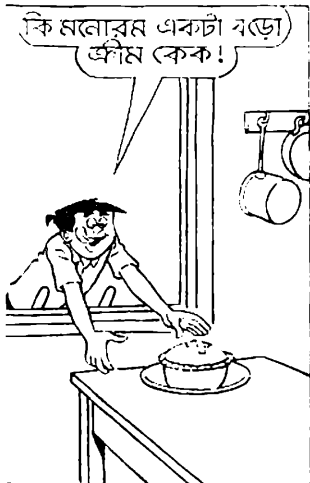


করায়ণ দেবনাথ

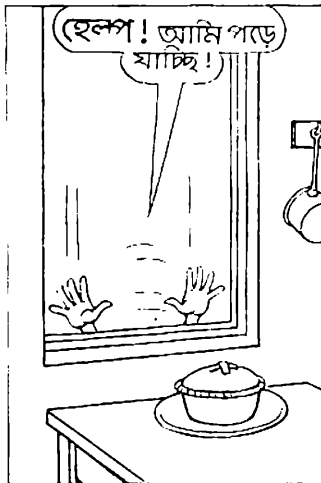
(কি শয়তানি!
যজ্ঞপাতি রাখার
ঘর থেকে নেই নিজে!
এসে নব্বইটা ফুল
কিভাবে থেকে ঘাল
হাতাবান ভাল
করছে.)



চমকেকার, এবার ওর বিচ্ছুরি
পড়ন ঘাটবে!
হিঃহিঃ!



কি মনোরম একটি বড়ো
ফ্রীম কেক!



(হেল্প! আমি পড়ে
যাচ্ছি!)



হোঃহোঃ! নব্বইটা উদ্দেশ্য
উত্তুল করার জন্যে আমি
এই উপায় অবলম্বন
করেছি!

ওফ!



গরুর! একবার শুধু জানার হাত
তোমার গায়ে লাগাতে দেও!

হিঃহিঃ! আমাকে ধরলে
তোলাগাবি!



বোর্ড মিটিংয়ে যেতে কয়েক
মিনিট দেরী হয়ে গেলে!!
আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে
হবে!



ওরে বাবারে! এয়ে
সুপারিনাটেগণ্ট সগর!





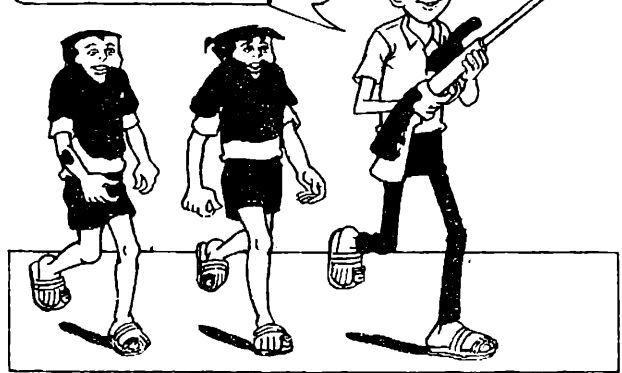
নাট আর ফল

নারায়ণ দেবনাথ

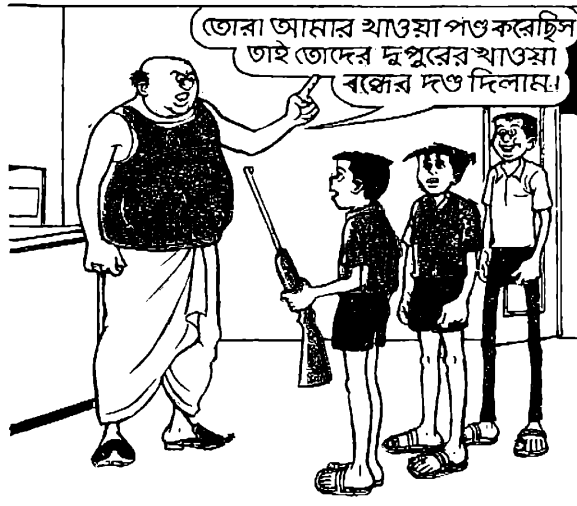


আমাদের খেলাধুলার মান কতো নেমে গেছে। যার জন্য আমরা কোন ধাতুরই একটি পদক আনতে পারছি না। সেজন্যই আমি এয়ারগান দিয়ে লক্ষ্যভেদ প্র্যাকটিস করছি।

অলিম্পিকে আমাদের ব্যর্থতার পর থেকে। অতি সন্ধ্যাপনে আমি লক্ষ্যভেদের সাধনা করে যাচ্ছি। দেখছি এই এয়ারগান দিয়েই দেশের মান চাগিয়ে তুলবো।











সেই মতো

দেখুন স্যার! কি
শিকার এনেছি।

বাঃ! চমৎকার
পুরুটু হাঁস, কিন্তু
গুলি লাগার পরেও
বঁচে আছে কি
করে!

ইয়ে-বোধহয়
ডানায়
লেগেছিলো,
স্যার!

প্যাক!
প্যাক!

পাখি শিকারে তার এতো এলেন
জানা ছিলো না! এটা ডালো করে
রোস্ট বানাও, ঠান্ডার!

পরদিন

দেখুন,
স্যার!

আরিবাস! আজ আবার
ডোঁড়া হাঁস! তাজ্জব শিকারী
তুমি, কেবুট! যা শিকার করিস
সব জয়ন্ত থাকে।

কেলটাকে দেওয়া
আইডিয়ার দারুণ
কাজ দিচ্ছে রে,
নটে!

আর তাতেই কেবুট রোজ হাঁস
শিকার করে আনছে, আর
স্যার রোস্ট বানিয়ে থাকছে।
হাঃহাঃ!

দুপুরের খাওয়ার পর

রোস্টটা এতো ডালো হচ্ছে যে,
আমিই সবটা খেয়ে নিচ্ছি।
তোদের আর দেওয়া হচ্ছে না।

ইয়ে-তাতে
কি হয়েছে
স্যার!

হিঃহিঃ! স্যারকে খুশি
রাখতে পারলেই স্যারের
ডয় দেখিয়ে ওদের বন্ধায়
রাখতে পারবো। কাল
একটু সকাল সকাল
শিকারে বেরোতে হবে।

সোজ একটু তাড়াতাড়ি শুরু
পড়তে হবে। কাল থেকে
সকালে উঠে আবার জগিং
শুরু করতে হবে।

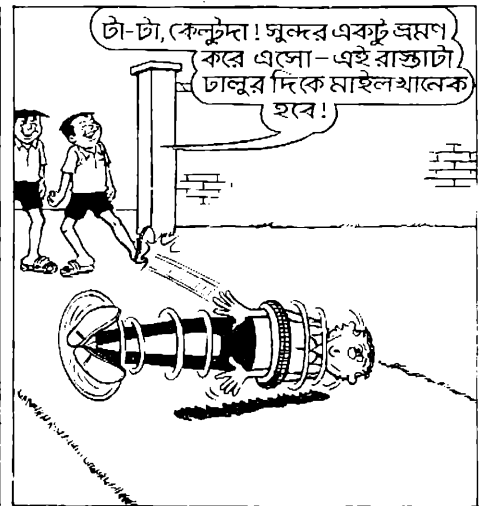
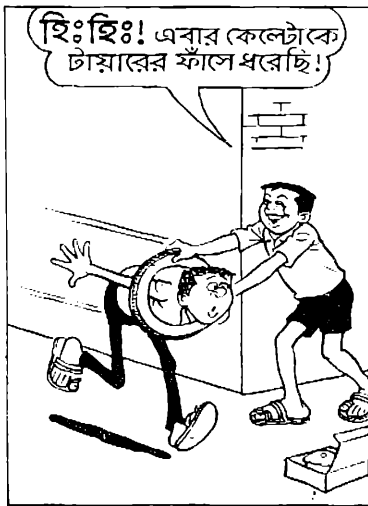






নটে আর ফটে

স্বপ্ন দেবনাথ







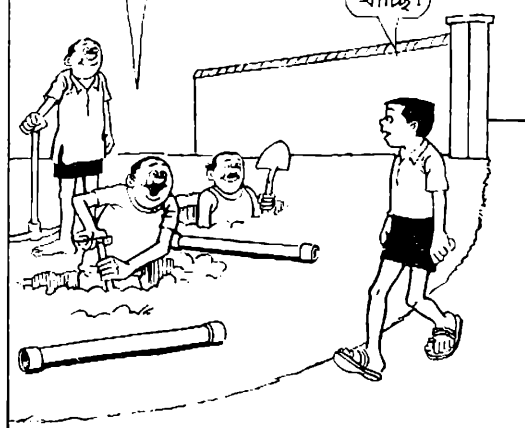
রায় দেবনাথ

(ওহ! গেলো! কর্মীশপকার ঘরে লুণ্ণ করে)
(গোখা ভাষাভাষের সব খাবার)
(সাবান্নে পড়ে দিলে তে। এখন)
(গিয়ে আমাদের জন্যে আমার)
(আমরা খাবার কিনে আনতে হবে)



উপাদেয়!

(তুমি কি সহরে যাচ্ছে,
ফর্মে?)



(হ্যাঁ! আমার আর নটেয়)
(জন্মে কিছু খাবার আনতে)
যাচ্ছি।

সাজে আমরা টিঙে দে দিয়ে টিঙি
আমরা ভাবি কি আমাদের জন্যে
সময়ের দে এনে দিতে পারবে?



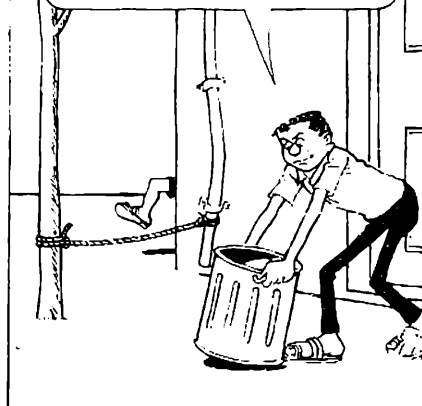
(নিশ্চয়ই!)

আগে তাড়াহাড়ি ওদের দৈটা
দিয়ে আসি পরে আমাদের
খাবারটা নিয়ে যাবো।

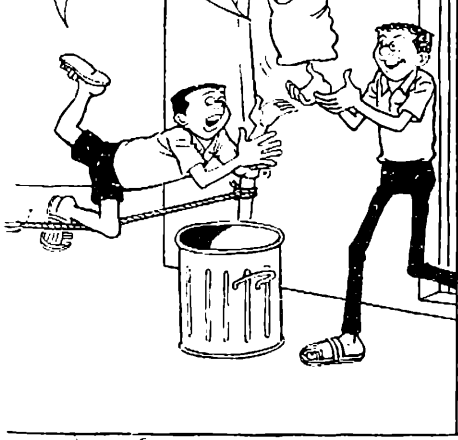


(ওঃ, দারুণ! ফর্মে আবার
ব্যাগে করে আরো খাবার
নিয়ে যাচ্ছে।)

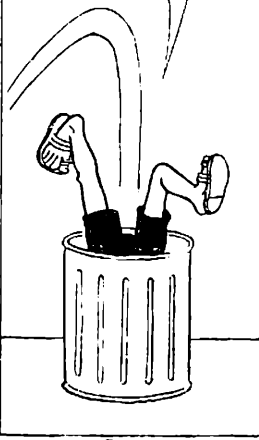
(এই গলিপথের এপাশ থেকে ওপাশে
একটা দড়ি বেঁধেছি। এবার আমি সঠিক
জায়গায় এই ডাস্টবিনটা রেখে দি!



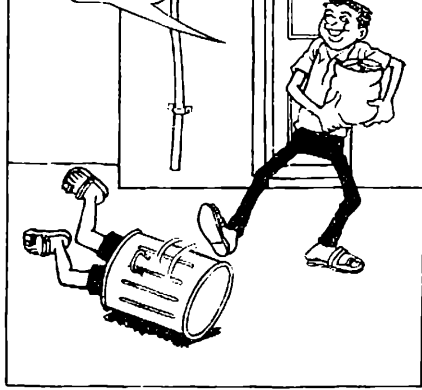
ইরক! অনেক ধন্যবাদ,
ফর্মে!

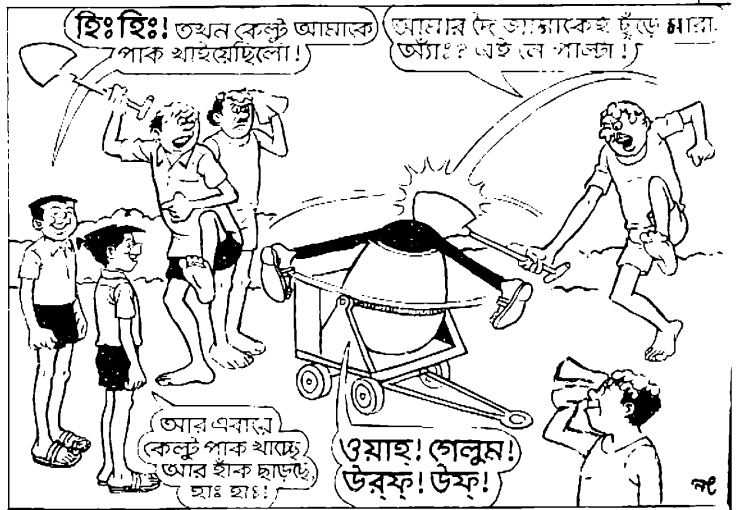
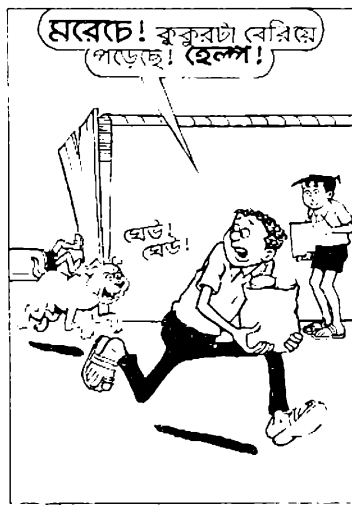


(গোছিরে!)



(এবার তুমি পাক
থতে থতে বেড়াতে যা,
ফর্মে!)
(হেঃ হেঃ!)







একটা ফ্রিক্ট বল লেগে আমার চোখটা কালো হয়ে গেছে পাচকস্তুর আমার এই চোট খাওয়া চোখে বসবার জন্যে কি একখণ্ড মাছ দিতে পারো? ওভে নাকি সেরে যায়?

গরর! কিছু খাবার
হাজার জন্মে এটা
তোর আর
একটা নতুন
কাহিনী!



শেষ পর্যন্ত আমি তাহলে
 'তৈরি নাছড়োজা খেতে'
 'যাটছ!')



24

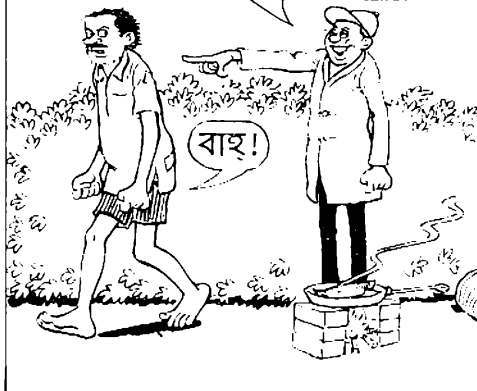
ঠিক আছে, পহেলে
এই সাবুল মাথা কাপড়া
দিয়ে দেখি।

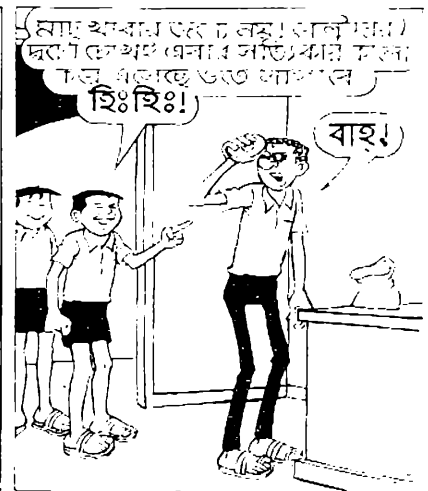


হিঃ হিঃ! মাদুর বাজার থেকে
দোকানদারের নজর এড়িয়ে
এই নাছুর আমি হাতিয়ে
(একোচ্ছ)



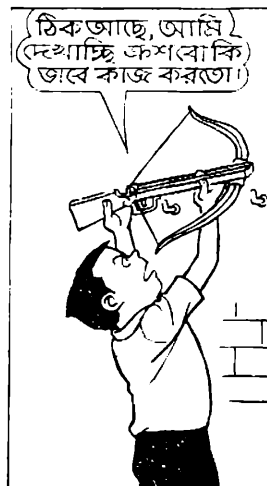
উদ্ভাৱে ৰাৱা কৰা আইনবিৰুদ্ধা তুৰন্ত
কেটে পড়ে! আমি এই ভাঙা মাছটো
বাডেৰাস্ত কৰলুম!

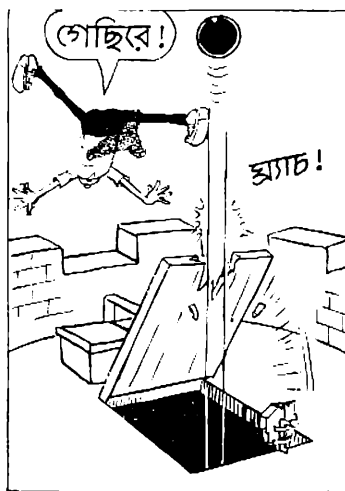






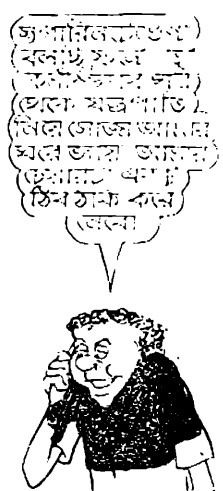
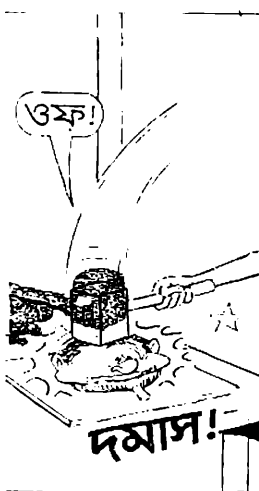
নারায়ণ দেবনাথ

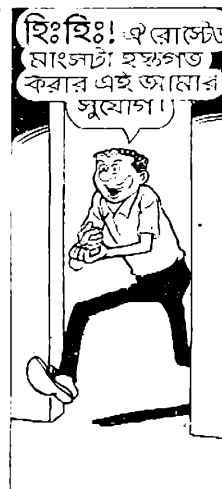
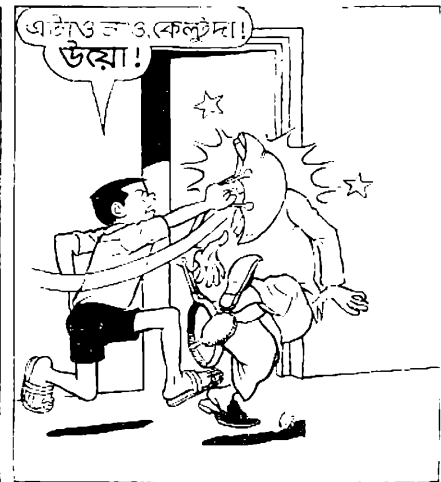






রায়শ দেবনাথ







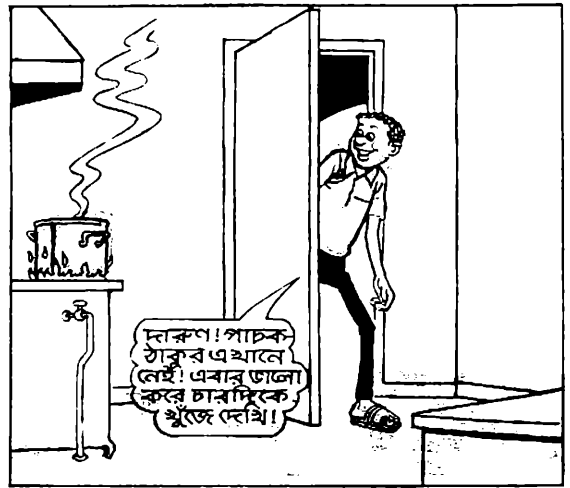
নটে
আর
ফটে



মৃণাল দেবনাথ

আজ ছেলেগুলোর কাছ থেকে এক
টুকরো খাবার আমি খুঁজে পাইনি।
পাচকঠাকুর শয়ান নজর রাখবেন
তখন হয়তো কিচেন থেকে কিছু হাতিয়ে
নিতে পারবো!

বোড়ি
বিশ্বজন



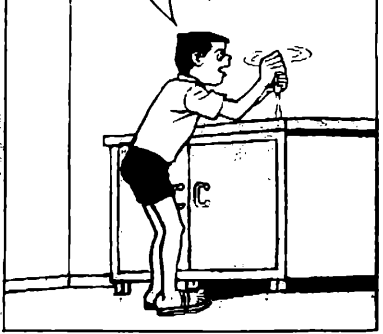
দারুণ! পাচক
ঠাকুর এখানে
নেই! এবার ডালো
করে চারদিকে
খুঁজে দেখি!

মরেচে! কেউ আসছে!
আমি বরঞ্চ লুকিয়ে
পড়ি!

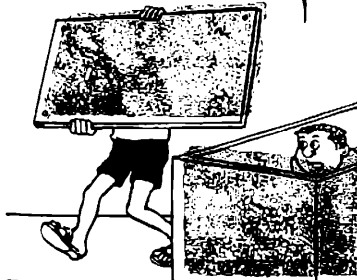


এখানেই বেশ
ডালো লুকোনো
যাবে!

কাপবোর্ডের ওপরে খোঁচ রয়েছে
বলে পাচকঠাকুর স্যারের কাছে
অভিযোগ করেছে! এটা খুলে
কর্মশিক্ষার স্বরে নিয়ে গিয়ে স্যার
এটা মসৃণ করে দিতে বলেছেন!



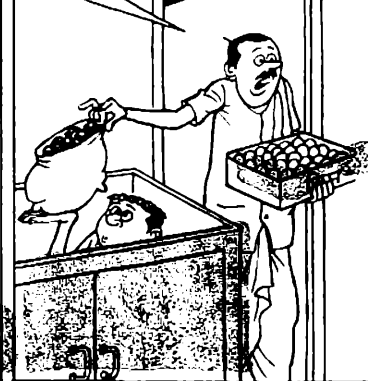
উপস! বরাতের কি
জোর! ফনেটা আমাকে
দেখতে পায়নি!



ইরক! পাচকঠাকুর
ভ্যাসছে! আমি বরঞ্চ
লুকিয়েই থাকি!



আগা আগুর টমেটর ইখানে রাখি
সোওর দেখি
সুপ কমায়সা
ডেয়ার হয়্যা!





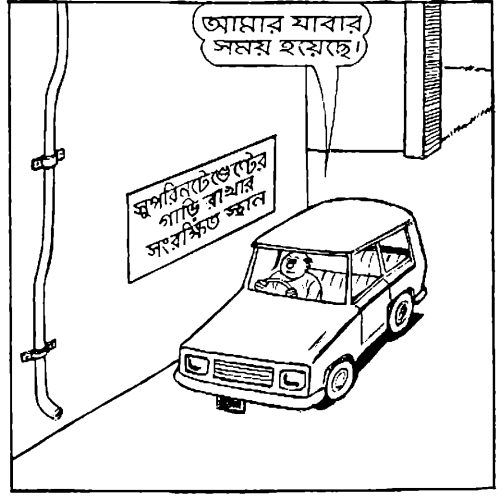
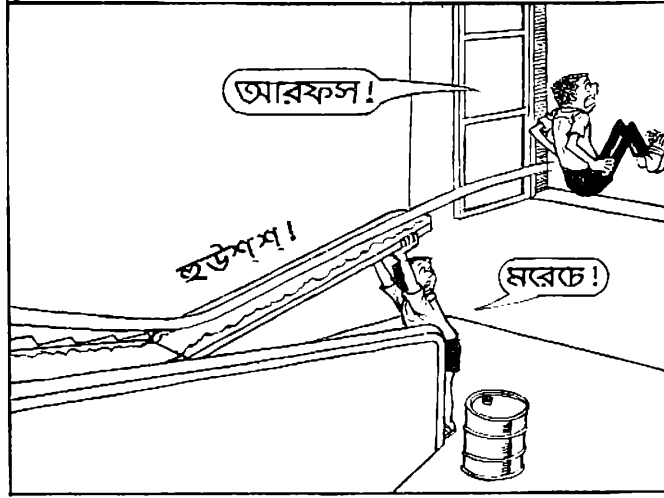
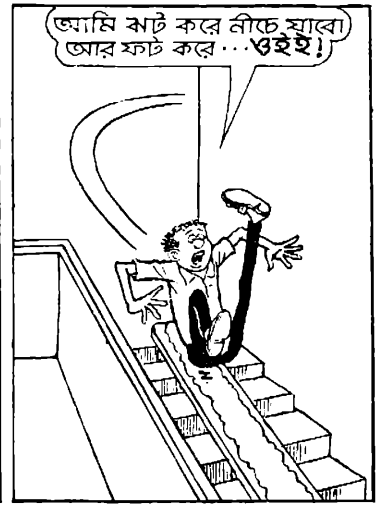


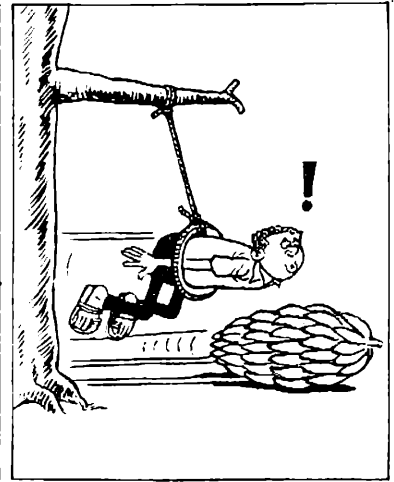
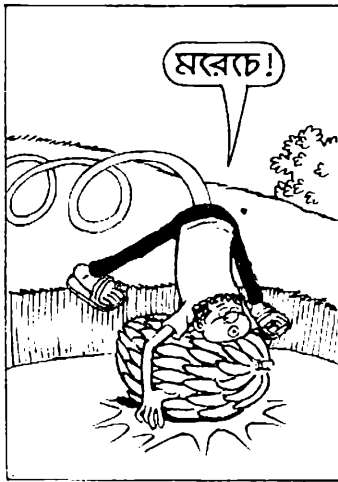
নন্ট
আর
ফন্ট



নরায়ণ দেবনাথ



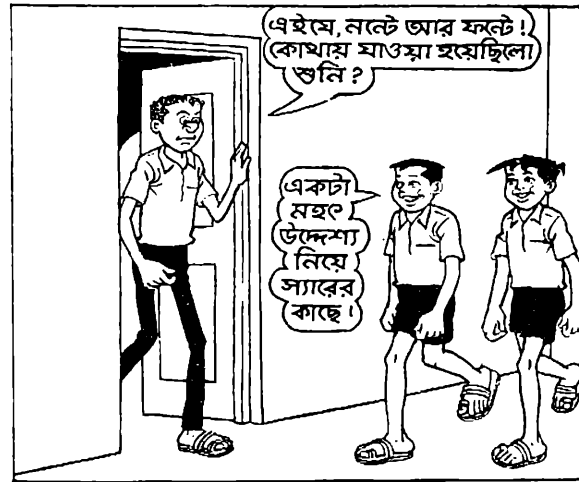






নাটে আর ফন্টে

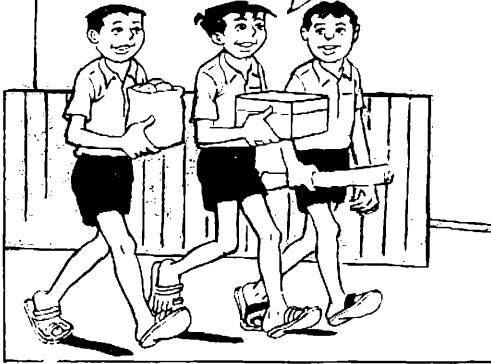
ব্রজেন দেবনাথ





আরো কিছু পরে

অর্থ যা সংগৃহীত হয়েছিলো
তা দিয়ে কেনাকাটা সব হয়ে
গেলো। এবার মাঠে জনসেবা
অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।



এদিকের কাজ শেষ, এবার
স্যারকে এনে অনুষ্ঠান শুরু
করা যাক।

চল, বুটকে! যারা আমাদের
সেবা নেবে তাদের খবর
দিয়ে আসি।

বিনা ব্যয়ে
চিকিৎসা
কেন্দ্রের
জন্য



চলুন, স্যার! সব জেরি
এবার অনুষ্ঠান শুরু
করবো।

বেশ, ওষুধের
বাক্সটা নিয়ে
চল।



সব রেডি করে ফেলেছি, স্যার!
আপনি গলেই শুরু করে
দেবো।

হ্যাঁ, সেবা করার
লোক জোগাড়
হবে তো?



কৈ রে, নটে! এতো দেখছি ফাঁকা ময়দান!
সেবা নেবার লোক কোথায়!



খুব কম সময়ে
ব্যবস্থা করতে
হয়েছে তাই খবর
দিতে পারিনি।
এখন সব এসে
পড়বে স্যার!

এইতো, স্যার! আজতে
শুরু করেছে। আমি
সব বেছে বেছে আসল
দুঃস্থ আর আর্ডজনেদের
বলেছি, স্যার!



শুরু হলো জনসেবা

আসুন, একে একে স্যারের কাছে জম্বুবিশ্বের
কথা বলুন।

কি হয়েছে?

এঁকে বড়ই দ্বন্দ্ব
হয়ে পড়েছি। মোরে
চাফা হওনের ওষুধ দান।

জিতটা দেখি!

অ্যাঃ! ঠিক আছে যে
বলবর্ধক টনিক
তোরা এনেছিস তাই
একটা দিয়ে দে।

আচ্ছা এবার কে?

এঁকে মুই ছার! মোর কোমরে
বড় বেদনা।

ওদিকে

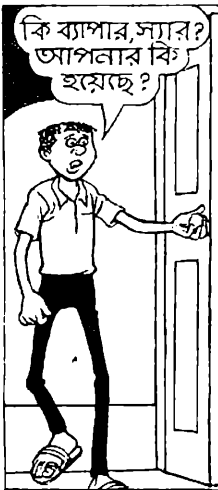
ই, স্যারকে নিয়ে নড়ে আর ফড়ে
জনসেবা বেশ জমিয়েছে দেখছি।
এবার আমি আরো জমিয়ে
দিচ্ছি।

তুই সেবা নেবার জন্যে
হালেই জনসেবা আরো
জমাটি হবে।

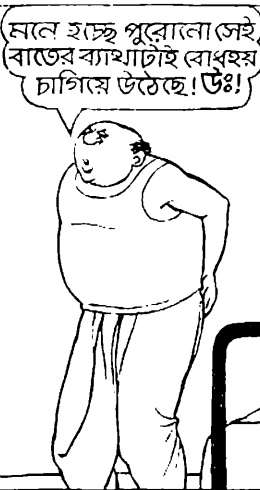
মা, ব্যাটা! ওখানে জোর
থানাদানা হচ্ছে খেয়ে আমি।



মণি দেবনাথ



কি ব্যাপার, স্যার?
আপনার কি
হয়েছে?



মনে হচ্ছে পুরোনো সেই
বাতের ব্যাথাটাই বোধহয়
চাপিয়ে উঠেছে! উঃ!



ডাক্তার ডেকে নিয়ে
আসবো, স্যার?



তাই ডেকে নিয়ে
আয়। ব্যাথাটা
বড়ই বেগ দিচ্ছে!



আমাদের খানার
কম্বল কেঁকড়া হানা
দেবার আগেই সব
সব ফ করে ফ্যাল
মন্টে!

আর সাফ করতে
হবে না। বাজেয়াপ্ত
করে আমিই সব গাপ
করে ফেলবো। তোর!
উঠে আয়।



যা গিয়ে এখুনি ডাক্তার ডেকে নিয়ে
আয় শিগগির। স্যারকে বাত কাত
করেছে।



মনে হচ্ছে চেম্বার
কাকাই আছে, চল
চুকে পড়ি।

ডাঃ গুইরাম
গুই

একেবারে সঙ্গে
করে নিয়ে যাবো।



আমাদের সঙ্গে এখুনি
শেতে হবে, ডাক্তারবাবু!
ভাড়া ভাড়ি।

কেন এবং কোথায়?

স্কুল বোর্ডিংয়ে।
আমাদের স্যারকে
দেখাতে-বাত ওকে
কাত করেছে।







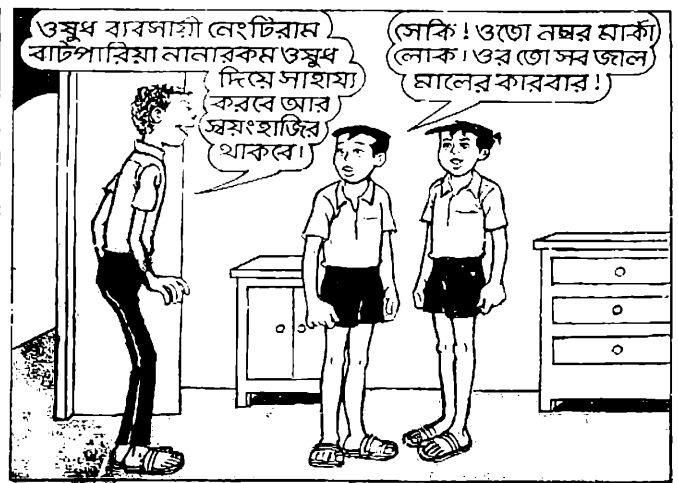
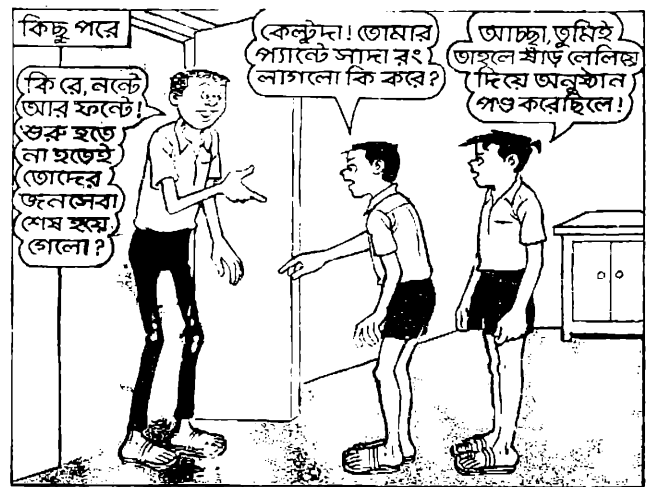


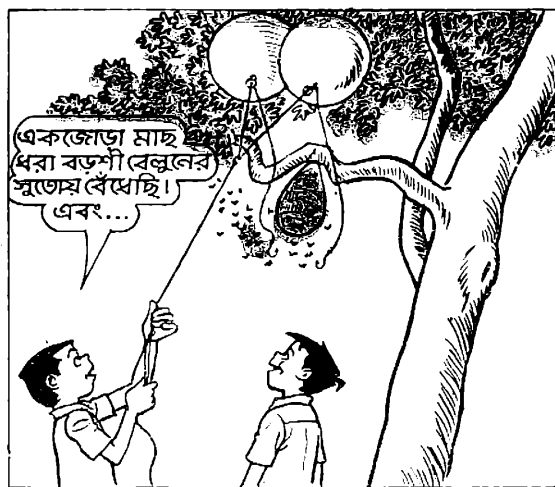


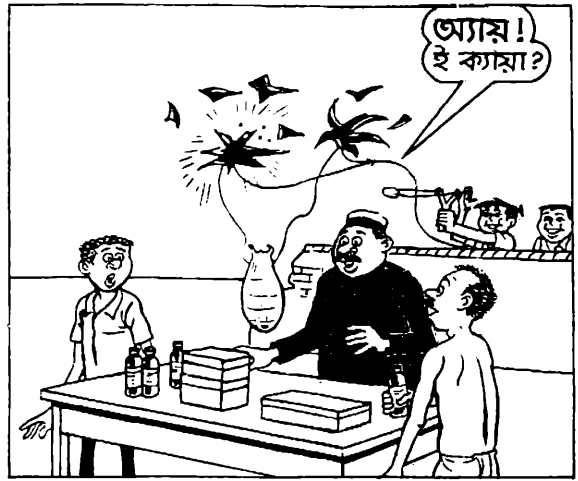
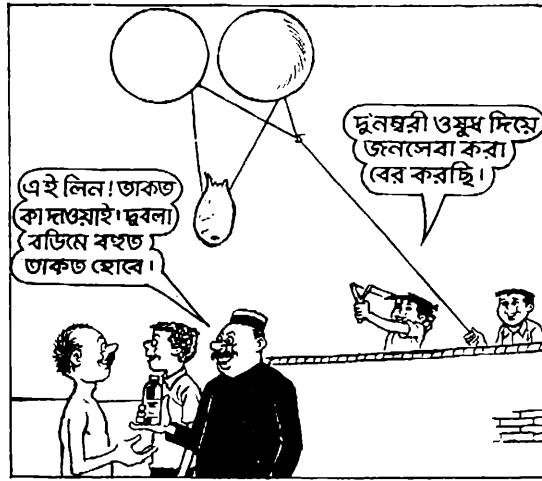














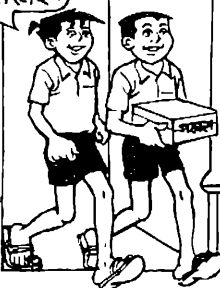
নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ

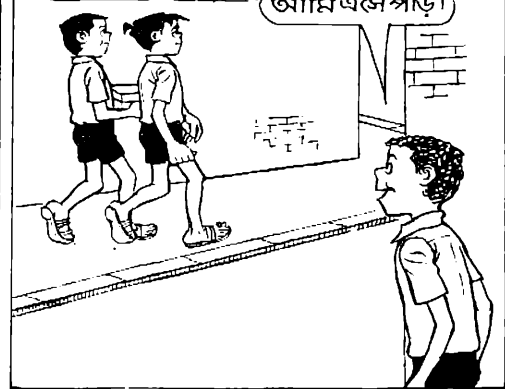
লক্ষীরাম মিষ্টান্নজোড়ার

ডালো হয়েচে
যে কলেন্টাটা
এখন নেই।

মা বলেছিল। আজ
টিফিনটা নির্বিয়ে
সারা যাবে।



উল্স! নটে আর ফটে
ঠিক যখনই মাল নিয়ে যায়
তালবুঝে ঠিক তখনই
আমি এসে পড়ি।

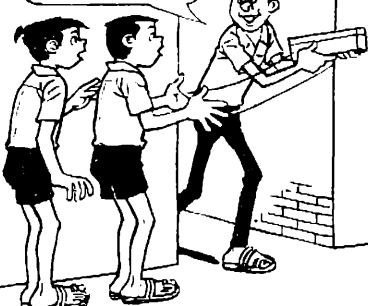


সর্টকাট রাস্তায় গিয়ে
ওদের যাবার রাস্তার ধারে
ঘাপটি মেরে থাকবো,
তারপর—

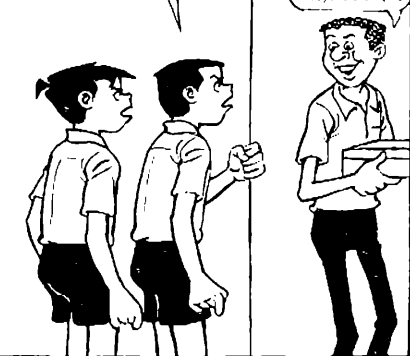


কিছু পরেই

(তোমের এই সন্দেশের বাজা)
আমি বাজেয়াস্ত করলুম।
কারণ তোরা নির্দেশ আমান্য করে বাইরের
খাবার বোর্ডিংয়ের ভিতরে নিয়ে যাবার
ধান্দা করছিলি।

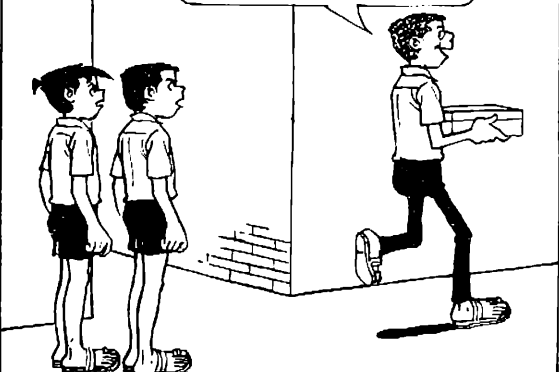


(এটা কিন্তু ডালো হলোনা,
কেলুটনা! আমাদের সন্দেশের
বাজা তুমি ফেরত দিয়ে দাও।)



বাজেয়াস্ত
(জিনিজ)
কখনো
ফেরত হয়
না হিঃহিঃ!

আর বেশী ট্যাঙাই ম্যাগুই
করলে স্যারের কাছে রিপোর্ট
করে দেবো। তার কি ফল হবে
তা তোরা ডালোই জ্যানিস।



হতচ্ছাড়াটাকে
কি করে টাইট দেওয়া
যায়, বলতো?



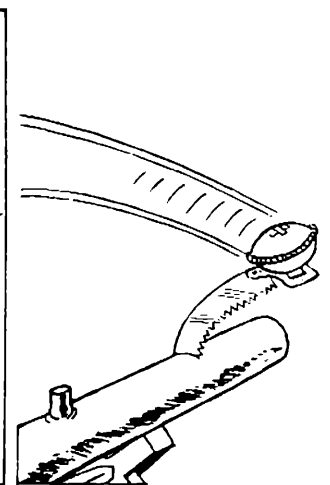
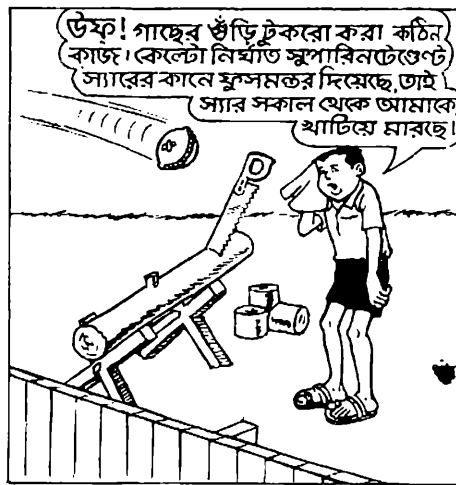
ঠিক, একটা আইডিয়া
নাথান্য এসেছে। ওর এ
বাজেয়াস্ত করা দিয়েই
ওকে জব্দ করতে হবে।





নারায়ণ দেবনাথ







নারায়ণ দেবনাথ



(আজ এটাই হচ্ছে বসায়ন বিদ্যা শিক্ষার শেষ, ছেলেরা! তোদের আমি রকেট তৈরি শিখিয়ে দিলাম। ইচ্ছ করলে তোরা নিজেরাই তৈরি করতে পারবি।)

তুলিঙ্গ না— আজ বিকেলে আমরা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে বেরোবো।



(আমরা কিছুক্ষণের জন্যে ঝগাশে থাকবো, বন্ধুরা! এখানে আমাদের কিছু কাজ করার আছে!)



যা ভেবেছি! স্যার পর্যবেক্ষণে গিয়ে নিজে খাঁটাবার জন্যে বাস্তবতা আমার নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি সেটা হতে দিচ্ছি না!



কারণ আমি এর অনেকটা হাতিয়ে নিচ্ছি! হিঃহিঃ! আমি এগুলি এই ব্যাগে নিয়ে নিচ্ছি।



(সোজা কিলের দিকে নিয়ে চল, কেল্ট! আমরা ওখানে নানা ধরনের গাছের অনেক পাতা সংগ্রহ করতে পারবো।)



ছেলেটা, তোরা বনের মধ্যে যা। গিয়ে ভালো কিছু নমুনা নিয়ে ফিরে আস।

আমি স্যারের কোমরে এই খুঁকটা আটকে দিই।



ছেলেদের নজর এড়িয়ে আমার খাবারটা আচ্ছেশ করে খাবার জন্যে আমি ডল্টাটিকে চলে যাই!



আমি নিঃস্বাভে নদীর ধারে গিয়ে বলে নিজস্ব পিকনিক করি! হিঃহিঃ!





নাটে ফটে



কালেকশন

গাঁ-আ-ক!

ওরে বাবারে, বাঘে
খেয়ে ফেললে রে—!

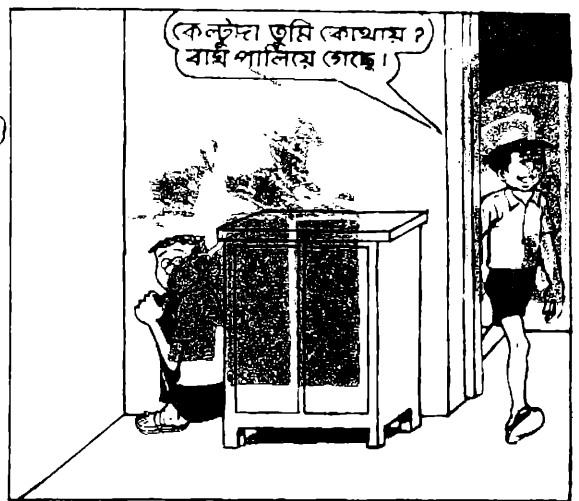


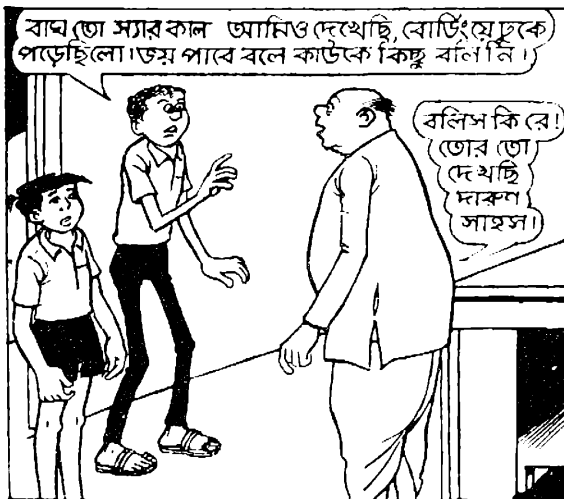


নারায়ণ দেবনাথ

















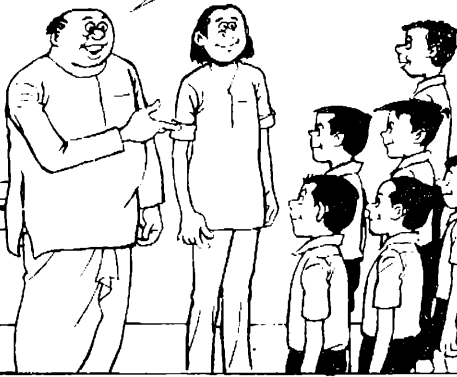


নটে আর ফটে



নারায়ণ দেবনাথ

ছেলেরা! ইনি তোমাদের কর্মশিল্পের
নতুন শিক্ষক। তোমাদের ইনি হাউজের
শিক্ষা দেবেন।



চলো, আজ তোমাদের কি করে মূর্তি গড়তে
হয় সেটা দেখাবো।

খুব ভালো হবে,
স্যার!



প্রথমে একটা মাটির তাল নিয়ে
তাকে চপে চপে ওপরটা খানিক
মাথার আকৃতিতে নিয়ে আসবে।



তারপর আঙুলের
চাপ দিয়ে নাক,
তোখটা তিক
করে নেবে-



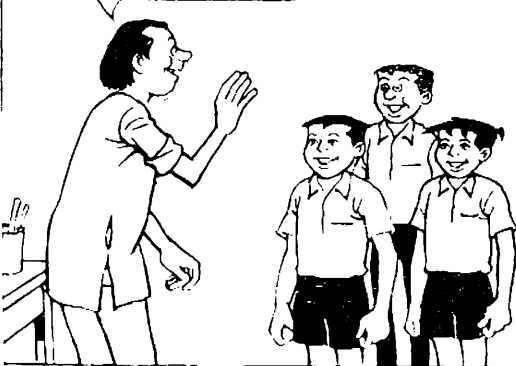
ভালো করে দেখে
শিখে নে নটে
আর ফটে!

তারপর এই মস্তপাত
দিয়ে খানিক
কারিখুরি-বাস,
কার মূর্তি মনে
হচ্ছে?



আরিবাজ!
এসে স্যারের
হাত-খুঁড়ি
মুখ!

এবার তোমরা নিজেরা কিছু
করার চেষ্টা করো। আমি
সুপারিনটেন্ডেন্টের সঙ্গে
একবার দেখা করে আসছি।

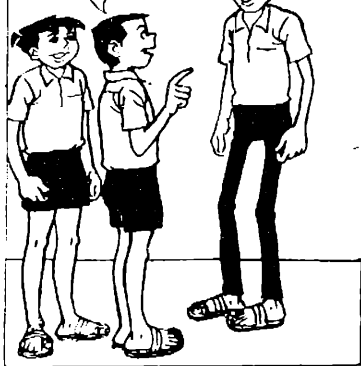


তিক আছে,
স্যার!

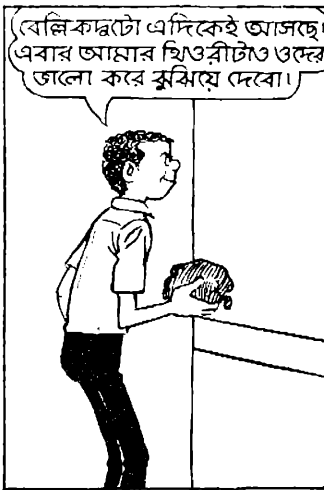
একটু পরে আমরা
কেলুদার আবক্ষ
মূর্তি গড়বো খুবই
সহজ পদ্ধতিতে।
শোন (ফিস্-ফিস্-
ফিস্-ফিস্) কেমন
হবে? দারুণ



আমরা তোমাকে দিয়েই
গুরু করবো ভাবছি-
মানে তোমার আবক্ষ
মূর্তি দিয়ে।



নটে আর ফটের নানান কীর্তি (২২ পর্ব) — নারায়ণ দেবনাথ





নটে আর ফটে



নারায়ণ দেবনাথ





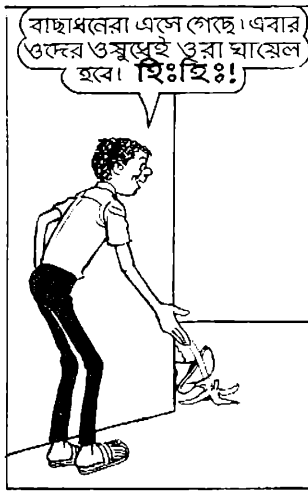


নটে আর ফটে



নারায়ণ দেবনাথ





নাটে আর ফন্টে



- নারায়ণ দেবনাথ



বাহ! ছেলেগুলো
ওদের বাইরে থেকে
আমি খাবারগুলো
বাজেয়াস্ত করে
নেবো এই উয়ে
গাটের বাইরে
সুকিয়ে আছে।



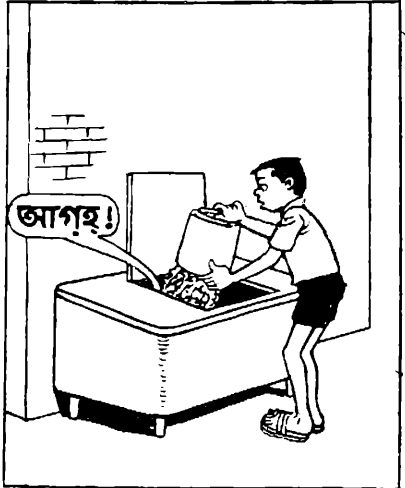
আমিও লুকোবার জন্যে একটা
নতুন জায়গা খুঁজছি—আর এই
নতুন ময়লা ফেলার জায়গাটা
খুব ভালো কাজ দেবে।



চমৎকার—এটা দেখছি
খালি! এখানে থেকে আমি
ওদের ওপর নজর রাখতে
পারবো।



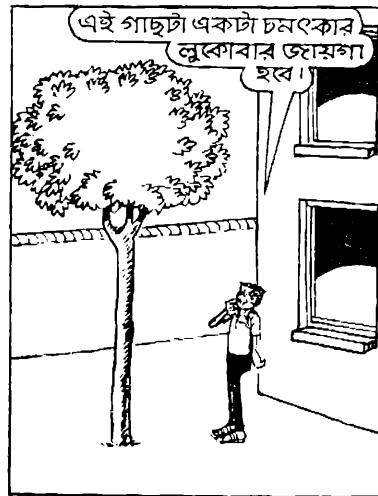
পাচক ঠাকুর বললো এই
জঞ্জালগুলো আমি ফেললে
আমাকে স্পেশাল তৈরি কিছু
দেবে, কিন্তু ভিতরের ডাস্টবিনটা
ওতি তাই বাইরের ডাস্টবিনেই
জঞ্জালগুলো ফেলে যাই।



আগুহ!



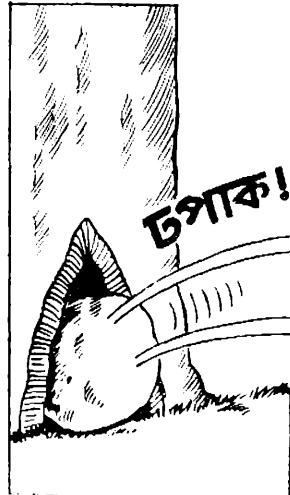
গররর! আরে, কেল্টনা মে!
তুমি ডাস্টবিনের মধ্যে
কি করছিলে? জামুসি
করছিলে নাকি?
কি হলো বলতো?
হাঃহাঃ!



এই গাছটা একটা চমৎকার
লুকোবার জায়গা
হবে।



হুঃ হুঃ সুপারিনটেণ্ডেন্ট স্যার ঠিক
দ্বয়ের আলো আটকাচ্ছে
বলে ঠিক জ্বালার
সামনের এই গাছটা
মোসিন করাও দিয়ে
কেটে ফেলাতে বললেন।





নরায়ণ দেবনাথ



নতুন পাচকঠাকুরের হাতের থানটা বেশ ভালোই। খাওয়াটাও বেশ! জ্বর হয়নি। এবারে দুধটা খেয়ে নিই—ঠাকুর দুধটা নিয়ে এসো!



একি! রোজই বেশি দুধ কম থাকে। আজ একবারে তলাবিতে ঠেকেছে কি ব্যাপার, তুমি খেয়ে ফেলাছিস নাকি?
না, বাবু আমি কলে খাতি যাবো। মনে হচ্ছে গণেশঠাকুর ভয়ে লিচ্ছে



আমাদের মধ্যে কে আমার দুধ লাপাট করেছিল বল? না হলে সবারই খাওয়া বন্ধ হয়ে মাবে।
আমরাও না, স্যার!



তারা কেউই কিছু জ্ঞানিস না, তবে কি এক বাটি দুধ খাওয়ায় ডরে গেলো? নিছাত জোদের মধ্যেই কেউ গিলেছে।
স্যার, বলেন তো আমি পাতো করতে পারি এটা বাক! বা কাদের কাজ!



পরদিন সকালে
এই যে, দেখুন স্যার! দুধের খোঁটা নটে আর ফটের মতের মধ্যে ঢুকেছে!



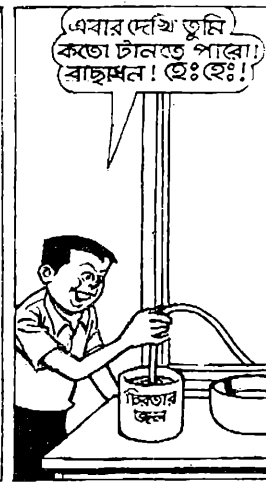
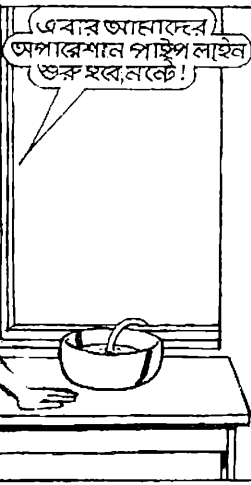
এবার আমি নিশ্চিত যে তোরাই আমার দুধ খেয়ে লিচ্ছিস, কারণ জোদের বরজার কাছে দুধ পড়ে ছিলো।
না, স্যার! আমরা দুধ খাইনি।
কোন কথা শুনতে চাই না! আজ তোদের খাওয়া বন্ধ!



পাজি কেলসটা আমাদের নামে ইচ্ছে করে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে আমাদের শাস্তি দেওয়ালে।
চল, কিচেনে দিকে মাই! জানালা দিয়ে যদি কিছু হাতানা যায়



আরেঃ! কিচেনের জানালা দিয়ে ওটা বি: বেরিয়েছে, বলতো?
একটা সরু পাইপের মতো মনে হচ্ছে যেন!





নাটে
আর
ফটে



নারায়ণ দেবনাথ



(স্কুলের উৎসব আমি খুবই পছন্দ করি। এখানে সবসময় প্রচুর খাবারের ব্যবস্থা থাকে।)



(তুই যদি এই খাবার মজুতের ঠান্ডাটা পাহারা দিস, ফটে, তাহলে আমি তোকে উপাদেয় জিনিস দিয়ে পুরস্কৃত করবো।)

ঠিক আছে, স্যার!



(পাহারা দেওয়া থেকে ফটেটাকে হঠাৎ হবে, আর আমি জানি সেটা কি ভাবে!)

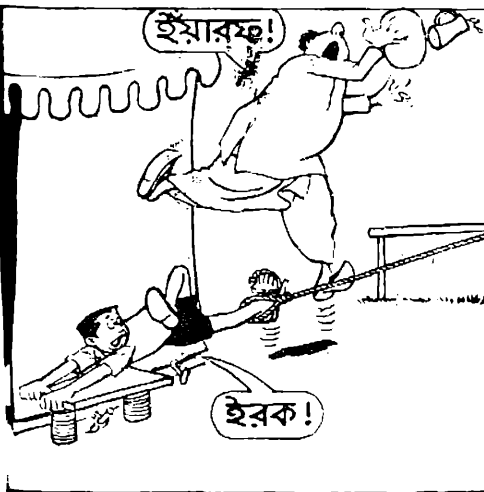


(এই ফাঁসটা আমি ওর পায়ে গলিয়ে দিলাম। অন্যদিকটা গোদার জিনের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছি।)



(আরো সবও নিয়ে মাই আজ অনেকেরই হতেচা পারে!)

দৌড়ো, ব্যাটা গোদা!



ইয়ারফ!

ইরক!



ইয়ুফস!



(অকস্মিক টেকি! সব সরবরাহ বরবাদ হয়ে গেলে তোর জন্মো হতচ্ছাড়া!)

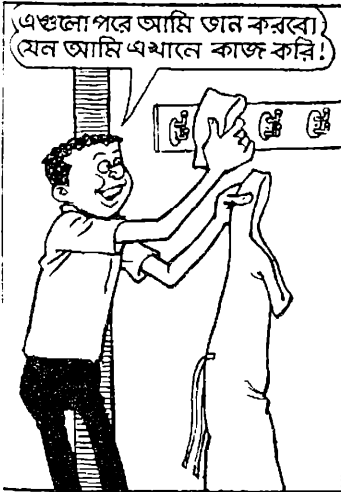
সাই!

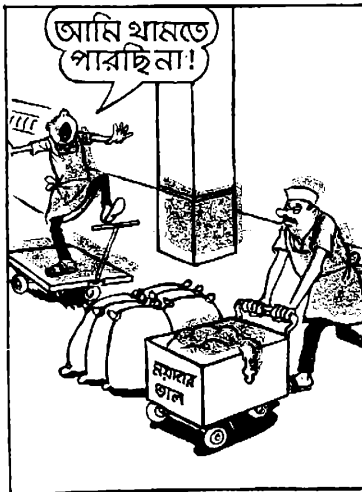
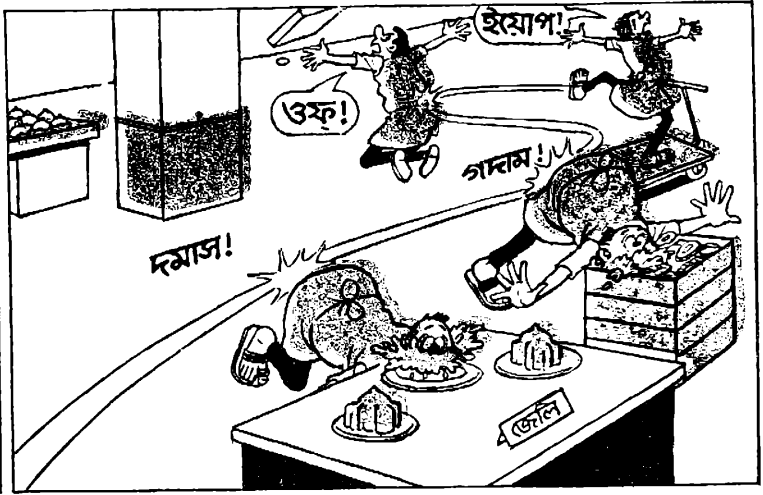
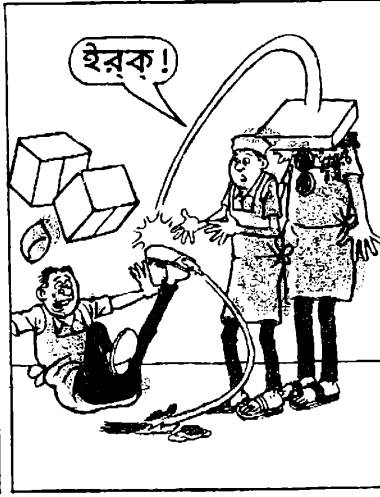
সাই!





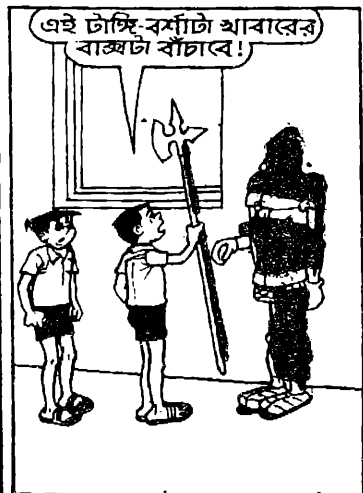
নারায়ণ দেবনাথ



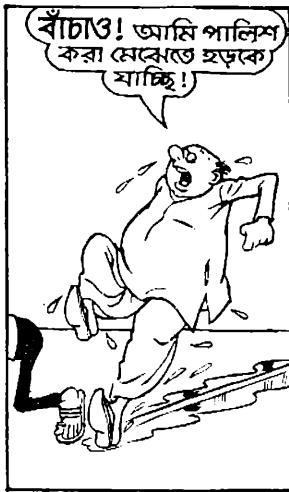
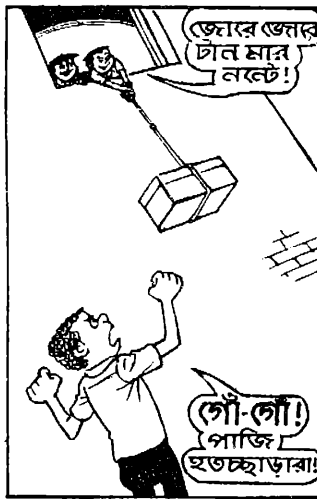


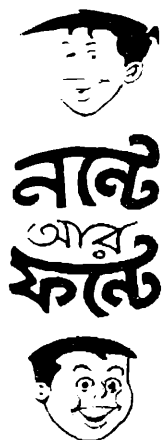


নারায়ণ দেবনাথ



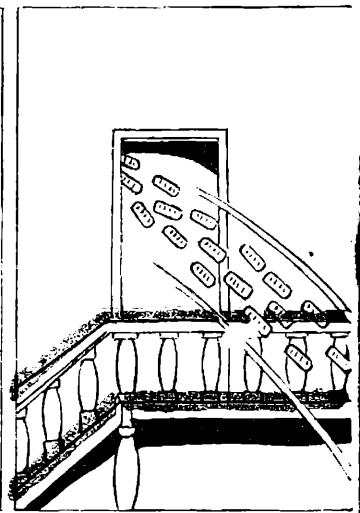
নাট্য আর ফটোর নানান কীর্তি (২২ পর্ব) — নারায়ণ দেবনাথ





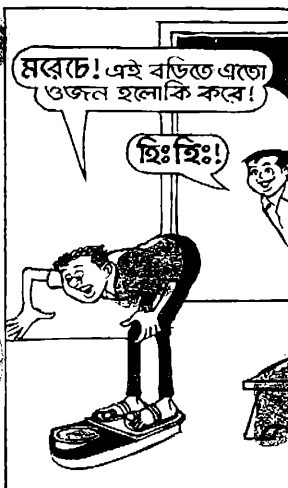
রায়ণ দেবনাথ

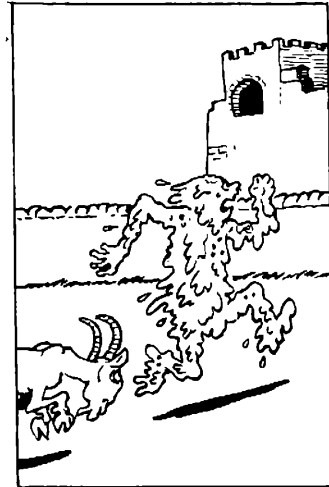
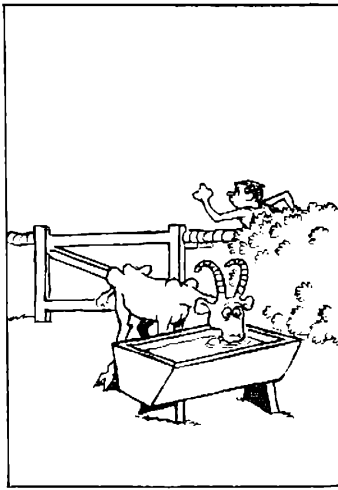






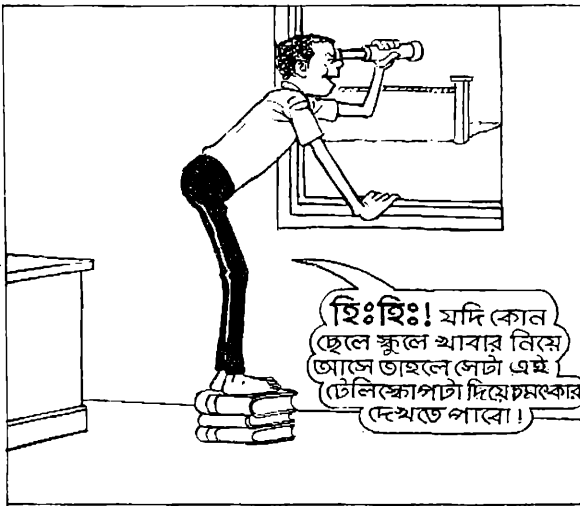
নারায়ণ দেবনাথ



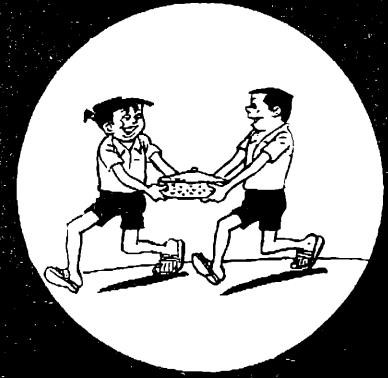




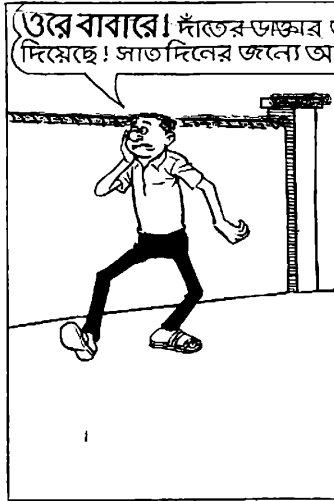
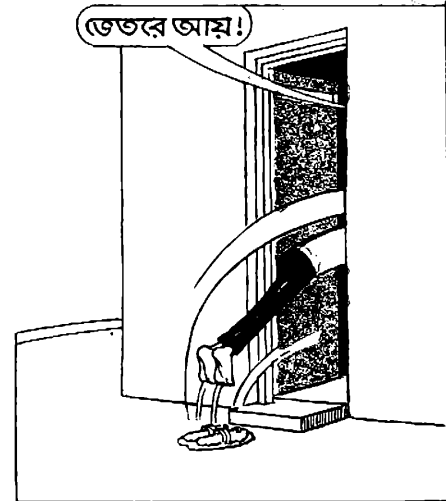
রায়শ দেবনাথ



আর কেবুঁ যা দেখতে পেলো।



নটে ফণের স্মানান কীর্তি ২৩

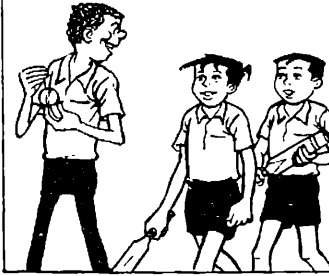




শ্রী দেবনাথ



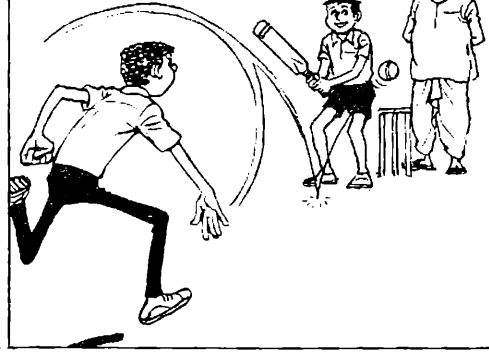
কিছুক্ষণ পরে নুটে আমার ফন্টের
দল যখন ব্যাট করতে নামলো।
(আমার ব্যাটিং দেখেছি, এবার)
বোলিং দেখবি। বুলেটের গতিতে
বল যাবে সামান্য দ্বিগুণে পারবি জো?
হ্যাঃ হ্যাঃ!



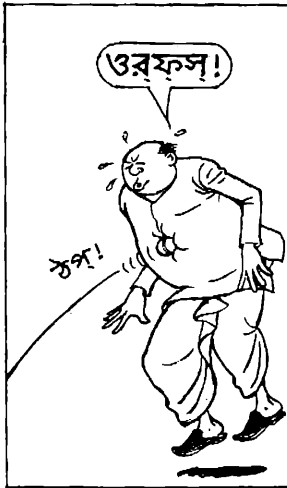
কেজোকে কি করে আমরা
মোকাবেলা করবো শোন—
(ফিস্-ফিস্-ফিস্!)



একটা বলেও ব্যাট ঠাকারো না!
বুলেটের গতিতেই বল বেরিয়ে
যাক!



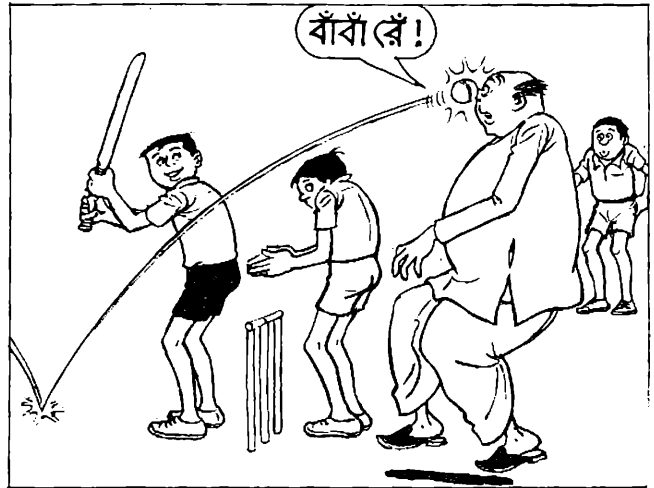
ওরফস্!



ঠিকমতো বল
কর, কেলুট! বল
ছুড়ে মারা ছিস
নাকি?



বাঁবাঁ রেঁ!



(বেলিক, ছুঁচো হাউগিলে! তখন
থেকে ওয়ারিং দিচ্ছি! এখন
বুলেট খেলার ছল করে বল
মেরে আমাকে হওয়ার
চেষ্টা!)



এবার আমি কেমন বল করতে
পারি নাথ, হতচ্ছাড়া মকট!



কেলুট এবার আমাদের
হজেরান নিচ্ছে, ফন্টে!

বিন্ত তার আগেই
স্মার ওকে ক্লিন
বোল্ড করে
দিলো!





নন্টে আর ফন্টে



শ্রী দেবেন্দ্র







নটে আর ফটে



স্বপ্ন দেবনাথ



কেন পড়লি যে! হ্যাঁট না! বুঝতে পারছি পায়ের চোট নিয়ে পিয়ন আর ডাকের মোট বইতে পারবে না!



আমি তোকে সাহায্য করবো ফটে! ডাক বাত্ম আমি তোকে এনে দিচ্ছি!



এই যে এখানে কিছু চিঠি যার বেশীর ভাগই পোস্ট করার জন্য পাওয়া যায়নি— সেগুলি তুমি দিচ্ছি!



এখন আমি এখানকার পোস্ট স্টার! আমার ইচ্ছে আমার চিঠি থেকে তুমি কিছু ডাক টিকিট কেন



তাহলে তোকে আমি বিনামূল্যে স্ট্যাম্প দেবো—সুন্দর কালি দিয়ে হাতে মারা স্ট্যাম্প!



হিঃহিঃ! এগুলি তোকে স্বদূর বিদেশে নিয়ে যাবে আবার ফিরিয়ে আনবে! নিখরচায় দেশ ভ্রমণ হয়ে যাবে, ফটে!



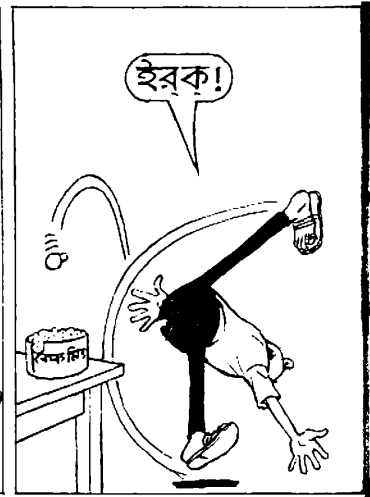
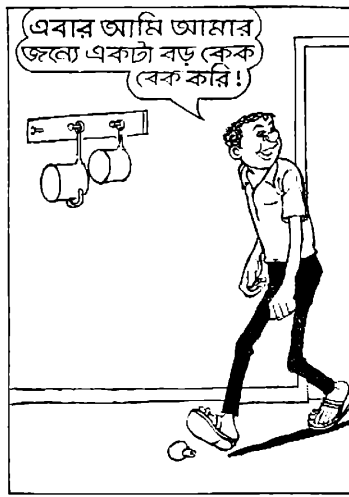




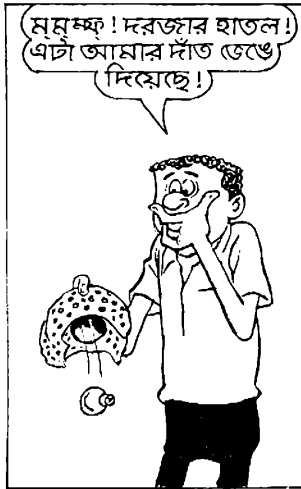
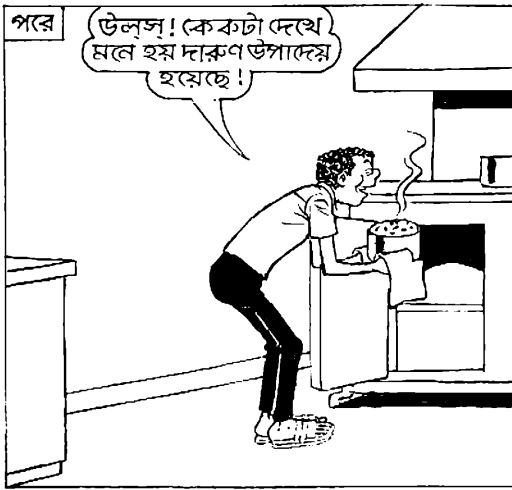
নটে আর ফটে

কৃষ্ণ দেবনাথ





দরজার হাতলটা কেক
মিশ্রণের ওপর এল পড়ল।





দেবনাথ



এই যে, ছেলেরা! তোরা কিরকম
মাটির জিনিষ তৈরি করতে
শিখেছিস সেটা আমি দেখবো!



এক সাহাব
আপনাকে
বুলাইছে,
সুপারিনটেন
চার

তোমরা চালিয়ে যাও,
ছেলেরা! আমি ফিরে
এসে যেন তোমাদের
কাজ ওভেন পোড়াতো
দেওয়ার মতো দেখতে
চাই!



তুমি কি বানাতে চাইছো,
কেলুদা?

মুখের একটা
বস্ট বানাবো,
ফন্টে!



তোর বদনের অধিকাংশই
এতে ধরা হয়ে গেলো!

ফুপস্!

থ্যাপস্!



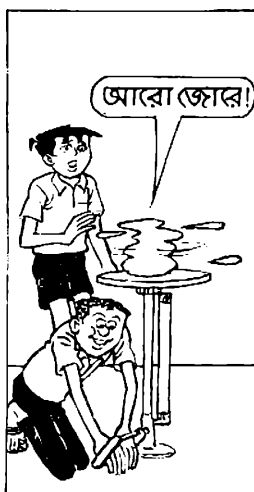
দ্যাখো, সবাই! আমি ফন্টের বদনের
ভিতরের দিকের একটা বাস্ট তুলেছি!

তুমি এটা ভালো কাজ
করলে না, কেলুদা!



না-না! তোকে আরো
সারে প্যাডেল করতে
হবে, নন্টে!

হাঃ!



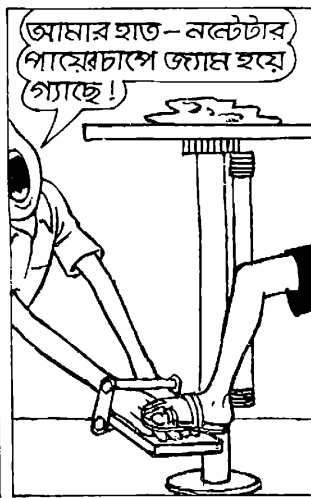
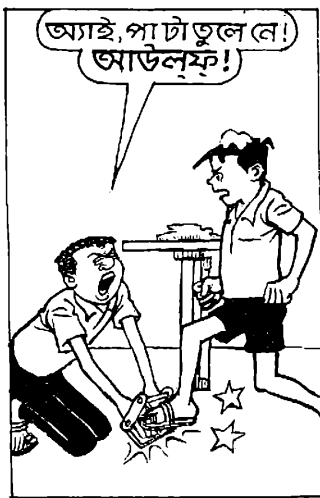
আরো জোরে!



ফুপ্!

এই দাখ-এর চেয়েও আরো
গতি আরো জোর হলে স্যার
জোসার জাগেই তোর
কাজ হয়ে যেতো।
হিঃ হিঃ!

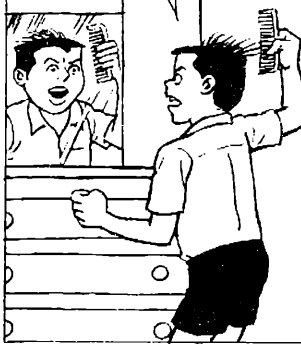
আফ্ফস্!





রায়শ দেবনাথ

শ্যে! এই চুলের গোছাটা
আমি সমান করে পাততে
পারছি না!



ওয়াহ! আমার
চুল!



তুই সব সময় চুল এগেবে
রাখবি ফটে! যাতে আমি
জালো করে মুঠিয়ে ধরতে
পারি!

আরফস!

মরেচে!



গদাম!

খাড়া চুলের জন্যে এবার আর
তোকে বিরক্ত হতে হবে না
ফটে...



নিজেই দ্যাখ!

ইরক!



তার মাথায় যখন একটা আলু
গাভিয়েছে তখন তার সঙ্গে মানিয়ে
আরো কিছু পরিবর্তন দরকার!
প্রথমে নাক--



তারপর ওটা ঢাক হওয়ার
পর কান তান মেরে একটু
লম্বা করে দেওয়া!



আবার দ্যাখ! তার মুখ এখন
আরো চিতাকর্ষক হয়েছে--আর
বেশ দর্শনীয়ও হয়েছে
হেঃ হেঃ!







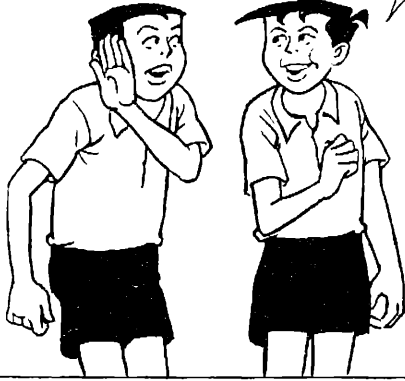
নারায়ণ দেবনাথ





আইডিয়াটা শোন, নল্টে!
ফিস-ফিস ফিস-ফিস!

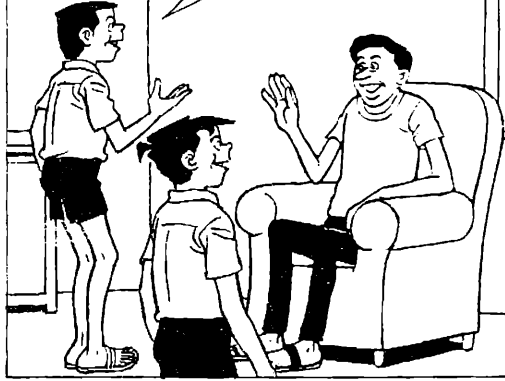
আইডিয়াটা টেরিফিক!
শ্যান ঠিকমতো চললে
দারুণ হবে, মাইরি!



সেই মতো

গলুদা, তোমার
সাহায্য চাই!
করবে তো?

অবশ্যই
করবো!



বদিন

বৎস, তোমরাই কি নল্টে আর ফল্টে
নামধারী বালক?

শা. সাধু মহারাজ!



ভিতরে ঢেলা বৎসরা তোমাদের সঙ্গে কিছু গোপনীয়
কথা আছে!

চলুন, সাধু মহারাজ!



(শোনা, বৎসরা! সুদূর ভিতরের এক দুর্গম
গুহায় এক ভিত্তী লামার পরিচয় হয়। দীর্ঘদিন
আমরা একসঙ্গে ছিলাম। দেহরক্ষার সময়
সে একটা কোটো আমাকে দিয়ে বলে, এতে
মায়া কাজল আছে যা ভক্তির চোখে লাগলে
গুপ্তধন যেখানেই থাকুক না কেন তার কাছে
দৃশ্যমান হবে। তবে নিজে চোখে
লাগালে হবে না, অন্যকে
লাগিয়ে দিতে হবে।)



(কিন্তু এতো দূরে
থেকেও ডনি
আমাদের
চিনলেন কি
করে?)

(উনি বলেছিলেন তোমরা নাকি
গত জন্মে ওনার প্রিয় শিষ্য ছিলে।
ধ্যান যোগে সব জেনে নিয়ে উনি
আমাকে তোমাদের এ জন্মের নাম-
ধাম জেনে বলেছিলেন পশ্চিম বাংলার
এই স্থানে তোমরা থাকো, তাই দুরতে
দুরতে চলে এসেছি। এই নাও।)



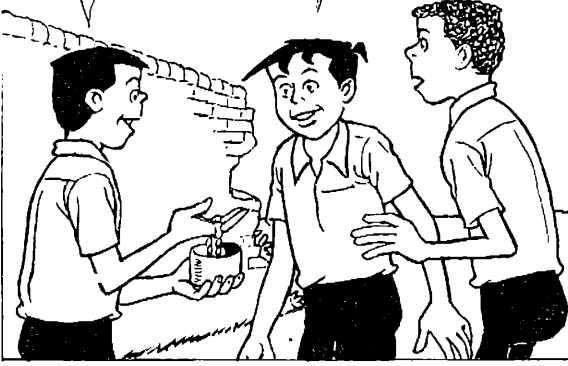




হার র. নটে! (সোনার বলেই মনে হচ্ছে। কে রেখেছিলো কে জানে।) প্রাচীন বলেই মনে হয়!

দ্যাখো, কেলুটনা! মায়াকাজলের কি অলৌকিক ক্ষমতা!

জাতিই অলৌকিক!



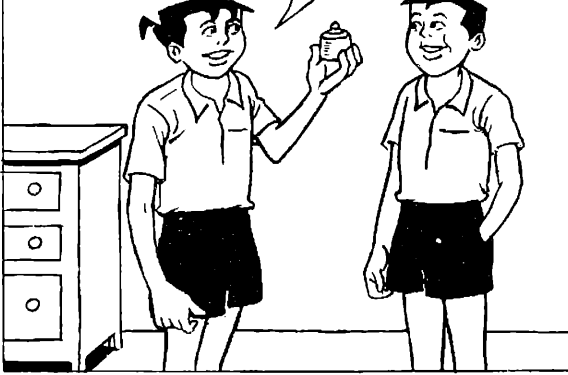
আমরা মায়াকাজল লাগিয়ে যেখানে যেখানে গুপ্তধন আছে সব সংগ্রহ করে নেবো, বুঝলি নটে!

নিশ্চয়!



বোর্ডিংয়ে ফিরে

(এই মায়াকাজলের জন্যে ও ওর লোডের হাত ঠিক বাড়াবে, আর আমরাও ওকে কাও করার জন্যে তৈরি থাকবো।)



বাই ছুক কিম্বা জুক, কাজলের কোটো আমি টুক করে হাতিয়ে নেবোই নেবো। হেঃ হেঃ!



সবই ঠিকঠাক থাকছে, শুধু মায়াকাজলের রংটা সামান্য থেকে কাজলের রং করে দিলুম।

(কেলুটনা দেখলে ডাববে মায়াকাজলের এটাও কোন মায়্যা! সামান্য থেকে কালো হয়ে গেছে।)



(এটাকে আবার ওর জায়গামতো রেখে দিলে যাই।)





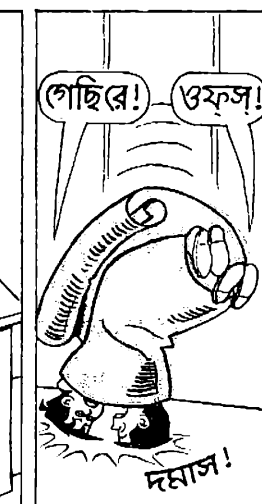


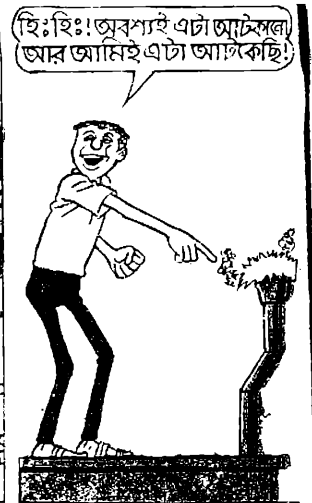
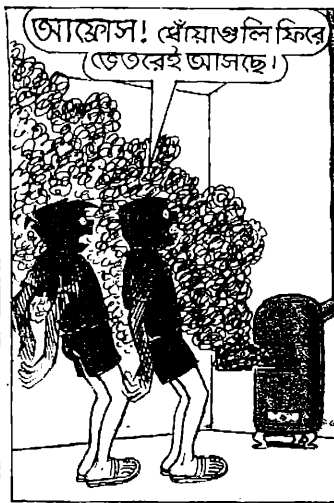
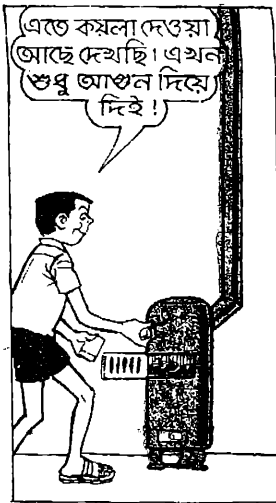


নাটে
আর
ফটে



নারায়ণ দেবনাথ

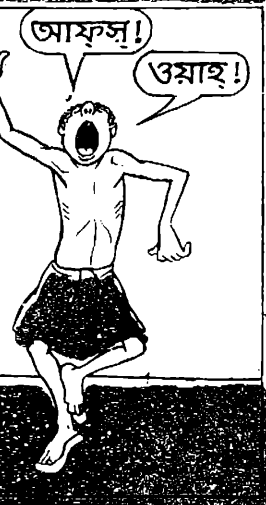
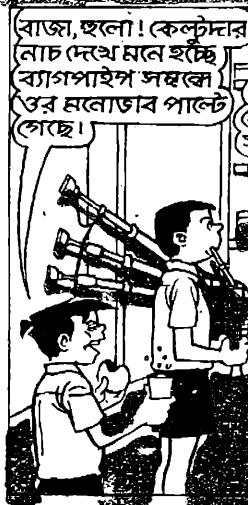
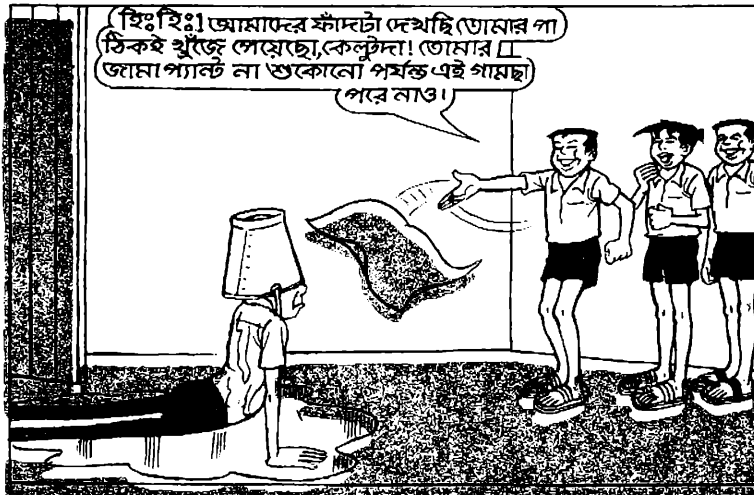
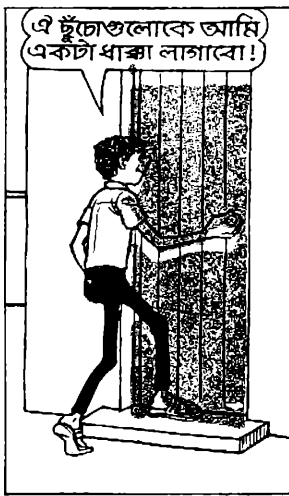






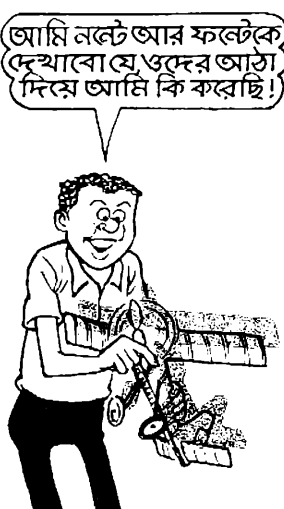
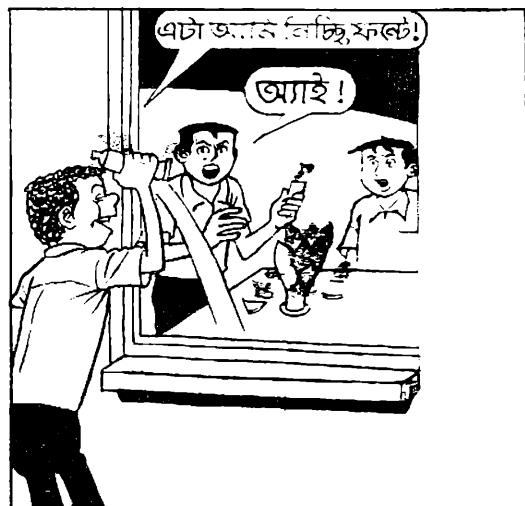
নারায়ণ দেবনাথ







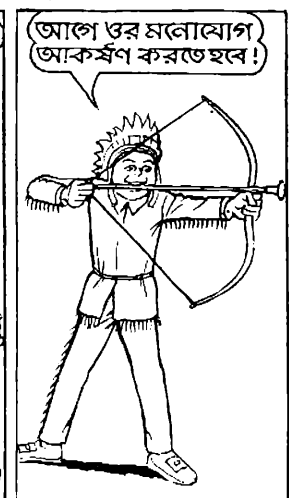
রায়ণ দেবনাথ







বায়ণ দেবনাথ



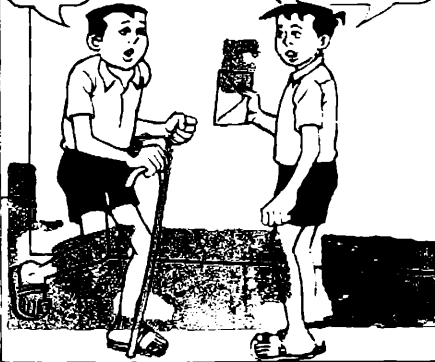




রায়শ দেবনাথ

সকালে পাটা মচকে
গিয়ে ব্যথাটা এখন
বেড়েছে। একটা ব্যথা
কমার ওষুধ নিয়ে
আসি।

আমাকে স্যার
টিডি দিয়ে বন্ধুর
কাছে পাঠাচ্ছে না
হলে তোর সঙ্গে
যেতে পারতাম।



আরে, ফটেটা লাঠি নিয়ে বেংচে
বেংচে সস্তা ছাড়া হয়ে কোথায় যাচ্ছে
খোঁজ করে দেখিতো!



তার কি হয়েছে, ফটে?
নাতি তুকে চলছিল কেন?

তুমি আবার
কোথেকে
উদ্ভয় হল?



বাহ! আমি চলে যাচ্ছি! ওঃ! গোছ
রে!



যাচ্ছিল কোথায়?
লাঠি নিয়ে যাচ্ছিল
লাঠির কত্তা গুণ
জানিস?

দ্যাখ তুই পালাতে চাইছিলি কিন্তু
লাঠি দিয়ে কেমন আটকে দিলুম।
এবার আরো উপকারিতা সম্বন্ধে
তাকে অবহিত করছি।



হিক!

কি নয় -
কবারে
তিকা।

তুমি দেখেছো পায়ের
কথায় আমি খুঁড়িয়ে
হাঁটছি!



এই দ্যাখ!



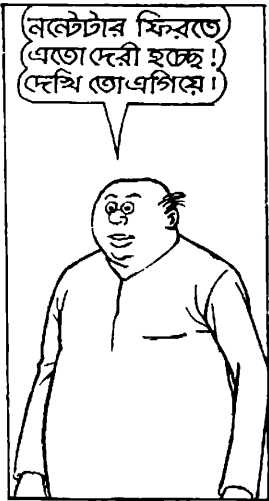
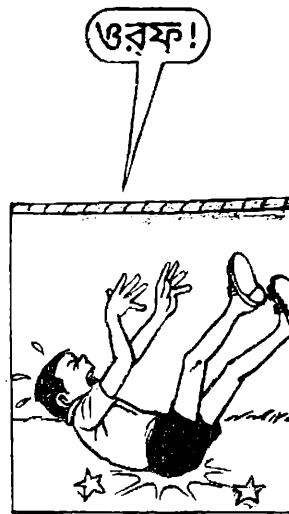
সপাত!

ইয়ারকস!

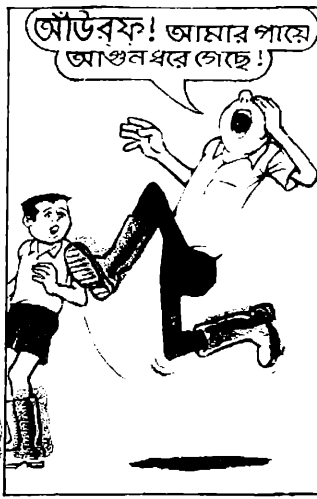
দ্যাখ, ফটে, লাঠির আর একরকম
উপকারিতা! তোর ব্যথা হওয়া পায়ের
কথা তুলিয়ে দিলুম লাঠির দ্বারা
অন্য পায়ের ব্যথা ধরিয়ে।



হেঃ হেঃ!









রাহণ দেবনাথ







নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ



কি ব্যাপার, কেবুট!
একবারে দলবল
সম্মত!

আমরা ঠিক করেছি
এবার আপনাদের জন্মদিন
পালন করবো! আমি
নিজে এদিন আপনাকে
মোঙ্গলাই খাবো রান্না
কর খাওয়াবো।



স্যারকে জোখব নন—
দিলে জন্মদিন পালন
কিন্তু ক্যাশকে ডেস্কের
ওনি?

তোরা জেগাবি!
না হলে স্যারকে
গিলে বলতে হবে
যে তোরা রাজি
নয়, হিঃ হিঃ!



খলাধুলার
সরঞ্জাম কিনবো
বাল টাকাটা।
সমিয়েছিলাম
সব গেলো।

আমাদের
খাড়া ডেঙে
ও স্যারের
গুড বুকে
থাকতে
চায়।



এই নাও নটে
আর ফটের
গাট গাছা।

বেশী করে দিয়েছিস
জো? মোঙ্গলাই
রান্নার ডিনিসপত্র
কিনতে হবে।



কিছু পরে

কি ব্যাপার!
কেলুন্টার চামচে
খ্যাঁড়াটা চুপি
চুপি ওর ঘরে
চুকছে কেন!
দেখতে হচ্ছে
জো ব্যাপারটা



টান্ডা ভালোই উঠছে রে, খ্যাঁড়া।
আমি স্যারকে রান্না করো খাওয়াবো
না খেঁচ। আবার খাবো রেস্টোরায়ে
আলো খাবো তারপর
স্যারের জন্যে ও খান
থেকেই মোঙ্গলাই
কিনে নিয়ে যাবো।
শুধু আমার তোরি
একটা স্পেশাল
মশলা খাবারে
ছড়িয়ে দেবো।

আচ্ছা, এই তাহলে
নটে আর ফটে
ব্যাপারটা জেনাচ্ছে
হবে।



বটে! সব সময় ওর
ওপর নজর রাখবি
নটে!

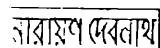
সেটা আমার
বলতে!

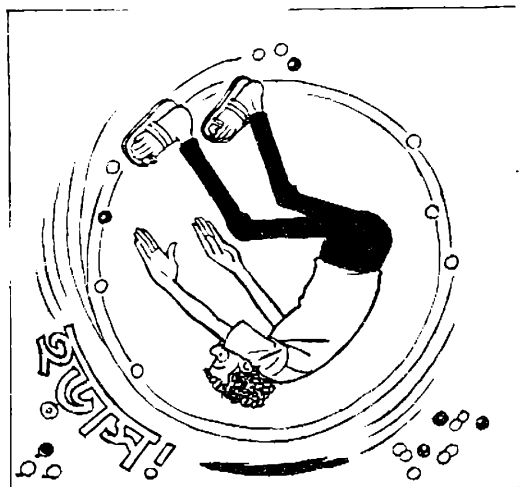


অবস্থানের দিন
চল, খ্যাঁড়া। আলো আমি
নিজের জন্মদিন পালন
করে তারপর স্যারের জন্মদিনে
খানা আর মালা কিনবো। কিন্তু
কাকপক্ষিতেও যেন ঢের না
পায় যে আমরা খাবো। জঙ্কল
আমি জোর ন্যাভা মেরে দেবো।

কেউ জানবে না।









নাটে আর ফাটে



নারায়ণ দেবনাথ









উফ! ছুটতে ছুটতে দম বেরিয়ে গেছে!

সত্যি, কেলুদা!
হাফ ধরে গেছে।



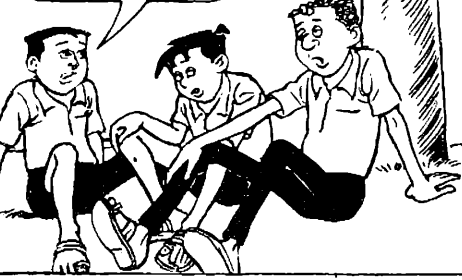
নটে আর ফটে! চল জলর ধারের এ গাছটার নীচে
একটু বসা যাক।

হ্যাঁ, কেলুদা। নাহলে উল্ল
জনগণকে আমাদেরই
সেবা করতে হবে।



বশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তারপর
আবার জনসেবায় আত্মনিয়োগ
করতে হবে।

তবে এবার দেখে শুনে
জেনুইন বিপদগ্রস্তকে
সেবা করতে হবে।



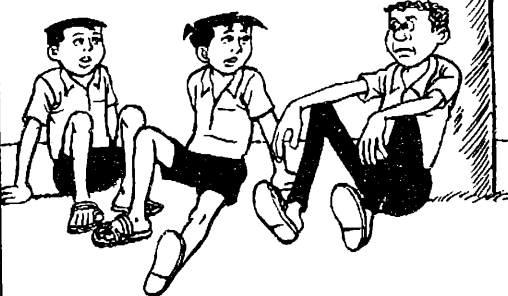
দীর্ঘসময় কাটার পর

লোকেরা কি বিপদে পড়তে ভুলে গেলো
নাকি রে!

তা যা বলেছো,
কেলুদা!



জনগণ যদি আমার মানে আমাদের
সেবা থেকে বঞ্চিত হতে চায় তাহলে
আমরা কি আর করতে পারি।



তখনই

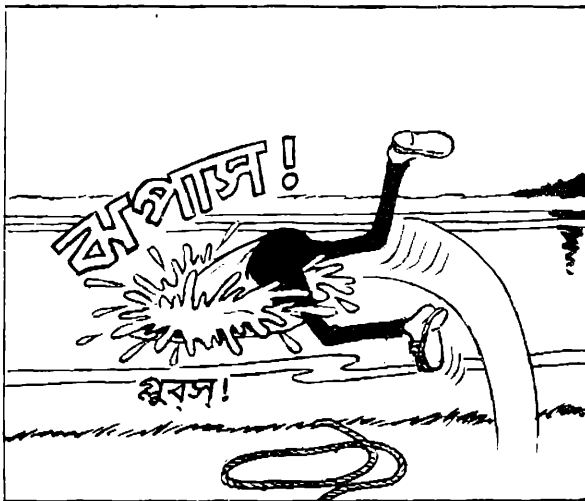
বাঁচাও! বাঁচাও! ডুবে গেলাম!

এইতো
চেষ্টাছে!

জেনুইন সেবাপ্রার্থী বলেই
মনে হচ্ছে, কেলুদা!











নটে আর ফটে



নারায়ণ দেবনাথ



শোনা, ছেলেরা! বোর্ডিং স্কুল
কর্তৃপক্ষ একটা মডেলিং
প্রতিযোগিতার আয়োজন
করেছে। বিচারে প্রথম হওয়া
প্রতিযোগীকে আকর্ষণীয়
পুরস্কার দেওয়া হবে।

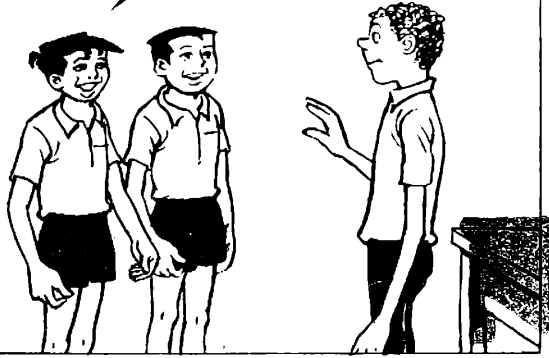
হ্যাঁ, আমাদের নিয়ে কেউ কিছু
নিয়ে নেয়ারে না। কারণ
উভয় আমাদের মূর্তি করা
নিম্নের মতো করা হয়েছে।



পরে

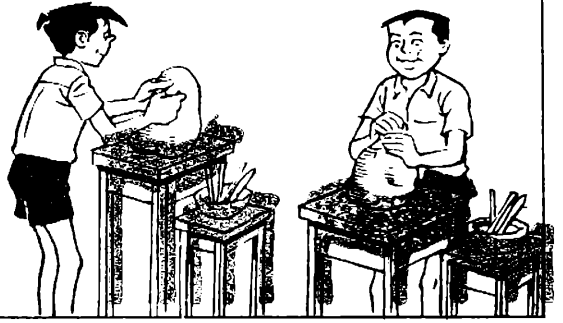
তুমি কি বিষয় নিয়ে
মডেলিং করবে,
কেলুদা!

সেটা এখনো
ডেবে ঠিক
করিনি।



ও ডেবে ঠিক করুক!
আমরা আমাদেরটা
শুরু করে দিই।

আজলে কেলুদা কি
করবে সেটা আগে
আমাদের জামা দেখো না!



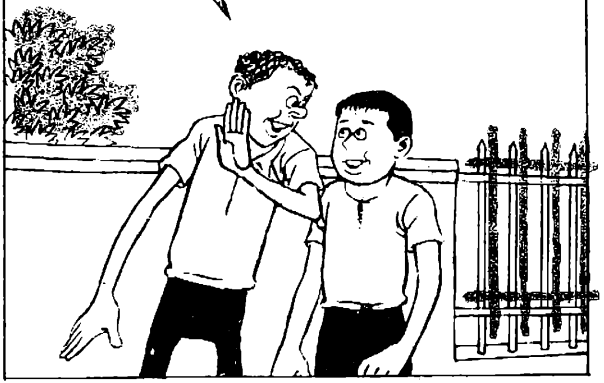
ওদিকে

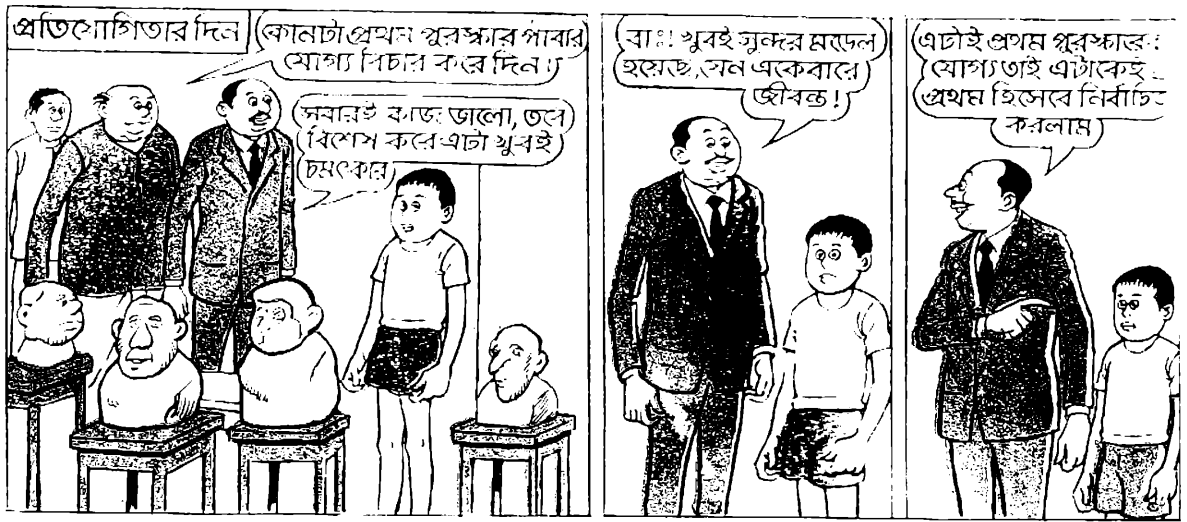
শোন, পোনা! আমি যা বলবো সেই
মতো যদি কাজ করিস তো তাকে একটা
গিল্টি সোনার একটা জিহ্বিস দেবো!

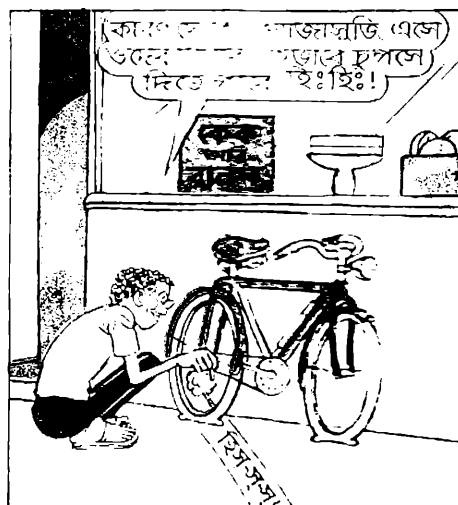
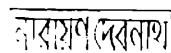
কি কাজ
করতে হবে
কেলুদা?



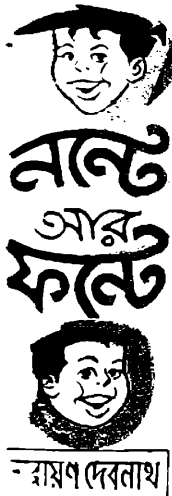
শোন! (ফিস ফিস ফিস ফিস!) যা
বললাম সেটা এমন কষ্টসাধ্য কিছুই না
একটু যা কিছু সময় ধৈর্য ধরে থাকা।











— রায়ণ দেবনাথ







